হায়াতুস্ সাহাবাহ্ (রাঃ)

(তৃতীয় খণ্ড)

মূল

হযরত মাওলানা

মুহাম্মদ ইউসুফ ছাহেব কান্ধলভী (রহঃ)

অনুবাদ

হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের

কাকরাইল মসজিদ, ঢাকা

দারুল কিতাব

৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.BANGLAKITAB.com

অনুবাদকের আরজ

بِسمِ اللّٰهِ الرّحمنِ الرَّحِيمِ

نحمده و نصلى على رسوله الكريم اما بعد :

ইসলামই একমাত্র আল্লাহ্ পাকের মনোনীত ধর্ম তথা সমগ্র মানব জাতির জন্য একমাত্র কামিয়াবী ও মুক্তির পথ। আর ইসলাম শুধুমাত্র গুটিকয়েক আমল যথা—নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্ব পালনের নাম নহে বরং ঈমানিয়াত, এবাদাত, লেন–দেন ও কায়কারবার, সামাজিক ও ঘরোয়া আচার–ব্যবহার এবং আখলাক বা চারিত্রিক সকল বিষয়ে, তথা সামগ্রিক জীবনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবা (রাঃ)দের আদর্শে আদর্শবান হইয়া চলার নামই ইসলাম।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের উপর বিশ্বাস ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আল্লাহ্ তায়ালার মহব্বত ও সন্তুষ্টি একমাত্র তাঁহারই অনুকরণ ও অনুসরণের মধ্যে নিহিত বলিয়া কোরআন পাকে ঘোষিত হইয়াছে। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূত–পবিত্র জীবনাদর্শ অনুধাবনের একমাত্র মাধ্যম ও উহার প্রথম বাহক হইলেন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)। কারণ তাঁহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে সরাসরি শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। নবুওতের সূর্যকিরণ সরাসরি তাঁহাদেরই উপর পড়িয়াছে। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)দের মুবারক জামাতকে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার নবীর সাহচর্যের জন্য বাছাই করিয়াছেন। তাঁহারাই দ্বীন ইসলামের প্রথম প্রচারক। আল্লাহ্ তায়ালা আপন কালামে পাকে তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার কথা ঘোষণা করিয়াছেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিতেন, "যে ব্যক্তি দ্বীনের পথে চলিতে চাহে সে যেন সেই সকল লোকদের অনুসরণ করে যাহারা অতীত হইয়া গিয়াছেন। আর তাঁহারা হইলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)। কারণ তাঁহারা এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ ভাগ। তাঁহাদের অন্তর ছিল অত্যন্ত পবিত্র ও তাঁহাদের জ্ঞান ছিল সর্বাপেক্ষা গভীর। তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রকার কৃত্রিমতা ছিল না, আল্লাহ্ তায়ালা আপন নবীর সাহচর্য

www.BANGLAKITAB.com

ও তাঁহার দ্বীন প্রচারের জন্য তাঁহাদিগকে বাছাই করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহাদের সম্মানকে স্বীকার করিয়া তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ কর। তাঁহাদের আখলাক ও আদর্শকে মজবুত করিয়া ধর। কারণ তাঁহারা হেদায়াতের উপর ছিলেন।"

হযরত মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব (রহঃ)এর দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা প্রথম যুগের হীরা সমতুল্য সাহাবাওয়ালী দাওয়াতের মেহনতকে বিশ্বব্যাপী পুনরায় চালু করিয়া দিয়াছেন। গোমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিত লাখো মানুষ আজ আলোকোজ্জ্বল হেদায়াতের পথে ছুটিতেছে। জীবনের মোড় শির্ক ও বিদআত হইতে তাওহীদ ও সুন্নাতের দিকে ঘুরিতেছে। ছোটবেলায় 'উম্মি বি' নামে আবেদাহ যাহেদাহ হিসাবে সুপরিচিত তাঁহার নানী পিঠে হাত বুলাইয়া বলিতেন, ইলিয়াস, কি ব্যাপার! তোমার মাঝে আমি সাহাবাদেরকে চলিতে ফিরিতে দেখিতে পাই। কখনও বলিতেন, ইলিয়াস, আমি তোমার মধ্যে সাহাবাদের খুশবু পাই। পরবর্তীকালে তাঁহার সাহাবা প্রীতির ঘটনাবলীর দ্বারা এই কথাগুলির বাস্তবতা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। সাহাবা (রাঃ)দের সহিত তাঁহার গভীর ভালবাসার দরুন তাঁহাদের ঘটনাবলী অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শুনাইতেন। কখনও তাঁহাদের ঘটনাবলী শুনিতে যাইয়া ভাবাবেগে তন্ময় হইয়া পড়িতেন। এইজন্যই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, সাহাবা (রাঃ)দের জীবনী এমনভাবে সংকলিত হউক যাহাতে দাওয়াতের উসূল-আদাব ও উহার বিভিন্ন দিক পরিস্ফুটিত হয়। সুতরাং উক্ত কাজের জন্য তিনি তাঁহার সুযোগ্য পুত্র হযরত মাওলানা ইউসুফ ছাহেব (রহঃ)কে নির্বাচন করিলেন। আর তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল এই 'হায়াতুস সাহাবাহ' কিতাবখানি। পিতার ন্যায় হযরত মাওলানা ইউসুফ ছাহেব (রহঃ)ও সাহাবা (রাঃ)দের একজন সত্যিকার আশেক ছিলেন। প্রত্যহ এশার নামাযের পর তিনি নিজে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অত্যন্ত স্বাদ লইয়া হায়াতুস সাহাবাহ পড়িয়া শুনাইতেন।

'হায়াতুস সাহাবাহ্' কিতাবখানি মূলতঃ আরবী ভাষায়। অনারব ও আরবী ভাষায় অনভিজ্ঞদের উক্ত কিতাব হইতে উপকৃত হইবার উদ্দেশ্যে উহার অনুবাদ করা প্রয়োজন বিধায় হযরতজী হযরত মাওলানা এনআমুল হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহির অনুমতিক্রমে উর্দু ও অন্যান্য ভাষায় উহার অনুবাদের কাজ চলিতেছে।

আল্লাহ তায়ালা জনাব হাজী আবদুল মুকীত ছাহেব মাদ্দাজিল্লুহুল আলীকে উভয় জাহানে জাযায়ে খায়ের দান করুন। সর্বপ্রথম তাঁহারই একান্ত অনুপ্রেরণায় ও আদেশে বান্দা উক্ত কিতাবের তরজমার কাজ আরম্ভ করিয়াছে। অবশ্য পরে ১৯৮৮ ইং সালের এজতেমার সময় হিন্দ ও পাকের সকল মুরুব্বিয়ানের উপস্থিতিতে হযরতজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খেদমতে উহার বাংলা তরজমার বিষয়টি উত্থাপন করা হইলে তিনি উহার বাংলা তরজমার অনুমতি দান করিয়াছেন।

বান্দা অযোগ্য ও নিষ্কর্মা হওয়া সত্ত্বেও মুরুব্বিয়ানের সস্নেহ আদেশ, দোস্ত-আহবাবের সহযোগিতা ও উৎসাহই হায়াতুস সাহাবার ন্যায় আজীমুশশান কিতাবের বাংলা তরজমার বিষয়ে মূল প্রেরণা জোগাইয়াছে। কাজেই সর্বাগ্রে তাহাদের এহসান স্বীকার করিতেছি। অতএব যাহারাই বান্দাকে এই কাজে যে কোন প্রকার সহযোগিতা ও উৎসাহ দান করিয়াছেন আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে উভয় জাহানে ইহার উত্তম বদলা দান করুন। বস্তুতঃ যাহা কিছু সম্ভব হইয়াছে নিঃসন্দেহে তাহা সম্পূর্ণই আল্লাহ্ পাকের অশেষ মেহেরবানীতে হইয়াছে এবং যেটুকু সঠিক ও নির্ভুল হইয়াছে তাহাও আল্লাহ্ পাকেরই রহমত। আর যে কোন ভুল-ভ্রান্তি হইয়াছে সবই বান্দা অনুবাদকের অযোগ্যতার দরুনই হইয়াছে। তবে আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত দয়াবান ও ক্ষমাশীল।

পরিশেষে পাঠকের অবগতির জন্য আরজ করিতেছি যে, মূল হায়াতুস সাহাবাহ কিতাবখানি চার জিল্‌দে সমাপ্ত একখানি সুদীর্ঘ কিতাব। জনাব হাজী ছাহেব মাদ্দাজিল্লুহুল আলী বলিয়াছিলেন, প্রত্যহ এশার পর কাকরাইলের মিম্বারে যেটুকু পড়া হয় তাহা যেন সংগে সংগে তরজমা লিখিয়া ফেলা হয়। আর যখন বলিয়াছিলেন তখন তৃতীয় জিল্‌দ পড়া হইতেছিল বিধায় তৃতীয় জিলদেরই তরজমা প্রথম করা হইয়াছে। ইনশাআল্লাহ বাকী জিল্‌দগুলি পরবর্তীতে তরজমা করা হইবে বলিয়া আশা রাখি। আর কিতাব দীর্ঘ না হয় এই উদ্দেশ্যে হাদীসের সনদ ও হাওয়ালা ইত্যাদির তরজমা

www.BANGLAKITAB.com

ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তথাপি কাহারো প্রয়োজন হইলে মূল কিতাব হইতে দেখিয়া লওয়া যাইতে পারে।

সবশেষে পাঠকবৃন্দের খেদমতে দোয়ার দরখাস্ত করিতেছি, যেন আল্লাহ্ পাক এই নগন্য প্রচেষ্টা কবুল করিয়া উহাতে বরকত দান করেন এবং সকলকে উহা দ্বারা উপকৃত করেন ও সকলের জন্য নাজাতের উসীলা বানান। (আমীন)

বিনীত আরজগুজার

৩রা জুমাদাল উলা, ১৪১৬
২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫

বান্দা মোহাম্মাদ যুবায়ের
কাকরাইল মসজিদ, ঢাকা।

সূচীপত্র

দশম অধ্যায়

সাহাবা (রাঃ)দের স্বভাব ও চরিত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
উত্তম আখলাক বা চরিত্র	
নবী করীম (সাঃ)এর আখলাক বা চরিত্র	২
হযরত যায়েদ (রাঃ)এর বর্ণনা	৩
হযরত সফিইয়া (রাঃ)এর বর্ণনা	৪
হযরত আনাস (রাঃ)এর বর্ণনা	৪
রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর মুসাফাহা	৫
নিজের জন্য প্রতিশোধ না লওয়া	৬
রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর স্বভাবের বর্ণনা	৭
খাদেমের সহিত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর উত্তম ব্যবহার	৮
নবী করীম (সাঃ)এর সাহাবা (রাঃ)দের আখ্লাক বা চরিত্র	১০
হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর বর্ণনা	১০
কতিপয় সাহাবা(রাঃ)দের আখলাক সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর সাক্ষ্য দান	১০
হযরত ওমর (রাঃ)এর আখলাক	১২
হযরত মুসআব ও হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর আখলাক	১৪
হযরত ইবনে ওমর ও হযরত মুআয (রাঃ)এর আখলাক	১৪
ধৈর্য ও ক্ষমা	
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধৈর্য	১৫
আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর ধৈর্য	১৭
এক ইহুদীর জাদুর ঘটনা	১৯
এক ইহুদী মেয়েলোকের বিষ মিশ্রিত বকরির ঘটনা	২০
কতল করিবার এরাদাকারীকে ক্ষমা	২৩
হুদাইবিয়ার ঘটনায় ধৈর্য	২৩
দৌস গোত্রের ব্যাপারে ধৈর্য	২৪
সাহাবা (রাঃ)দের ধৈর্য	২৪
হযরত আলী (রাঃ)এর বর্ণনা	২৪
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর ধৈর্য	২৫
মায়া মমতা ও দয়া	
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মমতা	২৫
এক ব্যক্তির প্রশ্ন ও উহার জবাব	২৫
এক বেদুঈনের ঘটনা	২৬
সাহাবা(রাঃ)দের মায়ামমতা	২৭
শরম ও লজ্জা	
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লজ্জা	২৭
হযরত আবু সাঈদ (রাঃ)এর বর্ণনা	২৭
কাহারো মুখের উপর দোষ বলিতে লজ্জা	২৮

www.BANGLAKITAB.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত আয়েশা (রাঃ)এর বর্ণনা	২৮
সাহাবা (রাঃ)দের লজ্জা	২৮
হযরত ওসমান (রাঃ)এর লজ্জা	২৮
হযরত আবু বকর (রাঃ)এর লজ্জা	৩০
হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রাঃ)এর লজ্জা	৩০
হযরত আবু মূসা (রাঃ)এর লজ্জা	৩১
হযরত আশাজ্জ (রাঃ)এর লজ্জা	৩১
বিনয়	
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিনয়	৩১
হযরত আবু উমামাহ (রাঃ)এর বর্ণনা	৩২
হযরত আনাস (রাঃ)এর বর্ণনা	৩২
অন্যান্য সাহাবা(রাঃ)দের বর্ণনা	৩৩
একজন মেয়েলোকের ঘটনা	৩৩
অপর এক ব্যক্তির ঘটনা	৩৪
সঙ্গীদের মাঝে সাধারণ হইয়া থাকা	৩৪
ঘরোয়া জীবনে বিনয়	৩৫
যে সকল কাজ নিজ দায়িত্বে সমাধা করিতেন	৩৬
হযরত জাবের ও হযরত আনাস (রাঃ)এর বর্ণনা	৩৬
মক্কা বিজয়ের দিন বিনয়	৩৬
নিজের জিনিস নিজে বহন করা	৩৭
বিধর্মীদের ন্যায় বাদশাহী আচরণকে অপছন্দ করা	৩৭
সাহাবা (রাঃ)দের বিনয়	৩৮
হযরত ওমর (রাঃ)এর বিনয়	৩৮
নফস দমনের অভিনব পদ্ধতি	৩৯
হযরত ওসমান (রাঃ)এর বিনয়	৪০
হযরত আবু বকর (রাঃ)এর বিনয়	৪১
হযরত আলী (রাঃ)এর বিনয়	৪২
হযরত ফাতেমা ও হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)এর বিনয়	৪৪
হযরত সালমান (রাঃ)এর বিনয়	৪৪
হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর বিনয়	৪৮
হযরত জারীর ও হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)এর বিনয়	৪৯
বিনয়ের মূল	৪৯
হাস্য ও রসিকতা	
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর হাস্য রসিকতা	৫০
নিজ স্ত্রীর সহিত রসিকতা	৫০
আবু ওমায়েরের সহিত রসিকতা	৫০
এক ব্যক্তির সহিত রসিকতা	৫১
হযরত আনাস (রাঃ)এর সহিত রসিকতা	৫১
হযরত যাহের (রাঃ)এর সহিত রসিকতা	৫১
হযরত আয়েশা (রাঃ) ও অন্যান্য বিবিদের সহিত রসিকতা	৫২
সাহাবা (রাঃ)দের রসিকতা	৫৪
হযরত আওফ (রাঃ)এর রসিকতা	৫৫
হযরত আয়েশা (রাঃ)এর রসিকতা	৫৫
হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ)এর রসিকতা	৫৫
সাহাবা(রাঃ)দের খুরবুজা ছুড়াছুড়ি	৫৫
হযরত নুআইমান (রাঃ)এর রসিকতা	৫৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
দান ও উদারতা	
সাইয়্যেদুনা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)এর দানশীলতা	৫৯
হযরত রুবাইয়্যে' (রাঃ)কে স্বর্ণ দানের ঘটনা	৫৯
হযরত উম্মে সুম্বুলাহ (রাঃ)কে ময়দান দানের ঘটনা	৬০
সাহাবা (রাঃ)দের দানশীলতা	৬০
অগ্রাধিকার দান সবর	
সর্বপ্রকার রোগের উপর সবর করা	
রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর জ্বর-যন্ত্রণায় সবর	৬১
সাহাবা (রাঃ)দের রোগের উপর সবর করা	৬২
কোবাবাসীদের ঝরে সবর করা	৬২
এক যুবকের জ্বরে সবর করা	৬৪
হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সবর করা	৬৪
হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর সবর করা	৬৪
হযরত মুআয (রাঃ)এর প্লেগ রোগে সবর করা	৬৪
হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) ও অন্যান্য মুসলমানদের প্লেগরোগে সবর করা	৬৬
প্লেগরোগ সম্পর্কে হযরত মুআয (রাঃ)এর উক্তি	৬৭
প্লেগরোগে হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ)এর আনন্দিত হওয়া	৬৮
দৃষ্টি হারাইবার উপর সবর করা	
সাহাবা (রাঃ)দের দৃষ্টি হারাইবার উপর সবর করা	৬৯
হযরত যায়েদ (রাঃ)এর সবর	৬৯
অপর একজন সাহাবী (রাঃ)এর সবর	৭০
সন্তান, আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনদের মৃত্যুতে সবর	
সাইয়্যেদুনা হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর সন্তান বিয়োগে সবর করা	৭০
নাতির মৃত্যুতে সবর	৭১
হযরত হামযা (রাঃ)এর শাহাদাতে সবর	৭২
হযরত যায়েদ (রাঃ)এর শাহাদাতে শোক ও সবর	৭৪
হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রাঃ)এর মৃত্যুতে শোক ও সবর	৭৪
মউতের উপর সাহাবা (রাঃ)দের সবর করা	
হযরত উম্মে হারেসাহ (রাঃ)এর সবর	৭৫
হযরত উম্মে খাল্লাদ (রাঃ)এর সবর	৭৬
হযরত উম্মে সুলাইম ও হযরত আবু তালহা (রাঃ)এর সবর	৭৬
হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সবর	৭৯
হযরত ওসমান (রাঃ)এর সবর	৮০

www.BANGLAKITAB.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত আবু যার (রাঃ)এর সবর	৮০
হযরত ওমর (রাঃ)এর সবর	৮১
হযরত সাফিয়্যা (রাঃ)এর সবর	৮১
স্বামীর মৃত্যুতে হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)এর সবর	৮৩
স্ত্রীর মৃত্যুতে হযরত উসাইদ (রাঃ)এর সবর	৮৪
ভাইয়ের মৃত্যুতে সবর	৮৫
বোনের মৃত্যুতে সবর	৮৬
হযরত ওমর (রাঃ)এর মৃত্যুতে মুসলমানদের সবর	৮৬
হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সান্ত্বনা দান	৮৭
হযরত আলী (রাঃ)এর সান্ত্বনা দান	৮৭
সর্বপ্রকার বালা-মুসীবতের উপর সবর করা	
একজন আনসারী মহিলার সবর	৮৮
এক ব্যক্তির ঘটনা	৮৮
মসীবতের ব্যাখ্যা	৮৯
সবরের প্রতি উৎসাহ দান	৮৯
হযরত ওসমান (রাঃ)এর সবর	৯০
শোকর	
সাইয়্যেদিনা হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর শোকর	৯০
বিকলাঙ্গকে দেখিয়া শোকর	৯২
মৌখিক শোকর	৯৩
সাহাবা (রাঃ)দের শোকর	৯৩
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর দেওয়া একটি খেজুরের উপর শোকর	৯৩
হযরত ওমর (রাঃ)এর শোকর	৯৪
হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক নেয়ামতের পরিচয় দান ও উহার শোকরের প্রতি উৎসাহ দান	৯৪
হযরত ওসমান (রাঃ)এর শোকর	৯৬
শোকর সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ)এর উক্তি	৯৬
শোকর সম্পর্কে হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর উক্তি	৯৭
হযরত আয়েশা (রাঃ)এর উক্তি	৯৭
হযরত আসমা (রাঃ)এর উক্তি	৯৮
আজর বা সওয়াবের প্রতি আগ্রহ	
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর সওয়াবের প্রতি আগ্রহ	৯৮
সাহাবা (রাঃ)দের সওয়াবের প্রতি আগ্রহ	৯৮
সাহাবা (রাঃ)দের বসিয়া অপেক্ষা দাঁড়াইয়া নামায পড়িবার প্রতি আগ্রহ	৯৮
হযরত রবীআহ (রাঃ)এর ঘটনা	৯৯
হযরত আবদুল জাব্বার ইবনে হারেস (রাঃ)এর ঘটনা	১০০
হযরত আমর ইবনে তাগলিব (রাঃ)এর ঘটনা	১০১
হযরত আলী ও হযরত ওমর (রাঃ)এর ঘটনা	১০২
হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর ঘটনা	১০৩
সওয়াবের আশায় বিবাহ করা	১০৪
হযরত আম্মার (রাঃ)এর সওয়াবের আশা	১০৪
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)এর সওয়াবের আশা	১০৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
এবাদতে পরিশ্রম	
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এবাদতে পরিশ্রম	১০৫
হযরত আয়েশা (রাঃ)এর বর্ণনা	১০৫
হযরত মুগীরাহ্ (রাঃ)এর বর্ণনা	১০৫
সাহাবা (রাঃ)দের এবাদতে পরিশ্রম	১০৫
হযরত ওসমান (রাঃ)এর পরিশ্রম	১০৫
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ)এর পরিশ্রম	১০৫
বীরত্ব	
সাইয়্যেদেনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর বীরত্ব	১০৬
হযরত আনাস (রাঃ)এর বর্ণনা	১০৬
হযরত বারা (রাঃ)এর বর্ণনা	১০৭
পরহেযগারী	
সাইয়্যেদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর পরহেযগারী	১০৮
সাহাবা (রাঃ)দের পরহেযগারী	১০৮
হযরত আবু বকর (রাঃ)এর পরহেযগারী	১০৮
হযরত ওমর (রাঃ)এর পরহেযগারী	১১০
হযরত আলী (রাঃ)এর পরহেযগারী	১১০
হযরত মুআয (রাঃ)এর পরহেযগারী	১১১
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর পরহেযগারী	১১১
তাওয়াক্কুল	
সাইয়্যেদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর তাওয়াক্কুল	১১২
সাহাবা (রাঃ)দের তাওয়াক্কুল	১১৩
হযরত আলী (রাঃ)এর তাওয়াক্কুল	১১৩
হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর তাওয়াক্কুল	১১৪
তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকা	
তাকদীর সম্পর্কে সাহাবা(রাঃ)দের বিভিন্ন উক্তি	১১৫
তাকওয়া	
তাকওয়া সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ)এর উক্তি	১১৬
খোদা ভীতি	
সাইয়্যেদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর খোদা ভীতি	১১৮
সাহাবা (রাঃ)দের খোদাভীতি	১১৯
এক আনসারী যুবকের খোদাভীতি	১১৯
হযরত ওমর (রাঃ)এর ভয় ও আশা	১২০
হযরত আবু বকর (রাঃ)এর উক্তি	১২০
হযরত ওসমান (রাঃ)এর ভয়	১২১
হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ)এর ভয়	১২১
হযরত এমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ)এর ভয়	১২১

www.BANGLAKITAB.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর ভয়	১২২
হযরত আবু যার (রাঃ)এর ভয়	১২২
হযরত আবু দারদা ও হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর ভয়	১২২
হযরত মুআয (রাঃ)এর ভয়	১২৩
হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর ভয়	১২৩
হযরত শাদ্দাদ (রাঃ)এর ভয়	১২৪
হযরত আয়েশা (রাঃ)এর ভয়	১২৪
ক্রন্দন	
সাইয়্যেদুনা হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর ক্রন্দন	১২৪
সাহাবা (রাঃ)দের ক্রন্দন	১২৫
আসহাবে সুফফাদের ক্রন্দন	১২৫
একজন কৃষ্ণকায় ব্যক্তির ক্রন্দন	১২৬
হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ক্রন্দন	১২৬
হযরত ওমর (রাঃ)এর ক্রন্দন	১২৭
হযরত ওসমান (রাঃ)এর ক্রন্দন	১২৮
হযরত মুআয (রাঃ)এর ক্রন্দন	১২৯
হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর ক্রন্দন	১২৯
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর ক্রন্দন	১৩১
হযরত ওবাদাহ (রাঃ)এর ক্রন্দন	১৩১
হযরত ইবনে আমর (রাঃ)এর ক্রন্দন	১৩১
হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর ক্রন্দন	১৩২
চিন্তা-ভাবনা ও উপদেশ গ্রহণ	
সাহাবা (রাঃ)দের চিন্তা-ভাবনা ও উপদেশ গ্রহণ	১৩২
হযরত আবু রায়হানা (রাঃ)এর চিন্তা-ভাবনা	১৩২
হযরত আবু যার (রাঃ)এর চিন্তা	১৩৩
হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর চিন্তা ও উপদেশ গ্রহণ	১৩৩
নফসের মুহাসাবা (হিসাব গ্রহণ)	
মুহাসাবা সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর উক্তি	১৩৪
হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি	১৩৪
চুপ থাকা ও যবানের হেফাজত করা	
সাইয়্যেদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর চুপ থাকা	১৩৫
সাহাবা (রাঃ)দের চুপ থাকা	১৩৫
একজন শহীদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর উক্তি	১৩৬
হযরত আম্মার (রাঃ)এর চুপ থাকা	১৩৭
হযরত আবু বকর (রাঃ)এর আপন জিহ্বা ধরিয়া টানা	১৩৭
হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর আপন জিহ্বাকে শাসন	১৩৮
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর আপন জিহ্বাকে শাসন	১৩৮
হযরত শাদ্দাদ (রাঃ)এর ঘটনা	১৩৮
জিহ্বা সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর সতর্কবানী	১৪০
চুপ থাকার প্রতি হযরত আলী (রাঃ)এর উৎসাহ দান	১৪০

বিষয়	পৃষ্ঠা
চুপ থাকার প্রতি হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর উৎসাহ দান	১৪১
জিহ্বার হেফাজত সম্পর্কে হযরত ইবনে ওমর ও হযরত আনাস (রাঃ)এর উক্তি	১৪১
কথা-বার্তা	
সাইয়্যেদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর কথা-বার্তা	১৪২
মুচকি হাসি ও হাসি	
সাইয়্যেদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর মুচকি হাসি ও হাসি	১৪৪
হযরত সা'দ (রাঃ)এর তীর নিক্ষেপের ঘটনা	১৪৫
এক সাহাবীর রমযানে স্ত্রী সহবাসের ঘটনা	১৪৬
সর্বশেষ বেহেশতীর ঘটনা	১৪৬
গাম্ভীর্য	
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গাম্ভীর্য	১৪৭
হযরত মুআয (রাঃ)এর গাম্ভীর্য	১৪৮
ক্রোধ দমন	
সাহাবা (রাঃ)দের ক্রোধ দমন	১৪৯
আত্মমর্যাদাবোধ	
হযরত উবাই (রাঃ)এর আত্মমর্যাদাবোধ	১৪৯
হযরত সা'দ (রাঃ)এর আত্মমর্যাদাবোধ	১৪৯
হযরত আয়েশা (রাঃ)এর আত্মমর্যাদাবোধ	১৫১
আত্মমর্যাদাবোধহীনতার প্রতি তিরস্কার	১৫২
সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা প্রদান	
পূর্বেকার বাহাত্তর দলের দুই দল সম্পর্কিত হাদীস	১৫২
দুই নেশার হাদীস	১৫৪
আল্লাহর বান্দাগণকে আল্লাহর নিকট প্রিয় বানাইবার মেহনত	১৫৪
লোকেরা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দান কখন ছাড়িয়া দিবে	১৫৫
হযরত আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক একটি আয়াতের ব্যাখ্যা	১৫৫
হযরত ওমর ও হযরত ওসমান (রাঃ) কর্তৃক সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের আদেশ	১৫৭
সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ)এর উৎসাহ দান	১৫৭
সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর উক্তি	১৫৮
হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর উক্তি	১৫৯
হযরত আদি ও হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর উক্তি	১৬০
হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক নিজ পরিবারকে অসৎকাজে নিষেধ করা	১৬০
হযরত ওমায়ের (রাঃ)এর অসিয়ত	১৬১

www.BANGLAKITAB.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত আবু বাকরাহ (রাঃ)এর আশঙ্কা	১৬১
অত্যাচারের আশঙ্কায় অসৎকাজে বাধা প্রদান না করা	১৬২
নির্জনতা	
হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি	১৬৩
হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর উক্তি ও অসিয়ত	১৬৪
নির্জনতা অবলম্বনে সাহাবা (রাঃ)দের আগ্রহ	১৬৪
হযরত মুআয (রাঃ)এর নির্জনতা অবলম্বন	১৬৫
অল্পে তুষ্টি	
অল্পে তুষ্টির প্রতি হযরত ওমর (রাঃ)এর উৎসাহ দান	১৬৬
হযরত আলী (রাঃ)এর অল্পেতুষ্টি ও অসিয়ত	১৬৬
হযরত সা'দ (রাঃ)এর অসিয়ত	১৬৭
নবী করীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)দের বিবাহের তরীক্বাহ	
নবী করীম (সাঃ)এর সহিত হযরত খাদীজা (রাঃ)এর বিবাহ	১৬৭
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর সহিত হযরত আয়েশা ও সাওদা (রাঃ)এর বিবাহ	১৭০
হযরত হাফসা বিনতে ওমর (রাঃ)এর সহিত তাঁহার বিবাহ	১৭৪
উম্মে সালামা বিনতে আবি উমাইয়াহ (রাঃ)এর সহিত তাঁহার বিবাহ	১৭৫
উম্মে হাবীবাহ বিনতে আবি সুফিয়ান (রাঃ)এর সহিত তাঁহার বিবাহ	১৭৬
যায়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ)এর সহিত তাঁহার বিবাহ	১৮০
সফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই ইবনে আখ্‌তাব (রাঃ)এর সহিত তাঁহার বিবাহ	১৮৪
হযরত জুআইরিয়া বিনতে হারিস খুযাইয়াহ (রাঃ)এর সহিত তাঁহার বিবাহ	১৮৮
হযরত মাইমূনাহ্ বিনতে হারিস হেলালিয়াহ (রাঃ)এর সহিত তাঁহার বিবাহ	১৮৯
হযরত ফাতেমা (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ)এর বিবাহ	১৯০
হযরত রাবীয়াহ আসলামী (রাঃ)এর বিবাহ	১৯৬
হযরত জুলাইবীব (রাঃ)এর বিবাহ	২০০
হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)এর বিবাহ	২০২
হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর বিবাহ	২০৪
হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর নিজ মেয়ে দারদাকে বিবাহ দান	২০৫
হযরত আলী (রাঃ)এর নিজ মেয়ে উম্মে কুলসূম (রাঃ)কে বিবাহ দান	২০৫
হযরত আদি ইবনে হাতেম (রাঃ)এর নিজ মেয়েকে বিবাহ দান	২০৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত বেলাল (রাঃ) ও তাঁহার ভাইয়ের বিবাহ	২০৭
বিবাহে কাফেরদের অনুকরণ হইতে বাধা প্রদান	২০৭
মোহর	
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোহর	২০৮
অধিক মোহর সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি ও একজন কুরাইশী মহিলার প্রতিবাদ	২০৮
হযরত ওমর ও হযরত ওসমান (রাঃ) কর্তৃক মোহরের পরিমাণ ধার্য	২১০
হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর মোহর প্রদান	২১০
হযরত হাসান (রাঃ)এর মোহর প্রদান	২১০
স্ত্রী পুরুষ ও বালকদের পরস্পর আচার ব্যবহার	
হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত সাওদা (রাঃ)এর পরস্পর ব্যবহার	২১১
হযরত সাওদা (রাঃ)এর সহিত হযরত আয়েশা ও হাফসা (রাঃ)এর আচরণ	২১২
হযরত আয়েশা (রাঃ)এর সহিত নবী করীম (সাঃ)এর আচার ব্যবহার	২১৩
নবী করীম (সাঃ) ও তাঁহার স্ত্রীগণের পারস্পরিক আচার ব্যবহার	২১৪
বিবিদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর নারাজী বা অসন্তোষের ঘটনা	২১৬
হযরত আয়েশা (রাঃ)এর ব্যবহার	২২৫
হযরত মাইমুনা (রাঃ)এর সহিত তাঁহার আচার–ব্যবহার	২২৫
একজন বৃদ্ধা মহিলার সহিত নবী করীম (সাঃ)এর সদাচার	২২৬
এক হাবশী গোলামের সহিত নবী করীম (সাঃ)এর আচার–ব্যবহার	২২৭
হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর খেদমত	২২৮
হযরত আনাস (রাঃ)এর খেদমত	২২৮
কতিপয় আনসারী যুবক ও সাহাবা (রাঃ)দের খেদমত	২২৯
নবী করীম (সাঃ)এর ছেলে— ইব্রাহীম (রাঃ) ও পরিবারস্থ অন্যান্য ছেলেদের সহিত তাঁহার আচার–ব্যবহার	২৩০
হযরত হাসান ও হুসাইন (রাঃ)এর হারাইয়া যাইবার ঘটনা	২৩২
হযরত হুসাইন (রাঃ)এর সহিত তাঁহার আচরণের একটি ঘটনা	২৩৩
সাহাবা (রাঃ)দের আচার ব্যবহার	
হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রাঃ)কে স্ত্রীর সহিত সদাচারের আদেশ	২৩৪
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)কে স্ত্রীর সহিত সদাচারের আদেশ	২৩৫

WWW.BANGLAKITAB.COM

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত সালমান (রাঃ) ও তাহার স্ত্রীর ঘটনা	২৩৭
হযরত যুবাইর (রাঃ) ও তাহার স্ত্রীর ঘটনা	২৩৮
একজন মহিলার স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশের ঘটনা	২৩৯
অপর একজন মহিলা ও তাহার স্বামীর ঘটনা	২৪১
হযরত আবু গারযাহ (রাঃ) ও তাহার স্ত্রীর ঘটনা	২৪২
হযরত আতেকাহ বিনতে যায়েদ (রাঃ)এর ঘটনা	২৪৩
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও তাহার স্ত্রীর ঘটনা	২৪৪
বাঁদীর সহিত হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও তাহার চাচাত ভাইয়ের ব্যবহার	২৪৫
হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)এর স্ত্রী ও তাহার বাঁদীর ঘটনা	২৪৫
সাহাবা (রাঃ)দের আচার-ব্যবহারের আরো কয়েকটি ঘটনা	২৪৬
নবী করীম (সাঃ) ও সাহাবা (রাঃ)দের খাওয়া ও পান করার ব্যাপারে আদত-অভ্যাস	
নবী করীম (সাঃ)এর আদত-অভ্যাস	২৩৯
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক খাওয়ার আদাব ও উহার প্রথমে বিসমিল্লাহ শিক্ষা দান	২৫১
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর দাওয়াত খাওয়ার ঘটনা	২৫২
খাওয়ার হক ও উহার শোকর	
খাওয়া ও পান করার ব্যাপারে হযরত ওমর (রাঃ)এর আদত	২৫৪
অন্যান্য সাহাবা (রাঃ)দের আদত-অভ্যাস	২৫৫
নবী করীম (সাঃ) ও সাহাবা (রাঃ)দের পোষাকের ব্যাপারে আদত-অভ্যাস	
পোষাকের ব্যাপারে নবী করীম (সাঃ)এর আদত-অভ্যাস	২৫৬
নবী করীম (সাঃ)এর পোষাক সম্পর্কে সাহাবা(রাঃ)দের বর্ণনা	২৫৭
নবী করীম (সাঃ)এর বিছানা	
নতুন কাপড় পরিধানের দোয়া	২৫৯
নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক পায়জামা পরিহিতার জন্য দোয়া	২৬০
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক হযরত দেহইয়া (রাঃ)কে কাপড় দান	২৬০
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক হযরত উসামা (রাঃ)কে কাপড় দান	২৬১
হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নতুন কাপড় পরিধানের ঘটনা	২৬১
হযরত ওমর ও আনাস (রাঃ)এর পোষাকের ব্যাপারে আদত	২৬২
হযরত ওসমান (রাঃ)এর আদত	২৬৩
পোষাকের ব্যাপারে হযরত আলী (রাঃ)এর আদত	২৬৩
হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)এর আদত	২৬৫
হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর আদত	২৬৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর আদত	২৬৬
হযরত আয়েশা (রাঃ)এর আদত	২৬৬
পোষাকের ব্যাপারে হযরত আসমা (রাঃ)এর আদত	২৬৬
পোষাকের বিষয়ে হযরত ওমর (রাঃ)এর ঘটনা	২৬৭
হযরত ওমর (রাঃ)এর চিঠি	২৬৮
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণের ঘর	২৬৮

একাদশ অধ্যায়

ঈমান বিল গায়েব

ঈমানের আযমাত ও মহত্ত্ব	
কলেমায়ে শাহাদত পাঠকারীর জন্য বেহেশতের সুসংবাদ	২৭২
শির্ক ব্যতীত মৃত্যুবরণকারীর জন্য বেহেশতের সুসংবাদ	২৭৩
এক বৃদ্ধ বেদুঈনের ঘটনা	২৭৫
কলেমায়ে শাহাদাত পাঠকারীর জন্য দোযখ হারাম	২৭৫
সাহাবা (রাঃ)দের জন্য একটি সুসংবাদ	২৭৫
সুসংবাদের অপর একটি ঘটনা	২৭৬
কলেমার দ্বারা মিথ্যা কসমের গুনাহ মাফ হওয়া	২৭৭
দোযখ হইতে বাহির হওয়া কলেমা ও উহা পাঠকারীদের সম্পর্কে সাহাবাদের উক্তি	২৭৭
	২৭৯
ঈমানের মজলিস	
ঈমান তাজা করা	
ঈমানের মুকাবিলায় বাস্তব অভিজ্ঞতা ও স্বচক্ষে দর্শনকে মিথ্যা সাব্যস্ত (অবিশ্বাস) করা	
এক ব্যক্তির ঘটনা	২৮১
হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও তাঁহার স্ত্রীর ঘটনা	২৮২
হযরত ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) ও তাঁহার স্ত্রীর ঘটনা	২৮৩
হযরত ওমর (রাঃ)এর ঘটনা	২৮৪
নীল নদীর ঘটনা	২৮৮
হযরত আলা (রাঃ)এর সমুদ্র অতিক্রমের ঘটনা	২৮৯
হযরত তামীম দারী (রাঃ)এর আগুন তাড়ান	২৯০
খন্দকের পাথরে আঘাত করিবার ঘটনা ও সুসংবাদ প্রদান	২৯০
সাহাবাদের বিভিন্ন উক্তি	২৯৪
ঈমানের হাকীকাত ও পূর্ণতা	
হারেস ইবনে মালেক (রাঃ)এর ঘটনা	২৯৭
হযরত মুআয (রাঃ)এর ঘটনা	২৯৮
হযরত সুওয়াইদ (রাঃ) ও তাঁহার সঙ্গীগণের ঘটনা	২৯৯
এক মোনাফেকের তওবার ঘটনা	২৯৯

www.BANGLAKITAB.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
আল্লাহ তায়ালার যাত ও সিফাতের প্রতি ঈমান	
অধিক পরিমাণে সূরা এখলাস পাঠ করার ঘটনা	৩০০
এক ইহুদী আলেমের ঘটনা	৩০০
কেয়ামতের দিন সম্পর্কে হাদীস	৩০১
একটি স্বপ্ন ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর নির্দেশ	৩০২
অপর একটি স্বপ্নের ঘটনা	৩০২
এক ইহুদীর প্রশ্ন ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর জবাব	৩০৩
ফজরের নামায কাজা হওয়ার ঘটনা	৩০৪
এক ইহুদীর প্রশ্ন ও হযরত ওমর (রাঃ)এর জবাব	৩০৫
হযরত আলী (রাঃ)এর একটি ঘটনা	৩০৫
দিলের অবস্থা যাহা নেফাক নহে	৩০৬
হিসাব সম্পর্কে একটি ঘটনা	৩০৬
হযরত মুআয (রাঃ)এর ঘটনা	৩০৬
হযরত সা'লাবা (রাঃ)এর হাদীস	৩০৭
হযরত আবু বকর (রাঃ)এর বিভিন্ন উক্তি	৩০৮
হযরত আয়েশা (রাঃ)এর উক্তি	৩১০
ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান	
ফেরেশতাদের সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ)এর ঈমানী উক্তি	৩১০
হযরত সালমান (রাঃ)এর উক্তি	৩১১
তাকদীরের প্রতি ঈমান	
হযরত আয়েশা (রাঃ)এর উক্তি	৩১২
হযরত ওবাদাহ (রাঃ)এর অসিয়ত	৩১২
একজন সাহাবী (রাঃ)এর মৃত্যুর সময় কান্না	৩১৩
হযরত মুআয (রাঃ)এর কান্না	৩১৩
এই উম্মতের প্রথম শিরক	৩১৪
তকদীরে অবিশ্বাসীদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে	৩১৪
হযরত আলী (রাঃ)এর উক্তি	৩১৫
হযরত ওমর (রাঃ)এর কবিতা আবৃত্তি	৩১৭
কেয়ামতের আলামতের প্রতি ঈমান	
শিঙ্গা ফুঁক সম্পর্কে হাদীস	৩১৭
দাজ্জাল সম্পর্কে হযরত সাওদা (রাঃ)এর ভয়	৩১৮
হযরত আবু বকর ও ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর উক্তি	৩১৮
কবর ও বারযাখে যাহা হইবে উহার প্রতি ঈমান	
মৃত্যুশয্যায় হযরত আবু বকর (রাঃ)এর উক্তি	
মৃত্যুশয্যায় হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি	৩২১
কবরের সম্মুখে হযরত ওসমান (রাঃ)এর কান্না	৩২২
মৃত্যুশয্যায় হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর উক্তি	৩২২
মৃত্যুর সময় হযরত আবু মূসা (রাঃ)এর উক্তি	৩২৩
হযরত উসায়েদ (রাঃ)এর আকাঙ্খা	৩২৪
আখেরাতের প্রতি ঈমান	
বেহেশতের বর্ণনা	৩২৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর ঘটনা	৩২৫
কোন্ জিনিস আখেরাত অর্জনে বাধা	৩২৬
কেয়ামতের দিন যাহা ঘটিবে উহার প্রতি ঈমান	
নাজাত সম্পর্কে একটি হাদীস	৩২৭
হযরত যুবায়ের (রাঃ)এর প্রশ্ন ও উহার জবাব	৩২৯
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)এর কান্না	৩৩০
মৃত্যুর সময় হযরত ওবাদাহ (রাঃ)এর আবেদন	৩৩০
হযরত ওমর (রাঃ)এর আখেরাতে হিসাবের ভয়	৩৩১
হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ও হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর আখেরাতের ভয়	৩৩২
শাফাআতের প্রতি ঈমান	
শাফাআত সম্পর্কে একটি হাদীস	৩৩২
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর জন্য একটি বিশেষ দোয়ার অধিকার	৩৩৩
মন্দলোকদের জন্য শাফাআত	৩৩৪
সর্বাধিক আশাজনক আয়াত	৩৩৪
হযরত বুরাইদাহ (রাঃ)এর হাদীস	৩৩৫
শাফায়াত অস্বীকারকারীর জবাব	৩৩৬
জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি ঈমান	
সাহাবা (রাঃ)এর ঈমান	৩৩৮
বিনা হিসাবে জান্নাতে গমনকারী দল	৩৩৮
জান্নাতের গাছ	৩৪০
জান্নাতের ফল	৩৪১
জান্নাতের বর্ণনা শুনিয়া একজন হাবশী ব্যক্তির মৃত্যু	৩৪২
হযরত আলী (রাঃ) কর্তৃক হযরত ওমর (রাঃ)কে জান্নাতের সুসংবাদ দান	৩৪৩
জান্নাতের কথায় হযরত ওমর (রাঃ)এর কান্না	৩৪৪
হযরত সা'দ (রাঃ)এর জান্নাতের প্রতি আশা	৩৪৪
হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)এর আশঙ্কা	৩৪৫
সাহাবা (রাঃ)দের পূর্ব বর্ণিত বিভিন্ন উক্তি	৩৪৭
জাহান্নামের আলোচনায় হযরত আয়েশা (রাঃ)এর কান্না	৩৫১
জাহান্নামের বর্ণনা শুনিয়া একজন বৃদ্ধ ও একজন যুবকের মৃত্যু	৩৫১
জাহান্নামের ভয় সম্পর্কিত সাহবা (রাঃ)দের বিভিন্ন উক্তি	৩৫২
আল্লাহ তায়ালার ওয়াদার প্রতি একীন	
হযরত আবু বকর (রাঃ)এর একীন	৩৫৩
হযরত কা'ব (রাঃ)এর একীন	৩৫৫
আল্লাহর ওয়াদা সম্পর্কে সাহাবা (রাঃ)দের একীন ও উক্তি	৩৫৭
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর দেওয়া খবরের প্রতি একীন	
হযরত খুযাইমাহ (রাঃ)এর একীন	৩৫৯

www.BANGLAKITAB.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সিদ্দীক হইবার ঘটনা	৩৬০
হাদীসের প্রতি হযরত ওমর (রাঃ)এর একীন	৩৬১
হযরত আলী (রাঃ)এর একীন	৩৬২
হযরত আম্মার (রাঃ)এর একীন	৩৬৩
হযরত আবু যার (রাঃ)এর একীন	৩৬৪
হযরত খুরাইম (রাঃ)এর একীন	৩৬৭
হযরত মুগীরাহ (রাঃ)এর একীন	৩৬৮
হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর একীন	৩৬৯
পূর্ববর্ণিত সাহাবা (রাঃ)দের বিভিন্ন উক্তি	৩৭০
আমলের প্রতিদান এর প্রতি একীন	
হযরত আবু বকর (রাঃ)এর একীন	৩৭২
হযরত ওমর (রাঃ)এর একীন	৩৭৪
হযরত আমর ইবনে সামুরা (রাঃ)এর একীন	৩৭৪
হযরত এমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ)এর একীন	৩৭৫
হযরত আবু বকর (রাঃ) ও একজন সাহাবীর দুইটি ঘটনা	৩৭৫
সাহাবা (রাঃ)দের ঈমানী শক্তি	
একটি আয়াতের প্রতি সাহাবা (রাঃ)দের ঈমান	৩৭৬
অপর একটি আয়াত সম্পর্কে সাহাবা (রাঃ)দের ঈমান	৩৭৯
আনসারী মেয়েদের ঈমান	৩৮০
একজন বৃদ্ধ ও হযরত আবু ফারওয়া (রাঃ)এর ঘটনা	৩৮০
একজন গুনাহগার মহিলার ঘটনা	৩৮১
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কবিদের ঘটনা	৩৮৩
আল্লাহর সাক্ষাৎ পছন্দ করা ও অপছন্দ করার প্রকৃত অর্থ	৩৮৪
হযরত আবু বকর (রাঃ)এর কান্না	৩৮৫
কবরে হযরত ওমর (রাঃ)এর অবস্থা	৩৮৫
হযরত ওসমান (রাঃ)এর ঈমানী শক্তি সম্পর্কে	
হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি	৩৮৬
সাহাবা (রাঃ)দের পূর্ব বর্ণিত বিভিন্ন উক্তি	৩৮৬

দ্বাদশ অধ্যায়

নামাযের জন্য সাহাবাদের একত্রিত হওয়া

নামাযের প্রতি নবী করীম (সাঃ)এর উৎসাহ প্রদান

হযরত ওসমান ও হযরত সালমান (রাঃ)এর হাদীস	৩৯০
দুই ভাইয়ের ঘটনা	৩৯১
নামায গুনাহের কাফ্ফারা	৩৯২
নামায সর্বোত্তম আমল	৩৯৩
সিদ্দীক ও শহীদগণের দলভুক্ত হইবার বর্ণনা	৩৯৩
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক নামাযের অসিয়ত	৩৯৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
নামাযের প্রতি সাহাবা (রাঃ)দের উৎসাহ প্রদান	
হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি	৩৯৪
অন্যান্য সাহাবা (রাঃ)দের উক্তি	৩৯৫
নামাযের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর আগ্রহ ও উহার প্রতি অত্যাধিক যত্নবান হওয়া	
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর রাত্রের নামায সম্পর্কে সাহাবা (রাঃ)দের বর্ণনা	৩৯৮
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর সহিত হোযাইফা (রাঃ)এর নামায	৪০০
কেরাআত সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রাঃ)এর বর্ণনা	৪০১
নামাযের যত্ন সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রাঃ)এর বর্ণনা	৪০১
হযরত আনাস (রাঃ)এর বর্ণনা	৪০৪
সাহাবা (রাঃ)দের নামাযের প্রতি আগ্রহ ও উহার প্রতি অত্যাধিক এহতেমাম অর্থাৎ যত্নবান হওয়া	
হযরত ওমর (রাঃ)এর ঘটনা	৪০৫
হযরত ওসমান (রাঃ)এর ঘটনা	৪০৫
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর ঘটনা	৪০৬
নামাযের প্রতি হযরত মাসউদ (রাঃ)এর আগ্রহ	৪০৭
হযরত সালেম (রাঃ)এর নামাযের ঘটনা	৪০৮
হযরত আবু মূসা ও আবু হোরায়রা (রাঃ)এর নামাযের প্রতি আগ্রহ	৪০৮
হযরত আবু তালহা ও অপর একজন আনসারী (রাঃ)এর আগ্রহ	৪০৯
হযরত যুবায়ের (রাঃ) ও হযরত আদি (রাঃ)এর আগ্রহ	৪১০
মসজিদ নির্মাণ	
মসজিদে নাবাবীর নির্মাণ	৪১০
মসজিদে নাবাবীর নির্মাণ কাজে একজন মহিলার অংশগ্রহণ	৪১১
কিরূপ মসজিদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর আগ্রহ	৪১১
মসজিদের ভিতর কাদা মাটিতে ছেজদা করা	৪১২
কিরূপ মসজিদ নির্মাণে অস্বীকৃতি	৪১২
মসজিদ সম্প্রসারণ	৪১৩
মসজিদের জন্য দাগ কাটিয়া দেওয়া	৪১৫
বিভিন্ন আমীরগণের প্রতি মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ	৪১৫
মসজিদকে পরিষ্কার করা ও পবিত্র রাখা	
মসজিদ পরিষ্কারকারিণী একজন মহিলার ঘটনা	৪১৬
মসজিদে খুশবু দ্বারা ধুনি দেওয়া	৪১৬
পদব্রজে মসজিদে গমন করা	
একজন আনসারীর ঘটনা	৪১৭

www.BANGLAKITAB.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
মসজিদের দিকে ছোট কদমে হাঁটা	৪১৮
মসজিদের দিকে দ্রুত হাঁটা	৪১৮
নামাযের জন্য তাড়াহুড়া করিতে নিষেধ	৪১৯
মসজিদ কি জন্য নির্মিত হইয়াছে এবং সাহাবা (রাঃ) উহাতে কি করিতেন?	
এক বেদুঈনের মসজিদে পেশাব করিবার ঘটনা	৪১৯
মসজিদে জিকিরের হালকা	৪২০
তিন ব্যক্তির ঘটনা	৪২০
মসজিদে কুরআনের মজলিস	৪২১
বাজারের লোকদের সহিত হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর ঘটনা	৪২২
মসজিদে মজলিস সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি	৪২২
মসজিদ হইতে ইহুদীদের নিকট গমন	৪২৩
আহতের জন্য মসজিদে তাঁবু স্থাপন	৪২৩
মসজিদে ঘুমান	৪২৪
তুফান, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণে মসজিদে গমন	৪২৬
অল্প সময়ের জন্য মসজিদে এতেকাফের নিয়ত করা	৪২৬
ছাকীফ গোত্রীয় প্রতিনিধিদলের মসজিদে অবস্থান	৪২৬
নবী করীম (সাঃ) ও সাহাবা (রাঃ) মসজিদে কি কি কাজ করিতেন	৪২৭
নবী করীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) মসজিদে কি কাজ অপছন্দ করিতেন	
মসজিদে তাশবীক করা	৪২৮
পেঁয়াজ রসুন খাইয়া মসজিদে প্রবেশ করা	৪২৮
মসজিদের দেয়ালে কফ, থুথু ফেলা	৪২৯
মসজিদে তীর-তলওয়ার উন্মুক্ত করা	৪৩০
মসজিদে হারানো জিনিসের ঘোষণা	৪৩১
মসজিদে উচ্চ আওয়াজ	৪৩১
মসজিদে কেবলার দিকে হেলান দেওয়া	৪৩২
সেহরীর সময় মসজিদের সম্মুখ ভাগে নামায পড়া	৪৩২
মসজিদের প্রত্যেক স্তম্ভের নিকট নামায পড়া	৪৩৩
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাদের আযানের প্রতি যত্নবান হওয়া	
আযানের পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা-ফিকির	৪৩৩
আযানের হুকুম হইবার পূর্বের পদ্ধতি	৪৩৪
হযরত সা'দ (রাঃ)এর আযান	৪৩৫
আযান ও মুয়াযযিনদের সম্পর্কে সাহাবা (রাঃ)দের উক্তি	৪৩৬
আযানে সুর করা ও উহার বিনিময় গ্রহণ করা	৪৩৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
আযানের আওয়াজ শুনিতে না পাইলে আক্রমনের নির্দেশ	৪৩৮
নবী করীম (সাঃ) ও সাহাবা (রাঃ)দের নামাযের জন্য অপেক্ষা করা	
নবী করীম (সাঃ)এর তরিকা	৪৩৯
নামাযের জন্য অপেক্ষা করার প্রতি উৎসাহ দান	৪৪০
আয়াতে উল্লেখিত রেবাতের অর্থ	৪৪১
একটি আয়াতের শানে নুযূল	৪৪১
জামাত সম্পর্কে তাকীদ ও উহার প্রতি যত্নবান হওয়া	
অন্ধের জন্যও জামাত ছাড়িবার অনুমতি নাই	৪৪২
হযরত ইবনে মাসউদ ও হযরত মুআয (রাঃ)এর উক্তি	৪৪২
এশা ও ফজরের জামাত পরিত্যাগকারী	৪৪৪
হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর উক্তি	৪৪৫
এশার জামাত ছুটার দরুন সারা রাত নামায পড়া	৪৪৫
বাসর রাত্রি শেষে ফজরের জামাত	৪৪৫
কাতার সোজা করা ও উহার পদ্ধতি	
কাতার সোজা করিবার গুরুত্ব	৪৪৬
সাহাবা (রাঃ)দের কাতার সোজা করিবার প্রতি গুরুত্ব দান	৪৪৭
প্রথম কাতারের ফজীলত	৪৪৮
প্রথম কাতারে কাহারা দাঁড়াইবে	৪৪৯
একামতের পর ইমামের জন্য মুসলমানদের কাজে মশগুল হওয়া	
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর মশগুল হওয়া	৪৫০
হযরত ওমর ও ওসমান (রাঃ)এর মশগুল হওয়া	৪৫১
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ)দের যুগে ইমামত ও একতেদা	
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর পিছনে সাহাবা (রাঃ)দের একতেদা	৪৫১
হযরত আবু বকর (রাঃ)এর পিছনে মুসলমানদের একতেদা	৪৫২
হযরত ওমর ও হযরত আলী (রাঃ)এর অভিমত	৪৫৪
হযরত সালমান (রাঃ)এর অভিমত	৪৫৫
গোলামদের পিছনে সাহাবা (রাঃ)দের একতেদা	৪৫৫
ঘরের মালিক ইমামতের অধিক যোগ্য	৪৫৬
যাহার মসজিদ সেই ইমামতের অধিক উপযুক্ত	৪৫৭
উত্তম কারী ইমামতের উপযুক্ত	৪৫৮
অশুদ্ধ কারী ইমামতের অনুপযুক্ত	৪৫৮
ইমামের জন্য মুক্তাদিদের অনুমতি গ্রহণ	৪৫৯

www.BANGLAKITAB.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইমামের বিরোধিতা	৪৫৯
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর নামায পড়াইবার নিয়ম	৪৫৯
নবী করীম (সাঃ) ও সাহাবা (রাঃ)দের নামাযের মধ্যে ক্রন্দন	
নবী করীম (সাঃ)এর নামাযে ক্রন্দন	৪৬০
হযরত ওমর (রাঃ)এর নামাযে ক্রন্দন	৪৬২
নামাযে খুশু'-খুযু	
সাহাবা (রাঃ)দের নামাযে খুশু'	৪৬২
হযরত আবু বকর (রাঃ)এর স্ত্রীকে ধমক দেওয়া	৪৬৪
নবী করীম (সাঃ)এর সুন্নাতে মুআক্কাদাহসমূহের প্রতি এহ্তেমাম বা যত্নবান হওয়া	
হযরত আয়েশা (রাঃ)এর বর্ণনা	৪৬৪
ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত	৪৬৫
জোহরের পূর্বে চার রাকাত সুন্নাত	৪৬৫
আসর ও মাগরিবের সুন্নাত	৪৬৬
সাহাবা (রাঃ)দের সুন্নাতে মুআক্কাদার প্রতি এহ্তেমাম	
হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক সুন্নাতের এহতেমাম	৪৬৭
অন্যান্য সাহাবা কর্তৃক সুন্নাতের এহতেমাম	৪৬৭
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ)দের তাহাজ্জুদ নামাযের এহ্তেমাম	
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর এহতেমাম	৪৬৯
তাহাজ্জুদ নামায ফরজ হওয়া ও পরে উহার পরিবর্তন	৪৬৯
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর বিতর নামায	৪৬৯
হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ)এর তাহাজ্জুদ নামায	৪৭২
অন্যান্য সাহাবা (রাঃ)দের তাহাজ্জুদ নামায	৪৭৩
নবী করীম (সা) ও সাহাবা (রাঃ)দের সূর্যোদয় হইতে সূর্য ঢলা পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে নফল নামাযের এহ্তেমাম	
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর চাশতের নামায	৪৭৫
চাশতের নামাযের প্রতি উৎসাহ প্রদান	৪৭৬
সাহাবা (রাঃ)দের চাশতের নামায	৪৭৭
জোহর এবং আসরের মধ্যবর্তী সময়ে নফল নামাযের এহ্তেমাম	৪৭৭
মাগরিব এবং এশা'র মধ্যবর্তী সময়ে নফল নামাযের এহ্তেমাম	
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর এহতেমাম	৪৭৭
সাহাবা (রাঃ)এর এহতেমাম	৪৭৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
ঘরে প্রবেশ করিবার ও ঘর হইতে বাহির হইবার কালে নফল নামাযের এহ্তেমাম	৪৭৮
তারাবীহ্র নামায	
তারাবীহ নামাযের প্রতি উৎসাহ প্রদান	৪৭৯
হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)এর তারাবীহ পড়ানো	৪৭৯
হযরত ওমর (রাঃ)এর যুগে তারাবীহ	৪৭৯
হযরত ওসমান (রাঃ)এর যুগে তারাবীহ	৪৮০
হযরত আলী (রাঃ)এর যুগে তারাবীহ	৪৮১
তারাবীহ নামাযে হযরত উবাই (রাঃ)এর ইমামত	৪৮১
তওবার নামায	৪৮১
হাজাত (অর্থাৎ কার্যোদ্ধার)এর নামায	
হযরত আনাস (রাঃ)এর ঘটনা	৪৮২
হযরত আলী (রাঃ)এর ঘটনা	৪৮২
হযরত আবু মোআল্লাক (রাঃ)এর ঘটনা	৪৮৩

ত্রয়োদশ অধ্যায়
এল্মের প্রতি সাহাবা (রাঃ)দের আগ্রহ ও উহার প্রতি উৎসাহ দান

বিষয়	পৃষ্ঠা
এল্মের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর উৎসাহ প্রদান	
তালেবে এলমের ফজীলত	৪৮৬
আবেদের উপর আলেমের ফজীলত	৪৮৭
এলম তলবের প্রতি উৎসাহ প্রদান	৪৮৮
তালেবে এলমের বরকতে রিযিক লাভ	৪৮৮
সাহাবা (রাঃ)দের এল্ম এর প্রতি উৎসাহ দান	
হযরত আলী (রাঃ)এর উৎসাহ দান	৪৮৯
হযরত মুআয (রাঃ)এর উৎসাহ দান	৪৯১
ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর উৎসাহ দান	৪৯২
হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর উৎসাহ দান	৪৯৩
অন্যান্য সাহাবা (রাঃ)দের উৎসাহ দান	৪৯৪
এল্মের প্রতি সাহাবা (রাঃ)দের আগ্রহ	
মৃত্যুকালে হযরত মুআয (রাঃ)এর উক্তি	৪৯৫
হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর এলমের প্রতি আগ্রহ	৪৯৬

www.BANGLAKITAB.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর আগ্রহ	৪৯৬
হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর আগ্রহ	৪৯৭
এল্‌মের প্রকৃত অর্থ এবং সার্বিকভাবে 'এল্‌ম' শব্দ কিসের উপর প্রযোজ্য	
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর হাদীস	৪৯৯
হযরত ইবনে ওমর ও ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর উক্তি	৫০১
নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক আনিত এল্‌ম ব্যতীত অন্য এল্‌মে মশগুল হওয়াকে অপছন্দ করা ও কঠোরভাবে উহা নিষেধ করা	
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর হাদীস	৫০২
হযরত ওমর (রাঃ)এর ঘটনা	৫০৩
হযরত ওমর (রাঃ)এর কঠোর ব্যবহার	৫০৬
আহলে কিতাবদের নিকট কিছু জিজ্ঞাসা না করা	৫০৬
আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের এল্‌ম দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া	
হযরত আবু হোরায়রা ও হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর ঘটনা	৫০৭
হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর ক্রন্দন	৫১০
হযরত ইবনে রাওয়াহা ও হযরত হাসসান (রাঃ)এর ক্রন্দন	৫১১
ইয়ামানবাসীদের কুরআন শুনিয়া ক্রন্দন	৫১১
যে আলেম অপরকে শিক্ষা দেয় না এবং যে জাহেল শিক্ষা গ্রহণ করে না তাহাদিগকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা ।। যে ব্যক্তি এল্‌ম ও ঈমান অর্জন করিতে চাহিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে উহা দান করিবেন	
হযরত মুআয (রাঃ)এর উপদেশ	৫১৩
ঈমান, এল্‌ম ও আমল এক সাথে শিক্ষা করা	
সাহাবা (রাঃ)দের বর্ণনা	৫১৬
সাহাবা (রাঃ) কিরূপে কুরআনের আয়াত শিক্ষা করিতেন	৫১৭
দ্বীন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় এল্‌ম হাসিল (অর্জন) করা	
হযরত সালমান (রাঃ)এর নসীহত	৫১৮
হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর নসীহত	৫১৮
দ্বীন, ইসলাম ও ফরজ আহকাম শিক্ষা দেওয়া	
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর ঘটনা	৫১৯
হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ)এর দ্বীন শিক্ষাদান	৫২০
নামায শিক্ষা দান	
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর নামায শিক্ষা দান	৫২১
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবা (রাঃ)দের তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দান	৫২২

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর নামায শিক্ষা দান	৫২৩
দোয়া ও যিকির শিক্ষাদান	
পাঁচ হাজার বকরির পরিবর্তে পাঁচটি কলেমা	৫২৩
হযরত জা'ফর (রাঃ)এর শিক্ষা দান	৫২৪
হযরত আলী (রাঃ)এর শিক্ষা দান	৫২৫
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হইতে কতিপয় দোয়া ও যিকির	৫২৫
হযরত আলী (রাঃ)এর দরূদ শিক্ষা দান	৫২৮
মদীনা তাইয়্যেবায় আগত মেহমানদিগকে (দ্বীন) শিক্ষাদান	
আবদে কায়েসের প্রতিনিধি দলকে শিক্ষা দান	৫৩০
সফরে থাকাকালীন এল্‌ম শিক্ষা করা	
বিদায় হজ্বে সাহাবা (রাঃ)দের এলম শিক্ষা করা	৫৩৩
হযরত জাবের (রাঃ)এর ঘটনা	৫৩৪
একটি আয়াতের তাফসীর	৫৩৫
জেহাদ ও এল্‌ম শিক্ষাকে একত্র করা	
হযরত আবু সাঈদ (রাঃ)এর বর্ণনা	৫৩৬
উপার্জন ও এল্‌ম শিক্ষাকে একত্র করা	
হযরত আনাস (রাঃ)এর হাদীস	৫৩৭
পালাক্রমে এলম হাসিল করা	৫৩৮
হযরত বারা (রাঃ)এর বর্ণনা	৫৩৯
হযরত তালহা (রাঃ)এর বর্ণনা	৫৪০
উপার্জনের পূর্বে দ্বীন শিক্ষা করা নিজ পরিবারকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়া	
পরিবারকে দ্বীন শিক্ষা দিবার নির্দেশ	৫৪১
দ্বীনী প্রয়োজনে শত্রুর ভাষা ইত্যাদি শিক্ষা করা	
ইহুদীদের ভাষা শিক্ষা করা	৫৪১
হযরত ইবনে যুবায়ের (রাঃ)এর ভাষাজ্ঞান	৫৪২
জ্যোতির্বিদ্যা কি পরিমাণ শিক্ষা করিবে	৫৪৩
আরবী ব্যাকরণের প্রথম সংকলন ও উহার উৎস	৫৪৩
আমীরের জন্য নিজের সঙ্গীগণ হইতে কাহাকেও (বিজিত দেশে) দ্বীন শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে রাখিয়া যাওয়া	
এল্‌মের জন্য ইমাম নিজের কোন সঙ্গীকে আল্লাহর রাস্তায় বাহির হইতে বাধা দিতে পারে কি না?	
হযরত ওমর (রাঃ) যাহা করিয়াছেন	৫৪৪
হযরত ওসমান (রাঃ)এর যুগে যাহা হইয়াছে	৫৪৫

www.BANGLAKITAB.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত আবু বকর (রাঃ)এর যুগে যাহা হইয়াছে	৫৪৫
এল্‌ম শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে সাহাবা (রাঃ)কে দেশ-বিদেশে প্রেরণ	
আদাল ও কারাহ এর উদ্দেশ্যে প্রেরণ	৫৪৬
ইয়ামানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ	৫৪৬
কায়েসের একটি গোত্রের নিকট প্রেরণ	৫৪৮
হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক কুফা ও বসরার উদ্দেশ্যে প্রেরণ	৫৪৮
শাম দেশের উদ্দেশ্যে প্রেরণ	৫৪৯
এল্‌ম তলবের উদ্দেশ্যে সফর	
হযরত জাবের (রাঃ)এর শাম ও মিসর সফর	৫৫০
হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ)এর মিসর সফর	৫৫২
হযরত ওকবা ও অপর একজন সাহাবী (রাঃ)এর সফর	৫৫৩
ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)এর ইরাক সফর	৫৫৪
হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর উক্তি	৫৫৪
যোগ্য ও বিশ্বস্ত লোকদের নিকট হইতে এল্‌ম অর্জন করা।।	
অযোগ্য লোকের নিকট এল্‌ম পৌঁছিলে উহার কি পরিণতি হইবে।।	
হযরত আবু সা'লাবা (রাঃ)এর ঘটনা	৫৫৪
কেয়ামতের আলামত	৫৫৫
হযরত ওমর ও ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর উক্তি	৫৫৬
হযরত মুআবিয়া ও হযরত ওমর (রাঃ)এর বাণী	৫৫৬
হযরত ওকবা (রাঃ)এর অসিয়ত	৫৫৭
হযরত ওমর (রাঃ)এর ভাষণ	৫৫৭
তালেবে এল্‌মকে মারহাবা ও সুসংবাদ দান	
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর মারহাবা দান	৫৫৮
আবু সাঈদ (রাঃ)এর মারহাবা দান	৫৫৮
হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর মারহাবা দান	৫৫৯
হাদীস বর্ণনাকালে মুচকি হাসা	৫৬০
এল্‌মের মজলিস ও ওলামাদের সংশ্রবে বসা	
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর উৎসাহ দান	৫৬০
সাহাবা (রাঃ)দের গোলাকার হইয়া বসা	৫৬০
এলমের মজলিসকে প্রাধান্য দান	৫৬১
এশার পর এলমের মজলিস	৫৬১
হযরত উবাই (রাঃ)এর সহিত জুন্দুব (রাহঃ)এর ঘটনা	৫৬২
হযরত এমরান (রাঃ)এর হাদীস বর্ণনা	৫৬৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর এলমের মজলিস	৫৬৪
সাহাবা (রাঃ)দের উক্তি	৫৬৫
এল্‌মের মজলিসের সম্মান ও তা'যীম করা	
হযরত সাহল (রাঃ)এর ঘটনা	৫৬৬
ওলামা ও তোলাবাদের আদাব	৫৬৬
যেনার অনুমতি প্রার্থনার ঘটনা	৫৬৬
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর কথা বলিবার তরীকা	৫৬৮
ওয়ায়েজের জন্য তিনটি নসীহত	৫৬৮
বিরতি দিয়া ওয়াজ করা	৫৬৮
বিচক্ষণ আলেমের পরিচয়	৫৬৯
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর নসীহত	৫৬৯
সাহাবা (রাঃ)দের মজলিস	৫৬৯
তালেবে এলমের জন্য বর্জনীয় বিষয়	৫৭০
এলম শিক্ষা করিতে ও দিতে করণীয় বিষয়	৫৭০
তালেবে এলমের জন্য করণীয় বিষয়	৫৭০
সাবেত (রহঃ)এর আপন উস্তাদের সহিত আদব	৫৭১
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর আদব	৫৭১
সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রহঃ)এর আদব	৫৭২
জুবাইর ইবনে মুতইম (রহঃ)এর আদব	৫৭২
হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর আদব	৫৭২
অজানা বিষয়ে কিরূপ জবাব দিবে?	৫৭৪
হযরত ওমর (রাঃ)এর আদব	৫৭৪
হযরত আলী (রাঃ)এর আদব	৫৭৫
বিতর্কের আদব	৫৭৫
এক জামাতের এল্‌ম হাসিলের খাতিরে একজনের এল্‌মের মজলিসে উপস্থিত না হওয়া	
হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাঃ)এর ঘটনা	৫৭৬
হযরত ওসমান (রাঃ)এর ঘটনা	৫৭৭
এল্‌ম শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া এবং উহার আলোচনা করা, আর কি ধরনের প্রশ্ন করা উচিত এবং কি ধরনের অনুচিত	
সাহাবা (রাঃ)দের হাদীস পুনরাবৃত্তি ও তাহাদের প্রশ্ন	
ছাত্রদের প্রতি উপদেশ	৫৭৮
হযরত ওমর (রাঃ)এর তিনটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা	৫৭৮
উম্মতের এখতেলাফ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা	৫৮১
একটি আয়াতের দরুন বিনিদ্র রাত্র কাটান	৫৮১
একটি আয়াত সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর উত্তর	৫৮২
ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর জ্ঞানগর্ভ জবাব	৫৮৪
হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা	৫৮৫

www.BANGLAKITAB.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর নিকট সাহাবা (রাঃ)দের প্রশ্ন	৫৮৬
আনসারী মেয়েদের দ্বীন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ	৫৮৭
হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ)এর জিজ্ঞাসা	৫৮৮
অধিক জিজ্ঞাসাবাদের পরিণতি	৫৮৮
কি উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করিবে?	৫৮৮
কোন বিষয় ঘটিবার পূর্বে জিজ্ঞাসা না করা	৫৮৯
কুরআন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া এবং লোকসম্মুখে কুরআন পাঠ করা	
কুরআন শিক্ষার প্রতি উৎসাহ দান	৫৯০
দাঁড়াইয়া কুরআন পড়ান	৫৯১
হযরত আবু মূসা (রাঃ)এর কুরআন শুনাইবার ঘটনা	৫৯১
হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি	৫৯১
হযরত আলী (রাঃ)এর কুরআন ইয়াদ করা	৫৯২
চার বৎসরে সূরা বাকারা শিক্ষা করা	৫৯৩
হযরত সালমান (রাঃ)এর ঘটনা	৫৯৩
হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর কুরআন শিক্ষা দিবার পদ্ধতি	৫৯৩
কুরআন শিক্ষার প্রতি উৎসাহ দান	৫৯৪
প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কি পরিমাণ কুরআন শিক্ষা করা উচিত	৫৯৫
যাহার কুরআন পড়িতে কষ্ট হয় সে কি করিবে?	৫৯৫
কুরআন চর্চাকে প্রাধান্য দেওয়া	
হযরত ওমর (রাঃ)এর উপদেশ	৫৯৬
যাহারা কুরআনের অস্পষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করে তাহাদের প্রতি কঠোর ব্যবহার	
সাবীগ ইরাকীর ঘটনা	৫৯৭
অপর একটি ঘটনা	৫৯৮
কুরআন শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষা করার উপর পারিশ্রমিক গ্রহণ করাকে অপছন্দ করা	
হযরত ওবাদাহ (রাঃ)এর ঘটনা	৬০০
হযরত উবাই (রাঃ)এর ঘটনা	৬০০
হযরত আওফ (রাঃ)এর ঘটনা	৬০১
কুরআন শিক্ষার উপর ভাতা প্রদান	৬০২
কুরআনের বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ	৬০২
লোকদের মধ্যে কুরআন চর্চার অধিক প্রচলনে মতবিরোধের আশঙ্কা	
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর আশঙ্কা	৬০৩
অপর একটি ঘটনা	৬০৪
কারীদের উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)দের নসীহত	
হযরত ওমর (রাঃ)এর নসীহত	৬০৫
হযরত আবু মূসা (রাঃ)এর নসীহত	৬০৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর নসীহত	৬০৮
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর হাদীসে মশগুল হওয়া, এবং হাদীসে মশগুল ব্যক্তির জন্য পালনীয় কর্তব্য	
হাদীস বর্ণনার আদব	৬১০
হযরত ওয়াবেসাহ (রাঃ)এর হাদীস পৌঁছান	৬১০
হাদীসের তাবলীগ	৬১১
হাদীস বর্ণনাকারীর প্রতি দোয়া	৬১১
জুমআর পূর্বে হাদীস বর্ণনা	৬১২
সাহাবা (রাঃ)দের হাদীস বর্ণনা করিতে ভীত হওয়া	৬১২
সাহাবা (রাঃ)দের হাদীস বর্ণনায় সতর্কতা	৬১৩
হাদীস বর্ণনায় আত্মবিশ্বাস	৬১৪
'রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন' এরূপ বলিতে ভয় করা	৬১৫
বৃদ্ধ বয়সে হাদীস বর্ণনা করিতে ভয় করা	৬১৬
এলম অপেক্ষা আমলের প্রতি অধিক মনোযোগ দান	
হযরত আবু দারদা ও হযরত আনাস (রাঃ)এর উক্তি	৬১৭
একটি হাদীস	৬১৭
অপর একটি হাদীস	৬১৭
হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি	৬১৭
হযরত আলী (রাঃ)এর উক্তি	৬১৮
এলমের উপর আমল করিবার প্রতি উৎসাহ দান	৬১৮
কেয়ামতে আমল সম্পর্কে প্রশ্নের ভয়	৬১৯
এলেমের সওয়াব আমলের দ্বারা পাইবে	৬২০
সুন্নাতের অনুসরণ ও পূর্ববর্তীগণের অনুকরণ এবং বিদআতকে প্রত্যাখ্যান	
হযরত উবাই (রাঃ)এর উৎসাহ দান	৬২১
হযরত ওমর ও ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর উৎসাহ দান	৬২১
হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ)এর উৎসাহ দান	৬২২
সাহাবা (রাঃ)দের অনুসরণের প্রতি উৎসাহ দান	৬২২
অনুসরণীয় ব্যক্তির করণীয়	৬২৩
অনুসরণ কর, বিদআত করিও না	৬২৩
সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত	৬২৩
মৃতদের অনুসরণ	৬২৪
বিদআতের প্রতিবাদ	৬২৪
হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) কর্তৃক আপন ছেলেকে বারণ করা	৬২৬
এক ওয়ায়েজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ	৬২৭
ভিত্তিহীন রায়ের উপর আমল করা হইতে পরহেয করা	
হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি	৬২৮
হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর উক্তি	৬২৯
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর উক্তি	৬২৯

www.BANGLAKITAB.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
নবী করীম (সাঃ)এর সাহাবা (রাঃ)দের ইজতেহাদ	
হযরত মুআয (রাঃ)এর হাদীস	৬৩০
অজানা বিষয়ে ইজতেহাদ করিতে ভয় করা	৬৩০
কাজী শুরাইহের প্রতি হযরত ওমর (রাঃ)এর নসীহত	৬৩১
হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর নসীহত	৬৩১
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর ইজতেহাদ	৬৩২
ফতোয়া প্রদানে সতর্কতা অবলম্বন এবং সাহাবা (রাঃ)দের মধ্যে যাহারা ফতোয়া প্রদান করিতেন	
সাহাবা (রাঃ)দের ফতোয়া প্রদানে সতর্কতা	৬৩৩
সাহাবা (রাঃ)দের উক্তি	৬৩৩
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর যুগে যাহারা ফতোয়া প্রদান করিতেন	৬৩৪
হযরত আবু মূসা (রাঃ)এর উক্তি	৬৩৪
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবা (রাঃ)দের যুগে যাহারা ফতোয়া দিতেন	৬৩৫
সাহাবা (রাঃ)দের এলম বা জ্ঞান	
সাহাবা (রাঃ)দের এলম সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি	৬৩৭
হযরত আলী (রাঃ)এর এলম	৬৩৮
হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর এলম	৬৩৯
কতিপয় সাহাবা (রাঃ) সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ)এর উক্তি	৬৪০
হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর উক্তি	৬৪১
মাসরুক (রাঃ)এর উক্তি	৬৪২
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর এলম	৬৪২
অন্যান্য সাহাবা (রাঃ)দের এলম	৬৪৬
হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর এলম	৬৪৭
হযরত আয়েশা (রাঃ)এর এলম	৬৪৭
খোদাভীরু আলেম ও বদকার আলেম	
হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর উক্তি	৬৪৯
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর উক্তি	৬৪৯
দুনিয়াদার আলেমদের পরিণতি	৬৫০
শাসকদের দ্বারে আলেমের পরিণতি	৬৫৩
এলম বিদায় হওয়া এবং ভুলিয়া যাওয়া	
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর হাদীস	৬৫৩
হযরত ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর উক্তি	৬৫৪
আমল করিতে না পারিলেও এলমের প্রচার করা এবং অনুপকারী এলম হইতে পানাহ চাওয়া	৬৫৬

www.BANGLAKITAB.com

দশম অধ্যায়

সাহাবা (রাঃ)দের স্বভাব ও চরিত্র

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ)দের স্বভাব-চরিত্র কিরূপ ছিল এবং তাহারা ব্যবহারিক জীবনে পরস্পর কিরূপ আচার-ব্যবহার করিতেন।

উত্তম আখলাক বা চরিত্র

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক বা চরিত্র

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর আখলাক সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রাঃ)এর বর্ণনা

সাদ ইবনে হিশাম (রহঃ) বলেন, আমি উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখ্‌লাক সম্পর্কে বলুন। তিনি বলিলেন, তুমি কি কোরআন পড় না? আমি বলিলাম, নিশ্চয়ই! তিনি বলিলেন, তাঁহার চরিত্র ছিল কোরআন (অর্থাৎ কোরআনে বর্ণিত চরিত্রের ন্যায় তাঁহার চরিত্র ছিল।) অপর রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত কাতাদাহ্ (রাঃ) বলিয়াছেন, আর কোরআন সর্বোত্তম মানব চরিত্র বর্ণনা করিয়াছে। (মুসলিম, ইবনে সা'দ)

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, তাঁহার আখলাক ছিল কোরআন। কোরআন যাহাতে সন্তুষ্ট তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইতেন, এবং কোরআন যাহাতে অসন্তুষ্ট তিনি তাহাতে অসন্তুষ্ট হইতেন।

যায়েদ ইবনে বাবানুস (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে উম্মুল মুমিনীন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক কেমন ছিল? তিনি উপরোক্ত জবাব দিলেন। অতঃপর বলিলেন, তুমি কি সূরা মুমিনীন পড়িতে পার?

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ হইতে দশ আয়াত পর্যন্ত পড়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক এরূপ ছিল। (বাইহাক্বী)

হযরত ওরওয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা উত্তম চরিত্রের

অধিকারী আর কেহ ছিল না। তাঁহার সাহাবা অথবা তাঁহার পরিবারের যে কেহ তাঁহাকে ডাকিত, তিনি উত্তরে বলিতেন, লাব্বায়েক। এই জন্যই আল্লাহ্ তায়ালা (তাঁহার প্রশংসায় এই আয়াত) নাযিল করিয়াছেন,—

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۝

অর্থ ঃ—আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। (আবু নুআঈম)

বানু সারাতের এক ব্যক্তি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)কে বলিলাম, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক সম্পর্কে বলুন। তিনি বলিলেন, তুমি কি কোরআন পড় না? আল্লাহ পাক তাঁহার সম্পর্কে বলিয়াছেন, নিঃসন্দেহে আপনি মহান চরিত্রের উপর আছেন। তার পর বলিলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সাহাবাদের সহিত ছিলেন। আমি তাঁহার জন্য কিছু খানা তৈয়ার করিলাম, হযরত হাফসাও কিছু খানা তৈয়ার করিলেন। কিন্তু তিনি আমার পূর্বেই তাহা পাঠাইয়া দিলেন। আমি বাঁদীকে বলিলাম, যাও, তাহার পেয়ালাটি উল্টাইয়া দাও। সে পেয়ালাটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে রাখিতে যাইয়া উল্টাইয়া দিল। সুতরাং পেয়ালা উল্টিয়া খানাগুলি মাটিতে ছড়াইয়া গেল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খানাগুলি একত্র করিলেন এবং তাঁহারা সকলে উহা খাইলেন। তারপর আমি আমার পেয়ালা পাঠাইলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা হযরত হাফসা (রাঃ)কে দিয়া বলিলেন, তোমাদের পাত্রের পরিবর্তে এই পাত্র লও এবং ইহাতে যাহা আছে তাহা খাও। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, কিন্তু ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারকে আমি কোন প্রকার ভাব পরিবর্তন হইতে দেখি নাই।

হযরত যায়েদ (রাঃ)এর বর্ণনা

খারেজা ইবনে যায়েদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তাঁহার পিতা হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)এর নিকট একদল লোক আসিল। তাহারা তাঁহাকে অনুরোধ করিল যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু

www.BANGLAKITAB.com

আখলাক আমাদের নিকট বর্ণনা করুন। তিনি বলিলেন, আমি তাঁহার প্রতিবেশী ছিলাম। যখন তাঁহার উপর ওহী নাযিল হইত তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইতেন। আমি তাঁহার খেদমতে হাজির হইয়া ওহী লিখিতাম। আমরা (তাঁহার মজলিসে) যদি দুনিয়া সম্পর্কে আলোচনা করিতাম তিনিও উহার আলোচনা করিতেন। আর যদি আখেরাত সম্পর্কে আলোচনা করিতাম তবে তিনিও আমাদের সহিত উহার আলোচনা করিতেন। এবং যদি কোন খাদ্য বিষয়ে আলোচনা করিতাম তিনিও আমাদের সহিত উহারই আলোচনা করিতেন। আমি তাঁহার নিকট হইতেই এই সকল বিষয় তোমাদিগকে বর্ণনা করিতেছি।

হযরত সফিইয়া (রাঃ)এর বর্ণনা

হযরত সফিইয়া বিন্‌তে হুইয়াই (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা সুন্দর চরিত্র আর কাহারো দেখি নাই। খাইবার হইতে ফিরিবার পথে তিনি যখন আমাকে তাঁহার উটের পিছনে লইয়া রওয়ানা হইলেন, তখন আমি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াছি। তন্দ্রার দরুন আমার মাথা হাওদার কাষ্ঠে লাগিতেছিল। তিনি আমাকে হাত মুবারক দ্বারা স্পর্শ করিয়া বলিলেন, এই মেয়ে, একটু সবুর কর। হে হুইয়াই এর বেটি, একটু সবুর কর। তার পর যখন সাহ্‌বা নামক স্থানে পৌঁছিলাম তিনি বলিলেন, হে সফিইয়া, তোমার কাওমের সহিত যাহা করিয়াছি আমি উহার জন্য তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। কারণ তাহারা আমার সম্পর্কে এমন এমন কথা বলিয়াছে, তাহারা আমার সম্পর্কে এমন এমন কথা বলিয়াছে।

হযরত আনাস (রাঃ)এর বর্ণনা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যাধিক দয়াময় ছিলেন। (তাঁহার হাত-মুখ ধোয়া বরকতময় পানি লইবার উদ্দেশ্যে) যদি কোন গোলাম, বাঁদী অথবা কোন ছোট ছেলেও শীতের সকালে পানি লইয়া হাজির হইত তবে খোদার কসম, তিনি উহাতে নিজের হাত মুখ ধুইয়া দিতে একটুও ইতস্ততঃ করিতেন না। আর যখনই কেহ কোন কথা

বলিতে চাহিত তিনি তাহার প্রতি নিজ কান আগাইয়া দিতেন। অতঃপর যতক্ষণ না সে মুখ সরাইয়াছে তিনি কান সরান নাই। এবং যে কেহ তাঁহার হাত ধরিতে চাহিয়াছে, তিনি নিজ হাত আগাইয়া দিয়াছেন। অতঃপর যতক্ষণ না সে তাহার হাত টানিয়া লইয়াছে ততক্ষণ তিনি নিজের হাত টানিয়া লন নাই।

অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফজরের নামায শেষ করিতেন মদীনার খাদেমগণ (তাঁহার হাত ধোয়া বরকতময় পানি লইবার উদ্দেশ্যে) তাহাদের পানির পাত্র লইয়া হাজির হইত। আর যে কেহ এইরূপ পাত্র লইয়া আসিত তিনি উহাতে নিজের হাত মুবারক চুবাইয়া দিতেন। কখনও শীতের সকালে কেহ এরূপ পাত্র লইয়া আসিত, তথাপি তিনি উহাতে হাত চুবাইয়া দিতেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর মুসাফাহা

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে আরও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি কাহারও সহিত মুসাফাহা করিতেন অথবা কেহ তাহার সহিত করিত তবে যতক্ষণ না সে হাত টানিয়া লইত তিনি নিজ হাত টানিয়া লইতেন না। আর যদি কাহারও দিকে ফিরিয়া কথা বলিতেন, তবে যতক্ষণ না সে মুখ ফিরাইত তিনি ফিরাইতেন না। তাঁহাকে কখনও আপন হাঁটু মুবারক নিজের সঙ্গী হইতে বাড়াইয়া বসিতে দেখা যায় নাই। (বিদায়াহ)

আবূ দাউদের রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন, এমন কখনও দেখি নাই যে, কেহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কানের নিকট মুখ আনিয়াছে আর তিনি মাথা সরাইয়াছেন। বরং (কথা শেষ করিয়া) সেই ব্যক্তিই প্রথম মাথা সরাইয়াছে। এমনও দেখি নাই যে, কেহ তাঁহার হাত ধরিয়াছে আর তিনি তাহার হাত ছাড়িয়াছেন। বরং সেই প্রথম তাঁহার হাত ছাড়িয়াছে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, কেহ রাসূলুল্লাহ্

WWW.BANGLAKITAB.COM

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত ধরিলে তিনি তাহার হাত ছাড়িতেন না যতক্ষণ না সে ছাড়িয়া দিত। আপন হাটুদ্বয়কে নিজের সঙ্গী হইতে বাড়াইয়া বসিতে তাঁহাকে কেহ দেখে নাই। যে কেহ তাঁহার সহিত মুসাফাহা করিত, তিনি সম্পূর্ণরূপে তাহার দিকে মুখ করিতেন অতঃপর যতক্ষণ না সে কথা শেষ করিত মুখ ফিরাইতেন না। (বায্যার)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, মদীনার কোন ছোট মেয়েও যদি আসিয়া তাঁহার হাত ধরিত তবে তিনি নিজ হাত তাহার হাত হইতে টানিয়া লইতেন না। এবং সে যথায় ইচ্ছা তাঁহাকে (টানিয়া) লইয়া যাইতে পারিত।

অপর রেওয়ায়াতে আছে যে, মদীনার যে কোন বাঁদী ইচ্ছা করিলে তাঁহার হাত ধরিয়া নিজের প্রয়োজনে যথায় ইচ্ছা তাঁহাকে লইয়া যাইতে পারিত! (বিদায়াহ)

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক মেয়েলোক যাহার মাথায় দোষ ছিল, বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে। তিনি বলিলেন, হে ওমুকের মা, দেখ, যে গলিতে ইচ্ছা আমাকে লইয়া চল, আমি তোমার কাজ করিয়া দিব। তিনি তাহার সহিত এক গলিতে গেলেন। এবং যতক্ষণ না সে কাজ শেষ করিল তাহার সহিত রহিলেন।

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) বলেন, একবার আমি সফর হইতে ফিরিয়া আসিলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরিলেন। তারপর যতক্ষণ না আমি তাঁহার হাত ছাড়িলাম, তিনি ছাড়িলেন না।

নিজের জন্য প্রতিশোধ না লওয়া

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া–সাল্লামকে যখনই কোন দুই বিষয়ের একটি গ্রহণ করিবার অধিকার দেওয়া হইত, গুনাহের কাজ না হইলে তন্মধ্যে তিনি সহজটাই গ্রহণ করিতেন। আর গুনাহের কাজ হইলে তো তিনি উহা হইতে সর্বাপেক্ষা দূরে থাকিতেন। তিনি নিজের জন্য কখনও প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু আল্লাহ পাকের কোন হুকুমের বে–হুরমতি (অসম্মান) হইলে আল্লাহর জন্য উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেন। (কান্য)

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ ব্যতীত কখনও না কোন খাদেমকে, না কোন স্ত্রীকে, আর না কোন জিনিষকে নিজ হাত মুবারক দ্বারা মারিয়াছেন। এবং যদি তাঁহাকে দুই বিষয়ের একটি গ্রহণ করিবার অধিকার দেওয়া হইত, তবে গুনাহের কাজ না হইলে তন্মধ্যে সহজটাই তাঁহার নিকট অধিক পছন্দনীয় হইত। আর গুনাহের কাজ হইলে তো তিনি গুনাহ হইতে সর্বাপেক্ষা দূরে থাকিতেন। কাহারও অশোভনীয় ব্যবহারে তিনি নিজের জন্য কখনও প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই। অবশ্য আল্লাহ পাকের কোন হুকুমের মর্যাদাহানী হইলে তিনি আল্লাহর জন্য উহার প্রতিশোধ লইতেন। (বিদায়াহ)

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনও তাঁহার নিজের কোন জুলুমের প্রতিশোধ লইতে দেখি নাই। অবশ্য আল্লাহ্ পাকের কোন হুকুমের মর্যাদাহানী হইলে তিনি সর্বাধিক রাগান্বিত হইতেন। কোন দুই বিষয়ের একটি গ্রহণ করিবার অধিকার দেওয়া হইলে তিনি তন্মধ্যে সহজটাই গ্রহণ করিতেন। যদি না তাহা গুনাহের কাজ হইত। (কান্য)

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর স্বভাবের বর্ণনা

আবু আব্দুল্লাহ্ জাদালী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখ্লাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি স্বভাবগত অশ্লীল বা অশ্লীল ভাষী ছিলেন না। আর না বাজারে শোরগোল করা তাঁহার স্বভাব ছিল। তিনি দুর্ব্যবহারের প্রতিদানে দুর্ব্যবহার করিতেন না, বরং ক্ষমা করিয়া দিতেন এবং এড়াইয়া যাইতেন। অথবা বলিয়াছেন "ক্ষমা ও মাফ করিয়া দিতেন"। (কান্য)

সালেহ্ (রহঃ) বলিয়াছেন যে, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, তিনি সম্মুখ অথবা পিছন ফিরিলে সম্পূর্ণ শরীরে ফিরিতেন। আমার পিতা–মাতা তাঁহার উপর কোরবান হউক—তিনি না স্বভাবগত অশ্লীল ছিলেন, না অশ্লীল ভাষী ছিলেন। আর না বাজারে শোরগোল করা তাঁহার স্বভাব ছিল।

www.BANGLAKITAB.com

অপর রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, আমি তাঁহার ন্যায় কাহাকেও না পূর্বে দেখিয়াছি আর না পরে দেখিয়াছি।

হযরত আনাস (রাঃ)এর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি না গালিগালাজ করিতেন, না কাহাকেও লা'নত করিতেন। আর না তিনি অশ্লীল স্বভাবের ছিলেন। তিনি আমাদের কাহাকেও তিরস্কার করিতে হইলে এইরূপ বলিতেন, তাহার কপাল কর্দমাক্ত হউক।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলিয়াছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না স্বভাবগত অশ্লীল ছিলেন, আর না কখনও অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করিতেন। তিনি বলিতেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম চরিত্রবানই উত্তম ব্যক্তি। (বিদায়াহ)

খাদেমের সহিত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর উত্তম ব্যবহার

হযরত আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আগমন করিলেন তখন হযরত আবু তালহা (রাঃ) আমাকে হাত ধরিয়া তাঁহার নিকট লইয়া গেলেন। এবং বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আনাস একটি বুদ্ধিমান ছেলে, আপনার খেদমত করিবে। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি সফরে ও বাড়ীতে তাঁহার খেদমত করিয়াছি। খোদার কসম, আমার কোন কাজের উপর তিনি কখনও এরূপ বলেন নাই যে, তুমি কেন ইহা এরূপ করিলে? অথবা কোন কাজ না করিলে তিনি কখনও বলেন নাই যে, তুমি এই কাজ কেন এরূপ করিলে না?

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাপেক্ষা উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। একদিন তিনি আমাকে কোন কাজের জন্য পাঠাইতে চাহিলে (দুষ্টামির ছলে) বলিলাম, আমি যাইব না। কিন্তু আমার অন্তরে ইহাই ছিল যে, তিনি যে কাজের আদেশ করিয়াছেন তাহা পালনের জন্য যাইব। সুতরাং বাহির হইলাম, পথে দেখিলাম, একদল ছেলে বাজারে খেলিতেছে। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিছন দিক হইতে আসিয়া আমার ঘাড়ে ধরিলেন। আমি তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তিনি হাসিতেছেন। বলিলেন,

হে উনাইস, আমি তোমাকে যে কাজের জন্য বলিয়াছি উহার জন্য যাইবে না? আমি বলিলাম, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি যাইতেছি। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, খোদার কসম, আমি নয় বৎসর তাঁহার খেদমত করিয়াছি। আমার জানা মতে তিনি আমার কোন কাজের উপর কখনও এরূপ বলেন নাই যে, তুমি কেন এরূপ করিলে? অথবা কোন কাজ না করিয়া থাকিলে তিনি এরূপ বলেন নাই যে, কেন এরূপ করিলে না? অপর রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি দশ বৎসর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করিয়াছি। খোদার কসম, তিনি আমার ব্যাপারে কখনও উফ্ পর্যন্ত করেন নাই। আর না আমার কোন কাজে এরূপ বলিয়াছেন যে, কেন করিলে? অথবা এরূপ কেন করিলে না?

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি দশ বৎসর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করিয়াছি। তাঁহার আদেশ পালনে অলসতা করিলে অথবা পালন না করিলে তিনি কখনও তিরস্কার করেন নাই। বরং তাহার পরিবারের কেহ তিরস্কার করিলে তিনি বলিতেন, ছাড়িয়া দাও! যদি তক্বদীরে থাকিত তবে হইত। অথবা বলিতেন, যদি আল্লাহ, পাকের ফয়সালা হইত তবে হইত। (বিদায়াহ)

হযরত আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহু বৎসর খেদমত করিয়াছি। তিনি আমাকে কখনও একটি গালিও দেন নাই। আর না কখনও মারিয়াছেন অথবা ধমক দিয়াছেন। না কখনও আমার মুখের উপর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়াছেন। তাঁহার কোন আদেশ পালনে অলসতা করিলে তিরস্কারও করেন নাই। যদি তাঁহার পরিবারের কেহ তিরস্কার করিত, তিনি বলিতেন, ছাড়, যদি তক্বদীরে থাকিত তবে হইত।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনায় আগমনের সময় আমার বয়স আট বৎসর ছিল। আমার মা আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া গেলেন এবং বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি ব্যতীত আনসারদের অন্যান্য মেয়ে-পুরুষরা আপনাকে তোহ্ফা দিয়াছে। আপনাকে দিবার মত আমার এই ছেলে ব্যতীত আমি আর কিছু পাই নাই। সুতরাং ইহাকে গ্রহণ করুন। আপনার যে কোন প্রয়োজনে সে আপনার খেদমত

www.BANGLAKITAB.com

করিবে। অতঃপর আমি দশ বৎসর তাঁহার খেদমত করিয়াছি। তিনি কখনও আমাকে মারেন নাই, গালি দেন নাই বা আমার মুখের উপর ভ্রূকুঞ্চিতও করেন নাই। (কান্য)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দের আখ্লাক বা চরিত্র

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর বর্ণনা

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, কুরাইশাদের মধ্য হইতে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল চেহারা ও উত্তম আখলাকের অধিকারী এবং সর্বাধিক লজ্জাশীল তিন ব্যক্তি ছিলেন। যদি তাঁহারা তোমার সহিত কথা বলেন তবে মিথ্যা বলিবেন না। আর যদি তুমি তাঁহাদের সহিত কথা বল তবে তাঁহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিবেন না। তাঁহারা হইলেন হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) ও হযরত আবূ ওবাইদাহ্ ইবনে জাররাহ্ (রাঃ)। অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, কুরাইশদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল চেহারা, সর্বোত্তম আখলাকের অধিকারী ও সর্বাধিক লজ্জাশীল তিন ব্যক্তি—হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওসমান ও হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রাঃ)। (আবু নুআঈম)

কতিপয় সাহাবা(রাঃ)দের আখলাক সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর সাক্ষ্য দান

হযরত হাসান (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আবু ওবাইদাহ্ ব্যতীত আমি ইচ্ছা করিলে আমার যে কোন সাহাবীর আখলাকে খুঁত ধরিতে পারি।

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে ওসমান কুরাইশী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাঁহার মেয়ের ঘরে যাইয়া দেখিলেন, তিনি হযরত ওসমান (রাঃ)এর মাথা ধুইয়া দিতেছেন। বলিলেন, হে বেটি, আবু আব্দুল্লার উত্তমরূপে সেবা কর। কারণ, সে আমার সকল সাহাবা অপেক্ষা আমার সহিত আখলাকে অধিক মিল রাখে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে হযরত ওসমান (রাঃ)এর স্ত্রী—হযরত রুকাইয়া (রাঃ)এর ঘরে গেলাম। তাঁহার হাতে চিরুনী ছিল। তিনি বলিলেন, এখনই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট হইতে গিয়াছেন। আমি তাঁহার মাথায় চিরুনী করিয়া দিয়াছি। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আবু আব্দুল্লাহ্ (অর্থাৎ ওসমান (রাঃ)কে কেমন পাইয়াছ? আমি বলিলাম, ভাল। তিনি বলিলেন, উত্তমরূপে তাহার খেদমত কর। কারণ সে আমার সকল সাহাবা অপেক্ষা আমার সহিত আখলাকে অধিক মিল রাখে। (মুনতাখাব)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলাম হযরত আসলাম (রাঃ) এর ছেলে হযরত আবদুল্লা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জাফার (রাঃ)কে বলিয়াছেন, তুমি শারীরিক গঠন ও চরিত্রের দিক হইতে আমার মত হইয়াছ।

হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, একবার আমি ও হযরত জা'ফর (রাঃ) এবং হযরত যায়েদ (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলাম। তিনি হযরত যায়েদ (রাঃ)কে বলিলেন, তুমি আমাদের ভাই ও আমাদের অনুরাগী সাথী। তিনি আনন্দে নাচিয়া উঠিলেন। তারপর হযরত জা'ফর (রাঃ)কে বলিলেন, তুমি দৈহিক গঠনে ও চরিত্রে আমার মত হইয়াছ। তিনি আনন্দে হযরত যায়েদ অপেক্ষা জোরে নাচিয়া উঠিলেন। তারপর আমাকে বলিলেন, তুমি আমার, আমি তোমার। আমি আনন্দে হযরত জা'ফর (রাঃ) অপেক্ষা জোরে নাচিয়া উঠিলাম। (মুনতাখাব)

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জাফর (রাঃ)কে বলিলেন, তোমার চরিত্র আমার চরিত্রের ন্যায়। আর তোমার দৈহিক গঠন আমার গঠনের ন্যায় হইয়াছে। তুমি আমার। আর তুমি, হে আলী, আমার, আর তুমি আমার আওলাদের পিতা।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে জা'ফর (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এমন একটি কথা শুনিয়াছি, যাহার বিনিময়ে আমি

www.BANGLAKITAB.com

লাল রঙের উটের পাল গ্রহণ করিতেও পছন্দ করিব না। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, চরিত্র ও দৈহিক গঠনে আমার সহিত জা'ফর সর্বাপেক্ষা মিল রাখে। আর হে আব্দুল্লাহ, তোমার পিতার সহিত আল্লাহর সকল মখলুক অপেক্ষা তোমার অধিক মিল রহিয়াছে।

হযরত ওমর (রাঃ)এর আখলাক

বাহ্‌রিয়্যাহ্ (রহঃ) বলেন, আমার চাচা—হযরত খেদাশ্ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে একটি পেয়ালা চাহিয়া লইয়াছিলেন। যাহাতে তাঁহাকে খাইতে দেখিয়াছিলেন। উক্ত পেয়ালাটি পরবর্তীকালে আমাদের নিকট ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিতেন, পেয়ালাটি আমার নিকট আন। আমরা যয্‌যমের পানি ভরিয়া তাঁহার নিকট আনিলে তিনি উহা হইতে পান করিতেন এবং নিজের মাথায় ও চেহারায় ঢালিতেন। একবার এক চোর আমাদের ঘরে হানা দিল এবং আমাদের অন্যান্য মাল-পত্রের সহিত পেয়ালাটিও লইয়া গেল। তারপর একদিন হযরত ওমর (রাঃ) আমাদের নিকট আসিয়া উক্ত পেয়ালাটি আনিতে বলিলে আমরা বলিলাম, আমীরুল মুমিনীন, আমাদের মাল-পত্রের সহিত পেয়ালাটিও চুরি হইয়া গিয়াছে। তিনি শুনিয়া বলিলেন, চোর তো বড় বুদ্ধিমান! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেয়ালা চুরি করিয়া লইয়া গেল! বর্ণনাকারী বলেন, খোদার ক্বসম তিনি (ইহার অতিরিক্ত) চোরকে না গালি দিলেন, না লা'নত করিলেন। (মুনতাখাব)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উয়াইনাহ্ ইবনে হিস্‌ন ইবনে বদর (রাঃ) একবার তাঁহার আপন ভাতিজা-হুর ইবনে কায়েস (রাঃ)এর ঘরে মেহমান হইলেন। হুর ইবনে কায়েস (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর মজলিসের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের একজন ছিলেন। আর তাঁহার মজলিসে ও পরামর্শে যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে একান্ত কোর্‌রা অর্থাৎ আলেমগণই শরীক হইতেন। অতএব হযরত উয়াইনাহ্ (রাঃ) ভাতিজাকে বলিলেন, ভাতিজা! এই আমীরের নিকট তোমার তো বেশ খাতির আছে। তুমি আমার জন্য দেখা করিবার অনুমতি লও। তিনি তাহার জন্য অনুমতি

চাহিলে তিনি অনুমতি দিলেন। উয়াইনাহ্ ভিতরে প্রবেশ করিয়াই বলিলেন, ওহে খাত্তাবের বেটা, খোদার ক্বসম, তুমি না আমাদিগকে বেশী পরিমাণে দাও আর না আমাদের মধ্যে ইনসাফের সহিত ফয়সালা কর। হযরত ওমর (রাঃ) (ইহা শুনিয়া) এত রাগান্বিত হইলেন যে, তাহাকে শাস্তি দিবার ইচ্ছা করিলেন। হুর ইবনে কায়েস (রাঃ) তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "হে আমীরুল মুমিনীন, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিয়াছেন—

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ ۝

অর্থ ঃ—"বাহ্যিক (দৃষ্টিতে তাহাদের সহিত যে) আচরণ (সমীচীন মনে হয় উহা) গ্রহণ করুন, আর ভাল কাজের শিক্ষা দিতে থাকুন, এবং মূর্খ জাহেলদের হইতে একদিকে সরিয়া থাকুন।"

আর এই ব্যক্তি মূর্খ জাহেলদেরই একজন। উক্ত আয়াত তেলাওয়াতের পর খোদার ক্বসম, হযরত ওমর (রাঃ) (আয়াতে বর্ণিত সীমা হইতে) একটুও অতিক্রম করিলেন না। আর আল্লাহর কিতাব পড়া হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ ক্ষান্ত হইয়া যাইতেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি এরূপ কখনও দেখি নাই যে, হযরত ওমর (রাঃ) রাগান্বিত হইয়াছেন আর কেহ তাহার সম্মুখে আল্লাহ্‌র নাম লইয়াছে অথবা কেহ কোরআনের কোন আয়াত তেলাওয়াত করিয়াছে তো তিনি তৎক্ষণাৎ আপন কঠোর মনোভাব ছাড়িয়া শান্ত হইয়া যান নাই।

আসলাম (রহঃ) বলেন, হযরত বেলাল (রাঃ) বলিলেন, হে আসলাম, ওমরকে কেমন পাইতেছ? আমি বলিলাম, ভাল, তবে তাঁহার গোস্‌সা একটি সাংঘাতিক ব্যাপার। হযরত বেলাল (রাঃ) বলিলেন, তিনি যখন গোস্‌সা হন তখন যদি আমি থাকিতাম তবে তাঁহার সম্মুখে কোরআন পড়িতাম, আর তাঁহার গোস্‌সা দূর হইয়া যাইত।

মালেকদার (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) একদিন আমার উপর চীৎকার করিয়া উঠিলেন ও চাবুক উঠাইলেন। আমি বলিলাম, আমি আপনাকে আল্লাহর নাম স্মরণ করাইতেছি। তিনি তৎক্ষণাৎ চাবুক ফেলিয়া

www.BANGLAKITAB.com

দিলেন, এবং বলিলেন, তুমি আমাকে এক মহান সত্তার কথা স্মরণ করাইয়াছ। (মুনতাখাব)

হযরত মুসআব ও হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর আখলাক

হযরত আমের ইবনে রাবিয়াহ্ (রাঃ) বলেন, হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের দিন হইতে ওহোদের যুদ্ধে শহীদ হওয়া পর্যন্ত আমার বন্ধু ও সঙ্গী ছিলেন। আমরা একই সঙ্গে হাবশার উভয় হিজরত করিয়াছি। তিনি সকলের মধ্যে আমার সাথী ছিলেন। আমি তাঁহার ন্যায় উত্তম চরিত্রবান ও কম বিরুদ্ধাচরণকারী ব্যক্তি কখনও দেখি নাই।

হাব্বাহ ইবনে জুওয়াইন (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর আখলাক সম্পর্কে আলোচনা করিলাম। সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিল। তাহারা বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, আমরা আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর ন্যায় উত্তম চরিত্রবান, কোমল প্রাণ উস্তাদ ও উত্তম সঙ্গী এবং অত্যাধিক পরহেযগার আর কাহাকেও দেখি নাই। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আমি তোমাদিগকে আল্লাহ্র কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, ইহা কি তোমাদের অন্তরের সত্য কথা? তাহারা বলিল, হাঁ। অতঃপর তিনি বলিলেন, আয় আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন, আয় আল্লাহ্, আমিও তাঁহার সম্পর্কে তেমনই বলিতেছি যেরূপ ইহারা বলিয়াছে, বরং ইহাদের অপেক্ষা উত্তম বলিতেছি।

অপর রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, তিনি কোরআন পড়িয়াছেন, এবং উহার হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম বিশ্বাস করিয়াছেন। দ্বীন সম্পর্কে ফক্বীহ্ ও সুন্নাতের আলেম ছিলেন।

হযরত ইবনে ওমর ও হযরত মুআয (রাঃ)এর আখলাক

সালেম (রহঃ) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) একবার শুধু তাহার খেদমতগার এক গোলামকে লা'নত করিয়াছিলেন, এবং এই কারণে তাহাকে পরে আযাদ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি কখনও কোন

খাদেমকে লা'নত করেন নাই। (আবু নুআঈম)

যূহ্রী (রহঃ) বলেন, একবার হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) নিজের খাদেমকে লা'নত করিতে যাইয়া বলিলেন, আয় আল্লাহ্ লা'.....। তারপর ক্ষান্ত হইয়া গেলেন এবং বলিলেন, ইহা এমন একটি কথা যাহা আমি বলিতে চাহি না।

সাহাবা (রাঃ)দের আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করার আগ্রহের বর্ণনায় হযরত জাবের (রাঃ)এর হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত মুআয (রাঃ) চেহারা হিসাবে সর্বাধিক সুন্দর, আখলাক হিসাবে সর্বোত্তম ও দান-খয়রাতে সর্বাপেক্ষা খোলা-হাত ছিলেন।

ধৈর্য ও ক্ষমা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধৈর্য

হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বলিয়াছেন যে, হুনাইনের যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কোন ব্যক্তিকে অন্যদের উপর প্রাধান্য দিলেন। হযরত আকরা ইবনে হাবিস (রাঃ)কে একশত উট দিলেন। হযরত উয়াইনাহ্ (রাঃ)কেও অনুরূপ দিলেন। এমনিভাবে আরও কিছু লোককে দিলেন। এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, এই বন্টন আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হয় নাই। হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, অবশ্যই আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা জানাইব। সুতরাং আমি তাঁহাকে এই বিষয়ে জানাইলে তিনি বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ)এর উপর রহম করুন! তাঁহাকে ইহা অপেক্ষা অধিক কষ্ট দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তিনি সবর করিয়াছেন।

ইমাম বোখারী (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, এক ব্যক্তি বলিল, খোদার কসম, ইহা এমন বন্টন যাহাতে ইনসাফ করা হয় নাই, এবং আল্লাহ্কে রাজী করার উদ্দেশ্যে হয় নাই। আমি বলিলাম, অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহা জানাইব। সুতরাং আমি আসিয়া তাঁহাকে উক্ত বিষয়ে অবহিত করিলে তিনি বলিলেন, যদি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল ইনসাফ না করেন তবে আর কে করিবে? আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ)এর উপর রহম করুন। তাঁহাকে ইহা অপেক্ষা অধিক কষ্ট দেওয়া

WWW.BANGLAKITAB.COM

হইয়াছে, কিন্তু তিনি সবর করিয়াছেন। (বুখারী)

হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি কোন জিনিষ বন্টন করিতে ছিলেন। বনু তাইম গোত্রের যুল্ খুওয়াইসারাহ নামক এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইনসাফ করুন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার নাশ হউক, আমি ইনসাফ না করিলে আর কে ইনসাফ করিবে? (যদি এমন হয় তবে) আমি সব হারাইব, ক্ষতিগ্রস্থ হইব! আমি যদি ইনসাফ না করি তবে কে আছে ইনসাফ করিবে? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমাকে অনুমতি দান করুন, ইহার গর্দান উড়াইয়া দেই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ছাড়িয়া দাও। কারণ তাহার এমন বহু সঙ্গী আছে, যাহাদের নামায ও রোযার সামনে নিজেদের নামায রোযাকে তোমরা তুচ্ছ মনে করিবে। তাহারা কোরআন পড়িবে, কিন্তু কোরআন তাহাদের হলক্ব অতিক্রম করিবে না। তাহারা ইসলাম হইতে এমন দ্রুতবেগে বাহির হইয়া যাইবে যেমন (অত্যন্ত বেগে নিক্ষিপ্ত) তীর শিকারকে ভেদ করিয়া এমনভাবে বাহির হইয়া যায় যে, উহার ফলক দেখিলে (রক্ত ইত্যাদির) কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না, এবং ফলকের নিম্নভাগের বক্র অংশেও কোন চিহ্ন দেখা যায় না। তীরের কাঠি দেখিলেও কিছু পাওয়া যায় না এবং উহার পিছনের পালকেও কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না। অথচ উহা রক্ত ও মল ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। উহাদের চিহ্ন এই যে, উহাদের মধ্যে কৃষ্ণকায় এক ব্যক্তি থাকিবে। তাহার একটি বাহু স্ত্রীলোকের স্তনের ন্যায় অথবা বলিয়াছেন মাংসপিণ্ডের ন্যায় দুলিতে থাকিবে। মুসলমানদের পরস্পর বিরোধের সময় ইহাদের আবির্ভাব ঘটিবে। আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে আমি ইহা শুনিয়াছি। এবং সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত আলী (রাঃ) ইহাদের সহিত জেহাদ করিয়াছেন। আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। তিনি যুদ্ধ শেষে উক্ত ব্যক্তিকে তালাশ করিতে বলিলে তাহাকে তালাশ করিয়া আনা হইল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সম্পর্কে যেরূপ বর্ণনা দিয়াছিলেন, আমি ঠিক সেরূপ তাহাকে দেখিয়াছি। (বিদায়াহ)

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর ধৈর্য

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই মারা গেলে তাহার ছেলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলেন, আপনার কামীস অর্থাৎ জামা আমাকে দান করুন। উহা দ্বারা তাহাকে (অর্থাৎ পিতাকে) কাফন দিব। আর আপনি তাহার জানাযার নামায পড়িবেন এবং তাহার জন্য ইস্তেগফার অর্থাৎ ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে কামীস দান করিলেন এবং বলিলেন, আমাকে সংবাদ দিও, তাহার জানাযা পড়িব। সুতরাং তাহাকে সংবাদ দেওয়া হইল। তিনি যখন নামায পড়িতে এরাদা করিলেন, হযরত ওমর (রাঃ) তাঁহাকে টানিয়া ধরিলেন, এবং বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কি আপনাকে মুনাফিকদের উপর নামায পড়িতে নিষেধ করেন নাই? তিনি বলিলেন, আমাকে উভয়টারই অধিকার দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, 'আপনি তাহাদের জন্য ইস্তেগফার করেন আর না করেন'। অতএব তিনি তাহার জানাযার নামায পড়িলেন। তারপরই এই আয়াত নাযিল হইল—

وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ

অর্থ ঃ—আর তাহাদের মধ্য হইতে কেহ মরিয়া গেলে তাহার উপর কখনও (জানাযার) নামায পড়িবেন না এবং তাহার কবরের নিকটেও দাঁড়াইবেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই মারা গেলে তাহার জানাযার নামাযের জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডাকা হইল। তিনি গেলেন, এবং যখন নামাযের উদ্দেশ্যে তাহার জানাযার সম্মুখে দাঁড়াইলেন, আমি তাঁহার সিনা বরাবর সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইলাম এবং বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহর দুশমন—আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই-এর জানাযার নামায পড়িবেন? তারপর তাহার বিগত সকল ঘটনাগুলি উল্লেখ করিয়া বলিলাম, অথচ সে ওমুক ওমুক দিন এই এই কথা বলিয়াছে। তিনি বলেন, প্রতিউত্তরে

WWW.BANGLAKITAB.COM

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসিতেছিলেন। যখন আমি তাহার অনেক দোষ আলোচনা করিলাম, তিনি বলিলেন, সরিয়া যাও, হে ওমর, আমাকে অধিকার দেওয়া হইয়াছে। আর আমি তাহা গ্রহণ করিয়াছি। আমাকে বলা হইয়াছে—"আপনি তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন আর না করেন। আর আপনি যদি তাহাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা করেন তথাপি আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না।" যদি আমি জানিতে পারি যে, সত্তর বারের অধিক করিলে তাহাকে ক্ষমা করা হইবে তবে অবশ্যই সত্তর বারেরও অধিক তাহার জন্য ইস্তেগফার করিব। তিনি বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নামায পড়িলেন ও তাহার সহিত গেলেন এবং তাহার দাফন কার্য শেষ হওয়া পর্যন্ত কবরের নিকট দাঁড়াইয়া রহিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আমার এই সাহসিকতার উপর পরে আমি আশ্চর্য হইলাম, অথচ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল সর্বাধিক জ্ঞাত। তিনি বলেন, খোদার ক্বসম, সামান্য পরেই এই দুই আয়াত নাযিল হইল—

وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ

অর্থ ঃ—"আর তাহাদের মধ্য হইতে কেহ মরিয়া গেলে তাহার উপর কখনও (জানাযার) নামায পড়িবেন না এবং তাহার কবরের নিকটেও দাঁড়াইবেন না ; তাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের সহিত কুফর করিয়াছে এবং তাহারা কুফরের অবস্থাতেই মরিয়াছে।"

উক্ত আয়াত নাযিল হইবার পর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি আর কোন মুনাফিকের জানাযার নামায পড়েন নাই এবং তাহাদের কাহারো কবরের নিকটও দাঁড়ান নাই।

হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই মারা গেলে তাহার ছেলে নবী করীম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনি যদি (আমার পিতার)

জানাযায় না আসেন তবে আমাদের জন্য সর্বদা ইহা একটি কলঙ্কের বিষয় হইয়া থাকিবে। সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সময় আসিয়া পৌঁছিলেন যে, তাহাকে কবরে নামাইয়া ফেলা হইয়াছে। তিনি বলিলেন, কবরে নামাইবার পূর্বে কেন সংবাদ দিলে না। অতঃপর তাহাকে কবর হইতে বাহির করা হইল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার মাথা হইতে পা পর্যন্ত নিজের থুথু ছিটাইয়া দিলেন এবং নিজের কামীস তাহাকে পরাইয়া দিলেন।

ইমাম বোখারী (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন, আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে কবরে প্রবেশ করাইবার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তাহাকে কবর হইতে বাহির করিতে বলিলেন। তারপর নিজের হাঁটুদ্বয়ের উপর রাখিয়া তাহার শরীরে নিজের থুথু ছিটাইয়া দিলেন ও তাহাকে নিজের কামীস পরাইয়া দিলেন। (ইবনে কাছির)

এক ইহুদীর জাদুর ঘটনা

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বলেন, এক ইহুদী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জাদু করিয়াছিল। এই কারণে তিনি অনেকদিন অসুস্থ ছিলেন। তারপর জিব্রাঈল (আঃ) আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিলেন যে, আপনাকে এক ইহুদী জাদু করিয়াছে। (চুলের মধ্যে) গিরা দিয়া অমুক কূপের ভিতর ফেলিয়াছে। কাহাকেও পাঠাইয়া তাহা উঠাইয়া লইয়া আসুন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)কে পাঠাইলেন। তিনি উহা বাহির করিয়া আনিলেন ও গিরাগুলি খুলিয়া ফেলিলেন। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ সুস্থ হইয়া উঠিলেন যেন বাঁধন মুক্ত হইলেন। তারপর তিনি সেই ইহুদীকে এই বিষয়ে কোনদিন কিছু বলেন নাই এবং মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার চেহারায় এই কারণে কোন প্রকার অসন্তুষ্টির ভাবও সে দেখিতে পায় নাই।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর জাদু করা হইলে তাঁহার অবস্থা এরূপ হইল যে, তাঁহার

www.BANGLAKITAB.com

মনে হইত যেন তিনি তাঁহার স্ত্রীগণের নিকট গিয়াছেন, অথচ তিনি তাহাদের নিকট যান নাই। বর্ণনাকারী সুফিয়ান (রহঃ) বলেন, এরূপ অবস্থা অত্যন্ত কঠিন জাদুর প্রভাবে হইয়া থাকে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রাঃ)কে বলিলেন, হে আয়েশা, তুমি জান কি? আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট যে দোয়া করিয়া ছিলাম তিনি তাহা কবুল করিয়াছেন। আমার নিকট (স্বপ্নে) দুই ব্যক্তি আসিয়াছে। একজন আমার শিয়রের দিকে ও অপর জন পায়ের দিকে বসিয়াছে। যে ব্যক্তি আমার শিয়রে বসিয়াছিল সে অপরজনকে জিজ্ঞাসা করিল, এই ব্যক্তির কি হইয়াছে? অপর ব্যক্তি জবাব দিল, জাদু করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, কে জাদু করিয়াছে? জবাব দিল, লাবীদ ইবনে আ'সম। উক্ত ব্যক্তি ইহুদীদের মিত্র ও বনু যুরাইক গোত্রের মুনাফিক ছিল। জিজ্ঞাসা করিল, কিসের মধ্যে? জবাব দিল, চিরুনী ও চুলের মধ্যে। জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় আছে? জবাব দিল, নরখেজুরের খোলের ভিতর যারওয়ান কূপের তলায় পাথরের নীচে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, তিনি উক্ত কূপের নিকট যাইয়া উহা বাহির করিয়া আনিলেন। এবং বলিলেন, ইহাই সেই কূপ যাহা আমাকে স্বপ্নে দেখানো হইয়াছে। উহার পানি যেন মেহদি গোলা পানি। চার পাশে খেজুর বৃক্ষগুলি যেন ভূতের মাথা। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, আপনি (উক্ত ব্যক্তির নাম ও তাহার জাদুর কথা) কেন প্রচার করিয়া দেন না? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে শেফা দান করিয়াছেন। আমি কাহারো বিরুদ্ধে ফেৎনা সৃষ্টি করিতে চাহি না। (আহমদ)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, ছয় মাস যাবৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা এরূপ হইয়াছিল যে, তাঁহার মনে হইত তিনি স্ত্রীগণের নিকট গিয়াছেন অথচ যান নাই। অতঃপর দুই ফেরেশতা আসিলেন। পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীসের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে।

এক ইহুদী মেয়েলোকের বিষ মিশ্রিত বকরির ঘটনা

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ইহুদী মেয়েলোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিষমিশ্রিত

একটি ভুনা বকরি লইয়া আসিল। তিনি উহা হইতে কিছু খাইলেন। তারপর তাহাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ধরিয়া আনা হইলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। মেয়ে লোকটি বলিল, আপনাকে মারিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে আমি এই কাজ করিয়াছি। তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে আমার উপর অথবা বলিয়াছেন—এই কাজের উপর ক্ষমতা প্রদান করেন নাই। সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, আমরা ইহাকে কতল করিয়া দিব কি? তিনি বলিলেন, না। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আল্‌জিভের উপর সর্বদাই এই বিষের প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করিয়াছি। (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম বাইহাকী (রহঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক ইহুদী মেয়েলোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি বিষমিশ্রিত বকরি হাদিয়া দিল। তিনি সাহাবা (রাঃ)দিগকে বলিলেন, তোমরা খাইও না। ইহা বিষযুক্ত। তিনি মেয়েলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন এই কাজ করিলে? সে বলিল, আমার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যদি আপনি নবী হইয়া থাকেন তবে আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে জানাইয়া দিবেন। আর যদি মিথ্যাবাদী হইয়া থাকেন তবে লোকজনকে আপনার (ধোঁকাবাজি) হইতে নিস্কৃতি দিব। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে কোন প্রকার শাস্তি দিলেন না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হাদীসে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই সেই বিষের ক্রিয়া অনুভব করিতেন, শরীর মুবারক হইতে রক্ত নিঃসারণ করাইতেন। তিনি বলেন, একবার সফরে থাকা অবস্থায় যখন এহরাম বাঁধিলেন তখন উহার ক্রিয়া অনুভব করিলেন এবং রক্ত নিঃসারণ করাইলেন। (আহমাদ)

ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, খাইবার নিবাসিনী এক ইহুদী মেয়েলোক একটি ভুনা বকরি বিষ মাখাইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাদিয়া দিল। তিনি উহার সম্মুখের পা লইয়া সামান্য খাইলেন। এবং তাহার সহিত সাহাবা (রাঃ)দের মধ্য হইতেও কেহ কেহ খাইলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.BANGLAKITAB.com

ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা হাত উঠাইয়া লও। এবং মেয়েলোকটিকে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি এই বকরিতে বিষ মাখাইয়াছ? মেয়েলোকটি বলিল, আপনাকে কে বলিয়াছে? বলিলেন, আমার হাতের এই টুকরা আমাকে বলিয়া দিয়াছে। তাঁহার হাতে সম্মুখের একটি পা ছিল। সে বলিল, হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এরূপ কেন করিলে? সে বলিল? আমি ভাবিলাম, যদি আপনি নবী হইয়া থাকেন তবে উহা আপনার ক্ষতি করিতে পারিবে না। আর যদি নবী না হইয়া থাকেন তবে আমরা আপনার হাত হইতে নিস্কৃতি লাভ করিব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন, কোন শাস্তি দিলেন না। আর যাহারা উহা হইতে খাইয়াছিলেন তাহাদের মধ্য হইতে কয়েকজন মারা গেলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই বিষাক্ত বকরি খাওয়ার দরুন কাঁধ হইতে রক্ত নিঃসারণ করাইলেন। আনসারী গোত্র বনু বায়াদা–র গোলাম হযরত আবু হিন্দ (রাঃ) শিঙ ও ছুরি দ্বারা তাঁহার রক্ত নিঃসারণ করিয়াছেন।

হযরত আবু সালামা (রাঃ) হইতেও ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, তবে উহাতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, (বিষক্রিয়ার দরুন) হযরত বিশ্‌র ইবনে বারা ইবনে মা'রূর (রাঃ) মারা গেলেন। এই হাদীসে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশে মেয়ে লোকটিকে কতল করা হইয়াছে। (আবু দাউদ)

ইবনে ইসহাক (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, মারওয়ান ইবনে ওসমান ইবনে আবু সাঈদ ইবনে মুআল্লা (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু রোগের সময় বিশ্‌র ইবনে বারা (রাঃ)এর বোন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, হে উম্মে বিশ্‌র, খাইবারে তোমার ভাইয়ের সহিত যে লোকমা খাইয়াছিলাম, এখন উহার (বিষক্রিয়ার) দরুন হৃদপিণ্ডের রগ ছিড়িয়া গিয়াছে মনে হইতেছে। বর্ণনাকারী বলেন, সাহাবা (রাঃ)দের ধারণা ইহাই ছিল যে, আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেরূপ নবুওতের দ্বারা সম্মানিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শাহাদাতের মৃত্যুও দান করিয়াছেন।

কতল করিবার এরাদাকারীকে ক্ষমা

হযরত জা'দাহ্ ইবনে খালেদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভুড়িওয়ালা এক ব্যক্তিকে দেখিয়া হাত দ্বারা তাহার ভুড়ির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, ইহা এইখানে না হইয়া অন্য জায়গায় হইলে তোমার জন্য ভাল হইত। (অর্থাৎ টাকা–পয়সা দ্বারা উদর পূর্ণ না করিয়া তাহা আল্লাহর রাহে খরচ করিলে ভাল হইত।) হযরত জা'দাহ (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক ব্যক্তিকে হাযির করা হইল এবং বলা হইল যে, এই ব্যক্তি আপনাকে কতল করিবার ইচ্ছা করিয়াছে। তিনি বলিলেন, ঘাবড়াইও না, যদি তুমি এই ইচ্ছা পোষণ করিয়াও থাক তথাপি আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে আমার উপর ক্ষমতা দেন নাই। (আহমাদ)

হুদাইবিয়ার ঘটনায় ধৈর্য

হযরত আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন যে, হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন তানঈম পাহাড়ের দিক হইতে মক্কার আশি জন সশস্ত্র লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ)দের উদ্দেশ্যে নামিয়া আসিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অতর্কিত হামলা করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে দোয়া করিলেন। সুতরাং সকলেই গ্রেফতার হইয়া গেল। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলেন। আর এই আয়াত নাযিল হইল—

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ ঃ "আর তিনিই তাহাদের হস্ত তোমাদিগ হইতে, আর তোমাদের হস্ত তাহাদিগ হইতে প্রতিরুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন মক্কার সরেযমীনে. তাহাদিগকে তোমাদের আয়ত্তে আনিয়া দেওয়ার পর ;"

ইমাম আহমাদ ও নাসায়ী (রহঃ) হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্ফাল (রাঃ) হইতে উক্ত বিষয়ে দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে এইরূপ বর্ণিত আছে

WWW.BANGLAKITAB.COM

যে, এমতাবস্থায় তিরিশ জন সশস্ত্র যুবক আমাদের সম্মুখে বাহির হইয়া আসিল এবং আক্রমণ করিয়া বসিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করিলেন, আর আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদিগকে বধির করিয়া দিলেন। আমরা অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে গ্রেফতার করিয়া ফেলিলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা কি কাহারো দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া আসিয়াছ? অথবা বলিয়াছেন, কেহ কি তোমাদিগকে আমান বা নিরাপত্তা দিয়াছে? তাহারা বলিল, না। সুতরাং তিনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। উক্ত বিষয়ে এই আয়াত নাযিল হইল—

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ .... الآيَة

দৌস গোত্রের ব্যাপারে ধৈর্য

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, তোফায়েল ইবনে আমর দৌসী (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলেন, দৌসগোত্র নাফরমানী করিয়াছে ও (ইসলাম গ্রহণ করিতে) অস্বীকার করিয়াছে, আপনি তাহাদের জন্য বদ দোয়া করুন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবলামুখী হইয়া হাত উঠাইলেন। লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল, তাহারা ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে। তিনি দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ্, দৌস গোত্রকে হেদায়াত দান করুন ও তাহাদিগকে লইয়া আসুন। আয় আল্লাহ্, দৌস গোত্রকে হেদায়াত দান করুন ও তাহাদিগকে লইয়া আসুন। আয় আল্লাহ্, দৌস গোত্রকে হেদায়াত দান করুন ও তাহাদিগকে লইয়া আসুন। (বুখারী ও মুসলিম)

সাহাবা (রাঃ)দের ধৈর্য

হযরত আলী (রাঃ)এর বর্ণনা

আবূ যা'রা (রহঃ) বলেন, হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) বলিতেন, আমি ও আমার উৎকৃষ্ট স্ত্রীগণ এবং আমার নেক পরিবারবর্গ অপ্রাপ্ত বয়সে সর্বাধিক ধৈর্যশীল ও প্রাপ্ত বয়সে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী। আমাদের দ্বারাই আল্লাহ্ তাআ'লা মিথ্যাকে দূরীভূত করেন, জলাতঙ্কের ন্যায় হিংস্র ব্যাঘ্র সম (দুশমনদের)

দাঁত ভাঙ্গেন, তোমাদের লুণ্ঠিত জিনিস ফিরাইয়া দেন ও তোমাদের গর্দানের গোলামীর রশি মুক্ত করেন। আমাদের দ্বারাই আল্লাহ্ তায়ালা উন্মুক্ত করেন ও বন্ধ করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর ধৈর্য

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)এর উক্তি পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, উপস্থিত জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তায়, এলম ও ধৈর্যে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) অপেক্ষা অধিক আমি আর কাহাকেও দেখি নাই।

মায়া মমতা ও দয়া

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মমতা

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি যখন নামায আরম্ভ করি আমার ইচ্ছা হয় নামায দীর্ঘ করি। কিন্তু যখন কোন শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনিতে পাই তখন তাহার কান্নার দরুন মায়ের ব্যাকুলতা উপলব্ধি করিয়া নামায সংক্ষেপ করিয়া ফেলি। (বুখারী ও মুসলিম)

এক ব্যক্তির প্রশ্ন ও উহার জবাব

ইমাম মুসলিম (রহঃ) হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করিল, আমার (মৃত) পিতা কোথায়? তিনি উত্তর দিলেন, জাহান্নামে। তারপর তাহার চেহারার ভাব পরিলক্ষণ করিয়া বলিলেন, আমার পিতা ও তোমার পিতা (উভয়েই) জাহান্নামে। (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতা–মাতা সম্পর্কে কোনরূপ মন্তব্য না করিয়া নিরব থাকা উচিত। কারণ কোন কোন রেওয়ায়াতে তাহাদের বেহেশতী হওয়ার বিষয় উল্লেখ রহিয়াছে। আবার কোন রেওয়ায়াতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, কেয়ামতের দিন তাহাদের পরীক্ষা লওয়া হইবে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।)

www.BANGLAKITAB.com

এক বেদুঈনের ঘটনা

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক আরব বেদুঈন কোন ব্যাপারে সাহায্য লইবার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিল। বর্ণনাকারী ইকরামা (রহঃ) বলেন, আমার ধারণা হয় হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, সে রক্ত–বিনিময় আদায়ের ব্যাপারে সাহায্য চাহিতে আসিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি তোমার প্রতি এহ্সান করিয়াছি? সে বলিল, না, এবং সদ্ব্যবহারও করেন নাই। (ইহা শুনিয়া) কতিপয় মুসলমান রাগান্বিত হইলেন ও তাহাকে মারিতে ইচ্ছা করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে ইঙ্গিতে ক্ষান্ত হইতে বলিলেন। তারপর যখন তিনি উঠিয়া ঘরে গেলেন তখন উক্ত বেদুঈনকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি আমাদের নিকট চাহিতে আসিয়াছ এবং আমরা তোমাকে দিয়াছি। অতঃপর তুমি যাহা বলিবার বলিয়াছ। ইহা বলিয়া তিনি তাহাকে আরও কিছু দিলেন এবং বলিলেন, আমি কি তোমার প্রতি এহসান করিয়াছি? সে বলিল, হাঁ, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে আমার খান্দান ও পরিবারবর্গের পক্ষ হইতে উত্তম বিনিময় দান করুন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি আমাদের নিকট চাহিতে আসিয়াছ এবং আমরা তোমাকে দিয়াছি, অতঃপর তুমি যাহা বলিবার বলিয়াছ। তোমার এই কথার দরুন আমার সাহাবাদের অন্তরে তোমার প্রতি অসন্তোষ সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব তুমি যখন তাহাদের নিকট যাইবে তখন তাহাদের সম্মুখে এই কথাগুলি বলিয়া দিও যাহা আমার সম্মুখে বলিয়াছ। ইহাতে তাহাদের মনের অসন্তোষ দূর হইয়া যাইবে। সে বলিল, হাঁ, বলিব। তারপর যখন বেদুঈন আসিল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের এই ব্যক্তি আমাদের নিকট আসিয়া কিছু চাহিয়াছিল এবং আমরা তাহাকে দিয়াছিলাম, অতঃপর সে যাহা বলিবার বলিয়াছে। আমরা তাহাকে পরে ডাকিয়া আবার দিয়াছি। এখন সে বলিতেছে যে, সন্তুষ্ট হইয়াছে। হে বেদুঈন, এমন নহে কি? সে বলিল, হাঁ, আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে (আমার) পরিবারবর্গ ও খান্দানের পক্ষ হইতে উত্তম বিনিয়ম দান করুন। তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার ও এই বেদুঈনের

উদাহরণ সেই ব্যক্তির ন্যায় যাহার একটি উট ছিল। উটটি উগ্র হইয়া পালাইল। লোকজন উহার পিছনে ধাওয়া করিল, কিন্তু তাহারা যতই চেষ্টা করিল উহার অবাধ্যতা বাড়িয়াই চলিল। পরিশেষে উটের মালিক বলিল, তোমরা আমার ও উটের মধ্য হইতে সরিয়া যাও। আমি উহার প্রতি অধিক মমতা রাখি ও ইহাকে অধিক জানি। সে উহার দিকে ফিরিয়া যমীন হইতে কিছু অপক্ক খেজুর লইয়া বাড়াইয়া ধরিল এবং উহাকে ডাকিল, উট আগাইয়া আসিল ও বাধ্য হইয়া গেল। সে উহার পিঠে হাওদা বাঁধিয়া চড়িয়া বসিল। অতএব যখন সে যাহা বলিবার বলিল তখন যদি আমি তোমাদের কথা মত কাজ করিতাম তবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করিত। (ইবনে কাছির)

সাহাবা(রাঃ)দের মায়ামমতা

আস্মুয়ী (রহঃ) বলেন, লোকেরা হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)কে অনুরোধ করিলেন যে, তিনি যেন হযরত ওমর (রাঃ)কে তাহাদের জন্য কোমল ও নরম হইতে বলেন। কারণ ঘরের কোণে কুমারী মেয়েগণ পর্যন্ত তাঁহার ভয়ে ভীত। হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ) এই বিষয়ে তাঁহাকে জানাইলে তিনি বলিলেন, আমি তাহাদের জন্য এই কঠোরতা ব্যতীত কোন উপায় দেখিনা। কিন্তু খোদার ক্বসম, এতদ সত্ত্বেও তাহাদের জন্য আমার অন্তরে যে পরিমাণ স্নেহ–দয়া–মায়া রহিয়াছে তাহা যদি তাহারা জানিতে পারিত তবে আমার ঘাড়ের এই চাদর টানিয়া লইয়া যাইত। (মুনতাখাবুল কান্য)

শরম ও লজ্জা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লজ্জা

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ)এর বর্ণনা

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরদানশীন কুমারী মেয়ে অপেক্ষা অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। অপর রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত হইয়াও বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি যখন কোন জিনিষ অপছন্দ করিতেন তাঁহার চেহারায় উহার ভাব পরিলক্ষিত হইত। (বিদায়াহ)

হযরত আনাস (রাঃ) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তবে উহাতে ইহাও

www.BANGLAKITAB.com

বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, লজ্জা সম্পূর্ণই মঙ্গলময়।

কাহারো মুখের উপর দোষ বলিতে লজ্জা

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির শরীরে হলুদ রং দেখিয়া উহা অপছন্দ করিলেন। সে ব্যক্তি উঠিয়া চলিয়া গেলে তিনি বলিলেন, তোমরা যদি এই ব্যক্তিকে এই হলুদ রং ধুইয়া ফেলিতে বলিতে তবে ভাল হইত। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, কোন জিনিষ অপছন্দ হইলে তিনি কাহারও মুখের উপর উহা বলিতেন না। (তিরমিযী, নাসাঈ)

হযরত আয়েশা (রাঃ)এর বর্ণনা

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাহারো কোন দোষত্রুটি জানিতে পারিলে এরূপ বলিতেন না যে, ওমুকের কি হইয়াছে? বরং বলিতেন, লোকদের কি হইয়াছে যে, তাহারা এরূপ এরূপ বলিতেছে? অপর রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লজ্জাস্থানের প্রতি কখনও দৃষ্টি করি নাই,—অথবা বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লজ্জাস্থান কখনও দেখি নাই। (তিরমিযী)

সাহাবা (রাঃ)দের লজ্জা

হযরত ওসমান (রাঃ)এর লজ্জা

হযরত সাঈদ ইবনে আস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী—হযরত আয়েশা ও হযরত ওসমান (রাঃ) উভয়েই বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ বিছানায় হযরত আয়েশা (রাঃ)এর চাদর জড়াইয়া শুইয়া ছিলেন। এমতাবস্থায় হযরত আবু বকর (রাঃ) ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন তিনি শয়ন অবস্থায়ই তাহাকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। তিনি (ভিতরে আসিয়া) নিজের প্রয়োজন

সমাধা করিয়া চলিয়া গেলেন। তারপর হযরত ওমর (রাঃ) অনুমতি চাহিলেন। তাহাকেও একই অবস্থায় থাকিয়া অনুমতি দিলেন। তিনি নিজ প্রয়োজন সমাধা করিয়া চলিয়া গেলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি অনুমতি চাহিলে তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং (হযরত আয়েশা (রাঃ)কে) বলিলেন, তোমার কাপড় সামলাইয়া বস। আমি আমার প্রয়োজন সমাধা করিয়া চলিয়া আসিলাম। অতঃপর হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, কি ব্যাপার! আমি আপনাকে আবু বকর ও ওমরের জন্য এরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিতে দেখিলাম না যেরূপ ওসমানের জন্য দেখিলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ওসমান অত্যন্ত লাজুক ব্যক্তি। আমার আশঙ্কা হইল যে, যদি উক্ত অবস্থায় তাহাকে অনুমতি প্রদান করি তবে সে প্রয়োজনীয় কার্য সমাধা করিতে সক্ষম হইবে না। (আহমাদ)

লাইস (রহঃ) বলিয়াছেন, বহুলোক ইহা বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রাঃ)কে বলিলেন, আমি কি তাহাকে লজ্জা করিব না যাহাকে ফেরেশতাগণ লজ্জা করেন?

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসিয়াছিলেন, এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁহার পিছনে ছিলেন। এমতাবস্থায় হযরত আবু বকর (রাঃ) অনুমতি চাহিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তারপর হযরত ওমর (রাঃ) অনুমতি চাহিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পর হযরত সাদ ইবনে মালেক (রাঃ) অনুমতি চাহিয়া প্রবেশ করিলেন। অতঃপর হযরত ওসমান (রাঃ) অনুমতি লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাটু খুলিয়া কথা-বার্তা বলিতেছিলেন। কিন্তু যখন হযরত ওসমান (রাঃ) অনুমতি চাহিলেন তখন তিনি হাটু ঢাকিয়া লইলেন এবং তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, পিছনে সরিয়া বস। তাহারা কিছু সময় কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন। তারপর হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লাহ্র নবী, আমার পিতা ও তাহার সঙ্গীগণ যখন প্রবেশ করিলেন তখন আপনি কাপড় দ্বারা হাটু ঢাকিলেন না এবং আমাকেও পিছনে সরাইলেন না। (কিন্তু যখন ওসমান প্রবেশ করিলেন তখন হাটু ঢাকিলেন ও আমাকে পিছনে সরাইয়া দিলেন। কারণ কি?) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন,

www.BANGLAKITAB.com

আমি কি তাহাকে লজ্জা করিব না যাহাকে ফেরেশতাগণ লজ্জা করেন? সেই পাক যাতের ক্বসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয় ফেরেশতাগণ ওসমানকে এরূপ লজ্জা করেন যেরূপ তাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে লজ্জা করেন। সে যখন প্রবেশ করিয়াছে তখন যদি তুমি আমার কাছে থাকিতে তবে বাহির হইয়া যাওয়া পর্যন্ত না সে কথা বলিতে পারিত, আর না মাথা উঠাইতে পারিত। (বিদায়াহ)

হযরত হাসান (রাঃ) একবার হযরত ওসমান (রাঃ) ও তাঁহার অত্যাধিক লজ্জাশীলতার কথা আলোচনা করিয়া বলিলেন, তিনি যদি ঘরের ভিতর থাকেন, আর দরজা বন্ধ থাকে তথাপি শরীরে পানি ঢালিবার জন্য কাপড় খোলেন না। এমতাবস্থায়ও লজ্জা তাঁহাকে মেরুদণ্ড সোজা করিতে বাধা দেয়।

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর লজ্জা

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা আল্লাহ্কে শরম কর। আল্লাহ তায়ালার প্রতি শরমের দরুন আমি বাইতুল খালায় মাথা ঢাকিয়া প্রবেশ করি। (কান্য)

হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রাঃ)এর লজ্জা

হযরত সাদ ইবনে মাসউদ ও ওমারাহ ইবনে গুরাব (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমার স্ত্রী আমার সতর দেখুক আমি উহা পছন্দ করি না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কেন? তিনি বলিলেন, আমার লজ্জা লাগে ও খারাপ লাগে। বলিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা তাহাকে তোমার জন্য পোষাক স্বরূপ ও তোমাকে তাহার জন্য পোষাক স্বরূপ বানাইয়াছেন। আর আমার পরিবার আমার সতর দেখে এবং আমি তাহাদের সতর দেখি। হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, আপনি এরূপ করেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বলিলেন, হাঁ। ওসমান (রাঃ) বলিলেন, তবে আর কে বাকি থাকিবে। তিনি ফিরিয়া চলিলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইবনে মাযউন অত্যাধিক লাজুক ও পর্দাশীল।

হযরত আবু মূসা (রাঃ)এর লজ্জা

আবু মিজলায (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি অন্ধকার ঘরে গোসল করিলেও আমার রব্বের প্রতি শরমের দরুন কাপড় পারিধান না করিয়া সোজা হইতে পারি না।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু মূসা (রাঃ) অন্ধকার ঘরে গোসল করিলেও কাপড় পরিধান করা পর্যন্ত কুঁজ হইয়া, পিঠ ঝুঁকাইয়া বসিয়া থাকেন—সোজা হইয়া দাঁড়ান না।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) ঘুমাইবার সময় সতর খুলিয়া যাওয়ার আশঙ্কায় কয়েকটি কাপড় পরিধান করিয়া শয়ন করেন।

ওবাদাহ্ ইবনে নুসাই (রহঃ) বলেন, হযরত আবু মূসা (রাঃ) একদল লোককে দেখিলেন, তাহারা পানির ভিতর লুঙ্গীবিহীন দাঁড়াইয়া থাকে। তিনি বলিলেন, আমার নিকট এইরূপ করা অপেক্ষা একবার মরিয়া আবার যিন্দা হই, আবার মরিয়া পুনরায় যিন্দা হই, আবার মরিয়া আবার যিন্দা হই অধিক প্রিয়। (আবু নুআঈম)

হযরত আশাজ্জ (রাঃ)এর লজ্জা

আশাজ্জ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, তোমার মধ্যে এমন দুইটি স্বভাব আছে যাহাকে আল্লাহ তায়ালা ভালবাসেন। আমি বলিলাম, সেই দুইটি কি? তিনি বলিলেন, ধৈর্য ও শরম। আমি বলিলাম, উহা কি আমার মধ্যে পূর্ব হইতেই বিদ্যমান আছে, না অধুনা পরিলক্ষিত হইতেছে? তিনি বলিলেন, না, বরং পুরাতন স্বভাব। আমি বলিলাম, সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালার জন্য, যিনি আমাকে এমন দুই স্বভাবের উপর পয়দা করিয়াছেন, যাহা তিনি ভালবাসেন। (মুনতাখাবুল কান্য)

বিনয়

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিনয়

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন যে, একদা জিব্রাঈল (আঃ) নবী

www.BANGLAKITAB.com

করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসিয়া আসমানের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, একজন ফেরেশতা অবতরণ করিতেছেন। জিব্রাঈল (আঃ) বলিলেন, এই ফেরেশতা তাহার সৃষ্টিলগ্ন হইতে এ যাবৎ কখনও অবতরণ করেন নাই। উক্ত ফেরেশতা অবতরণ করিয়া বলিলেন, হে মুহাম্মাদ, আমাকে আপনার পরওয়ারদিগার (এই পয়গাম দিয়া) আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন যে, আমি কি আপনাকে বাদশাহ নবী বানাইব, না বান্দা রাসূল বানাইব? জিব্রাঈল (আঃ) বলিলেন, হে মুহাম্মাদ, আপনি আপনার পরওয়ারদিগরের প্রতি বিনয়ী হউন। তিনি বলিলেন, বরং বান্দা রাসূল (হইতে চাহি)।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে উক্ত রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও ঠেস দিয়া বসিয়া খান নাই। এবং তিনি বলিতেন, আমি এমনভাবে খাই যেমন গোলাম খায়, এমনভাবে বসি যেমন গোলাম বসে। (আহমাদ)

হযরত আবু উমামাহ (রাঃ)এর বর্ণনা

আবু গালিব (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবু উমামাহ (রাঃ)কে বলিলাম, আমার নিকট এমন হাদীস বর্ণনা করুন, যাহা আপনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছেন। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা–বার্তা হইত কোরআন। অধিক পরিমাণে যিকির করিতেন। খোতবা সংক্ষেপ করিতেন। নামায দীর্ঘ করিতেন। মিসকীন ও দুর্বলদের প্রয়োজনে তাহাদের সহিত যাইতে ঘৃনা বা অহঙ্কার বোধ করিতেন না। (তাবরানী)

হযরত আনাস (রাঃ)এর বর্ণনা

হযরত আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক পরিমাণে যিকির করিতেন। বেহুদা কথা বলিতেন না। গাধার পিঠে সওয়ার হইতেন ও পশমের কাপড় পরিধান করিতেন। গোলামের দাওয়াত গ্রহণ করিতেন। তুমি যদি তাঁহাকে খাইবারের যুদ্ধের দিন দেখিতে! সেদিন তিনি গাধার পিঠে সওয়ার হইয়াছিলেন, উহার লাগাম খেজুর ছালের রশি ছিল। (বিদায়াহ)

অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত আনাস (রাঃ) হইতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি অসুস্থকে দেখিতে যাইতেন ও জানাযায় শরীক হইতেন।

অন্যান্য সাহাবা(রাঃ)দের বর্ণনা

হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাধার পিঠে চড়িতেন। পশমের কাপড় পরিধান করিতেন। দুই উরুর মাঝে বকরির পা আঠকাইয়া দুধ দোহন করিতেন। মেহমানের আরজু পূরণ করিতেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি মাটির উপর বসিতেন, মাটির উপর খাইতেন। দুই উরুর মাঝে বকরির পা আটকাইয়া দুধ দোহন করিতেন। গোলামের যবের রুটির দাওয়াত গ্রহণ করিতেন। অপর রেওয়ায়াতে আছে যে, যদি মদীনার উঁচু প্রান্ত হইতে কেহ তাঁহাকে অর্ধ রাত্রিতেও যবের রুটির দাওয়াত দিত তবে তিনি তাহা গ্রহণ করিতেন। (মদীনার এই উঁচু প্রান্তের দূরত্ব চার হইতে আট মাইল।)

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, যবের রুটির সহিত পুরাতন তৈলের দাওয়াতও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রহণ করিতেন। এক ইহুদির নিকট তাঁহার একটি যুদ্ধের বর্ম বন্ধক ছিল। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি উহা ফেরৎ লইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। (তাবরানী)

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনবার ডাকিল, তিনি প্রতিবারই লাব্বায়েক, লাব্বায়েক বলিয়া জবাব দিলেন। (কান্য)

একজন মেয়েলোকের ঘটনা

হযরত আবু উমামাহ্ (রাঃ) বলেন, একজন মেয়েলোক পুরুষদের সহিত ফাহেশা–অশ্লীল কথা বলিত। অত্যন্ত মুখ–খারাপ ছিল। একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি উঁচু ঘরে বসিয়া সারীদ (শুরুয়ায় ভিজানো রুটি বিশেষ) খাইতেছিলেন। এমন সময় সেই মেয়েলোকটি সেখানে আসিয়া

www.BANGLAKITAB.com

বলিল, দেখ, গোলামের ন্যায় বসে ও গোলামের ন্যায় খায় ! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার অপেক্ষা বড় গোলাম কে আছে? সে বলিল, নিজে খায়, আমাকে খাওয়ায় না। তিনি বলিলেন, তুমিও খাও। সে বলিল, আমাকে আপনার হাতে দিন। তিনি দিলেন। সে বলিল, আপনার মুখে যাহা আছে তাহা হইতে আমাকে খাওয়ান। তিনি তাহাকে দিলে সে উহা খাইল। তৎক্ষণাৎ তাহার মধ্যে লজ্জা প্রবল হইয়া গেল। মৃত্যু পর্যন্ত সে আর কাহারো সহিত ফাহেশা–অশ্লীল কথা বলে নাই। (তাবরানী)

অপর এক ব্যক্তির ঘটনা

হযরত জরীর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে আসিল এবং কাঁপিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, তুমি শান্ত হও, আমি কোন বাদশাহ্ নহি। আমি তো এক কোরাইশী মেয়ের ছেলে যে শুকনা গোসতের টুকরা (এর ন্যায় সাধারণ খাদ্য) খাইত। (তাবারানী)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত কথা বলিতে আসিয়া কাঁপিতে লাগিল। বাকী অংশ উপরোক্ত রেওয়ায়াত অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে। (বিদায়াহ)

হযরত আমের ইবনে রাবিয়াহ (রাঃ) বলেন, একবার আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মসজিদে যাইতেছিলাম। তাঁহার জুতার ফিতা ছিড়িয়া গেলে আমি উহা ঠিক করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে উঠাইয়া লইলাম। তিনি উহা আমার হাত হইতে কাড়িয়া লইলেন এবং বলিলেন, ইহা এক রকম স্বাতন্ত্র্য। আর আমি স্বাতন্ত্র্য পছন্দ করি না। (বায্যার)

সঙ্গীদের মাঝে সাধারণ হইয়া থাকা

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে জুবাইর খুযায়ী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় সাহাবা (রাঃ)দের সহিত হাঁটিতেছিলেন। কেহ কাপড় দ্বারা তাঁহাকে ছায়া দিল। তিনি ছায়া দেখিয়া উপরে দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, একখানা চাদর দ্বারা তাঁহাকে ছায়া দেওয়া

হইয়াছে। তিনি বলিলেন, রাখ, এবং কাপড়টি ধরিয়া নামাইয়া দিলেন। তারপর বলিলেন, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতদিন আমাদের মাঝে জীবিত থাকিবেন তাহা জানিবার উদ্দেশ্যে বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্, ছায়ার জন্য যদি একটা ছাপড়া ঘর উঠাইয়া লইতেন। তিনি বলিলেন, আমি তো এইভাবে তাহাদের মাঝেই থাকিব। তাহারা আমার গোড়ালি মাড়াইবে, চাদর টানাটানি করিবে, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদের হইতে আমাকে শান্তি দান করেন।

অপর রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে কতদিন বিদ্যমান থাকিবেন তাহা আমি অবশ্যই জানিয়া লইব। সুতরাং তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি দেখিতেছি, লোকরা আপনাকে কষ্ট দেয়, তাহাদের ধুলা বালির দ্বারা আপনার কষ্ট হয়। অতএব আপনি যদি একটা উঁচু আসন বানাইয়া তথায় বসিয়া লোকদের সহিত কথা বলিতেন? তিনি উপরোক্ত জবাব দিলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, ইহা দ্বারা আমি বুঝিতে পারিলাম যে, আমাদের মাঝে তাঁহার অবস্থান স্বল্পকাল হইবে।

ঘরোয়া জীবনে বিনয়

আসওয়াদ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে আসিয়া কি কাজ করিতেন? তিনি উত্তর দিলেন, নিজ পরিবারের খেদমতে মশগুল থাকিতেন এবং নামাযের সময় হইলে বাহির হইয়া নামায আদায় করিতেন।

ওরওয়া (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ঘরে কাজ করিতেন? তিনি বলিলেন, হাঁ, নিজের জুতায় তালি লাগাইতেন, কাপড় সেলাই করিতেন––যেমন তোমাদের মধ্যে কেহ ঘরে কাজ করিয়া থাকে।

আমরাহ্ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম,

WWW.BANGLAKITAB.COM

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে কি কাজ করিতেন? তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য মানুষের মতই একজন মানুষ ছিলেন। নিজের কাপড় হইতে উকুন বাছিতেন, বকরি দোহন করিতেন এবং নিজের কাজ নিজেই করিতেন। (বিদায়াহ)

যে সকল কাজ নিজ দায়িত্বে সমাধা করিতেন

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের অযূর পানি ও সদ্কার দায়িত্ব অন্য কাহারো উপর ন্যস্ত করিতেন না, বরং এই সকল কার্য নিজ দায়িত্বে স্বয়ং সমাধা করিতেন।

হযরত জাবের ও হযরত আনাস (রাঃ)এর বর্ণনা

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার অসুস্থাবস্থায় আমাকে দেখিতে আসিলেন। কিন্তু তিনি না গাধায় চড়িয়া আসিলেন, আর না কোন তুর্কি ঘোড়ায় চড়িয়া আসিলেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরাতন হাওদায় চড়িয়া হজ্ব করিয়াছেন, যাহার উপর একটি পুরাতন চাদর বিছানো ছিল। চাদরটির দাম চার দিরহামও হইবে না। তথাপি তিনি বলিতেছিলেন, আয় আল্লাহ এই হজ্বকে রিয়া ও নাম–শোহরত মুক্ত হজ্ব করুন।

মক্কা বিজয়ের দিন বিনয়

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিজয়ের দিন যখন মক্কা শহরে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন মক্কার লোকজন উঁচু ঘর বাড়ী হইতে তাঁহাকে দেখিতেছিল। আর তিনি বিনয় প্রকাশার্থে হাওদার উপর মস্তক (অবনত করিয়া) রাখিয়াছিলেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শহরে এরূপে প্রবেশ করিতেছিলেন যে, বিনয়ের দরুন তাঁহার চিবুক হাওদার সহিত লাগিয়াছিল।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবি বকর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যি তুয়া নামক স্থানে পৌঁছিলেন, ইয়ামানী লাল চাদরের অংশ বিশেষ দ্বারা মস্তক ও চেহারা মুবারক ঢাকিয়া নিজ বাহনের উপর অবস্থান করিলেন, এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে যে এই বিজয় দ্বারা সম্মানিত করিলেন, উহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ্র প্রতি বিনয় প্রকাশে এমনভাবে মস্তক অবনত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার দাড়ি মোবারক হাওদার মধ্যস্থান ছুইবার উপক্রম হইতেছিল। (বিদায়াহ)

নিজের জিনিস নিজে বহন করা

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বাজারে গেলাম। তিনি কাপড় বিক্রেতাদের নিকট বসিলেন এবং চার দিরহামের একটি পায়জামা খরিদ করিলেন। বাজারওয়ালাদের একজন (দেরহাম ও দীনার) ওজনকারী ছিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, ওজন কর ও ঝুঁকাইয়া কর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়জামাটি লইলেন। আমি তাঁহার পায়জামাটি বহন করিতে চাহিলাম, তিনি বলিলেন, কেহ দুর্বল হওয়ার দরুন অপারগ হইলে তাহার অপর মুসলমান ভাই তাহাকে সাহায্য করিতে পারে। অন্যথায় যাহার জিনিষ সেই বহন করিবার অধিক হক রাখে। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আপনি পায়জামা পরিধান করিবেন? তিনি বলিলেন, হাঁ, সফরে–বাড়ীতে, রাত্রে ও দিনে (সর্বাবস্থায় পরিধান করিব)। কারণ আমাকে সতর ঢাকার হুকুম করা হইয়াছে। আর এই পায়জামা অপেক্ষা অধিক সতর ঢাকার উপযুক্ত অন্য কিছু আমি পাই নাই।

বিধর্মীদের ন্যায় বাদশাহী আচরণকে অপছন্দ করা

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে অনুরূপ অপর একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। তবে উহাতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, ওজন কর ও (পাল্লা) ঝুকাইয়া কর। ওজনকারী (ইহা শুনিয়া) বলিল, এমন (সুন্দর) কথা আমি আর কাহাকেও বলিতে শুনি নাই! হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি তাহাকে বলিলাম,

WWW.BANGLAKITAB.COM

তোমার অজ্ঞতা ও দ্বীন সম্পর্কে মূর্খতার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, তুমি তোমার নবীকে চিননা। সে দাঁড়িপাল্লা ফেলিয়া লাফাইয়া উঠিল ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত চুম্বন করিতে চাহিল। তিনি নিজ হাত টানিয়া লইলেন, এবং বলিলেন, ইহা কি! আজমী অর্থাৎ অনারব বিধর্মীগণ তাহাদের বাদশাহ্দের সহিত এরূপ করিয়া থাকে। আমি তো কোন বাদশাহ্ নহি। আমি তো তোমাদেরই ন্যায় একজন সাধারণ ব্যক্তি। সুতরাং সে ওজন করিল, ঝুকাইয়া করিল ও গ্রহণ করিল। বাকি অংশ উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে।

সাহাবা (রাঃ)দের বিনয়

হযরত ওমর (রাঃ)এর বিনয়

আসলাম (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) যখন উটে চড়িয়া শাম অর্থাৎ সিরিয়া পৌছিলেন, তখন সেখানকার কাফেরগণ (তাঁহার বাহন ইত্যাদি লইয়া) পরস্পর সমালোচনা করিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, ইহাদের দৃষ্টি এমন সকল লোকদের বাহনের প্রতি প্রসারিত হইতেছে যাহাদের আখেরাতে কোন অংশ নাই। (মুনতাখাব)

হিযাম ইবনে হিশাম (রহঃ) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)কে দেখিয়াছি যে, তিনি এক মেয়েলোককে দেখিলেন, আসীদাহ (আটা ও ঘী দ্বারা প্রস্তুত এক প্রকার হালুয়া) তৈয়ার করিবার জন্য আটা ঘুঁটিতেছে। তিনি বলিলেন, এইভাবে নহে। তারপর নিজেই ঘুঁটনি লইয়া ঘুঁটিয়া দেখাইলেন, এবং বলিলেন, এইভাবে। হিশাম ইবনে খালেদ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)কে (মেয়েদের উদ্দেশ্যে) বলিতে শুনিয়াছি যে, তোমরা পানি গরম হইবার পূর্বে আটা ঢালিও না। বরং পানি গরম হইবার পর অল্প অল্প আটা ঢালিতে থাকিবে ও ঘুঁটনি দ্বারা ঘুঁটিতে থাকিবে। ইহাতে আটা ফুলিয়া উঠিবে ও দলা পাকাইবে না। (মুনতাখাবুল কান্য)

যির (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)কে খালি পায়ে ঈদগাহে হাঁটিয়া যাইতে দেখিয়াছি।

নফ্স দমনের অভিনব পদ্ধতি

মুহাম্মাদ ইবনে ওমর মাখযুমী তাহার পিতা (রহঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, একদিন হযরত ওমর (রাঃ) আসসালাতু জামিয়াতুন বলিয়া ঘোষণা দিলেন। লোকজন একত্র হইলে তিনি মিম্বারে চড়িয়া হামদ ও সানা এবং দরূদ শরীফ পড়িয়া বলিলেন, হে লোকেরা, এক কালে আমি আমার বনু মাখযুম গোত্রীয় খালাদের বকরী চরাইতাম। বিনিময়ে তাহারা আমাকে একমুষ্টি খেজুর অথবা কিসমিস দিতেন। আর উহাতেই আমার সারাদিন কাটিত। কেমন দিনই না ছিল! অতঃপর মিম্বার হইতে নামিয়া গেলেন। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন, আপনি তো নিজের নফ্সকে হেয় বৈ কিছু করেন নাই। তিনি বলিলেন, তোমার নাশ হউক, হে ইবনে আওফ! আমি একাকী ছিলাম, তখন আমার নফ্স আমাকে বলিল, তুমি তো আমীরুল মুমিনীন, তোমার অপেক্ষা উত্তম কে হইবে! অতএব আমি নফ্সকে তাহার আসল পরিচয় দিতে ইচ্ছা করিলাম। (মুনতাখাব)

অপর এক রেওয়ায়াতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি লোকদেরকে বলিলেন, এক কালে আমি আমার অবস্থা এরূপ দেখিয়াছি যে, খাওয়ার মত কিছুই আমার কাছে ছিল না। আমার বনু মাখযুম গোত্রীয় কতিপয় খালা ছিলেন। আমি তাহাদের জন্য মিষ্টি পানি আনিয়া দিতাম আর বিনিময়ে তাহারা আমাকে কয়েক মুষ্টি কিসমিস দিতেন। এই রেওয়ায়াতের শেষাংশে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, আমি আমার নফসের মধ্যে কিছু বড়াই অনুভব করিলাম। অতএব তাহাকে নীচু করিতে চাহিলাম।

হাসান (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) একবার গরমের দিনে চাদর দ্বারা মাথা ঢাকিয়া বাহির হইলেন। একটি বালক গাধায় চড়িয়া তাঁহার পাশ দিয়া যাইতেছিল। তিনি বলিলেন, হে বালক, আমাকে তোমার সহিত উঠাইয়া লও। বালক গাধা হইতে লাফাইয়া নামিয়া পড়িল এবং বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন উঠুন। তিনি বলিলেন, না, আগে তুমি উঠ, আমি তোমার পিছনে উঠিয়া বসিব। তুমি আমাকে নরম জায়গায় বসাইয়া নিজে শক্ত জায়গায় বসিতে চাহিতেছ? সুতরাং তিনি বালকের পিছনে চড়িয়া বসিলেন। এবং তিনি বালকের

www.BANGLAKITAB.com

পিছনে চড়িয়াই মদীনায় প্রবেশ করিলেন, লোকেরা এই অবস্থায় তাঁহাকে দেখিতেছিল। (মুনতাখাব)

সিনান ইবনে সালামাহ্ ইযালী (রহঃ) বলেন, মদীনায় থাকাকালিন আমি কতিপয় বালকের সহিত কাঁচা খেজুর কুড়াইবার উদ্দেশ্যে বাহির হইলাম। হঠাৎ হযরত ওমর (রাঃ) সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার হাতে চাবুক ছিল। ছেলেরা তাঁহাকে দেখিয়া খেজুর বাগানের ভিতর পালাইয়া গেল। আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার লুঙ্গির ভিতর কিছু কুড়ানো খেজুর ছিল। আমি বলিলাম, আমীরুল মুমিনীন, এইগুলি যাহা বাতাসে ফেলিয়াছে। তিনি আমার লুঙ্গির ভিতর খেজুরগুলি দেখিলেন, কিন্তু আমাকে মারিলেন না। আমি বলিলাম, আমীরুল মুমিনীন, ছেলেরা এখনই আসিয়া আমার এইগুলি কাড়িয়া লইবে। তিনি বলিলেন, কখনো না, চল। তারপর তিনি আমার সহিত আমার ঘর পর্যন্ত আসিলেন। (ইবনে সা'দ)

মালেক (রহঃ) তাহার চাচা হইতে এবং তিনি তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত ওমর ও হযরত ওসমান (রাঃ)কে দেখিয়াছেন। তাহারা যখন মক্কা হইতে আসিতেন মদীনার বাহিরে মুসাফিরদের আগমন স্থলে অবস্থান করিতেন। যখন সঙ্গীগণ মদীনায় প্রবেশের উদ্দেশ্যে আরোহন করিত তখন তাহারা প্রত্যেকেই নিজেদের সহিত কোন বালককে উঠাইয়া লইত। অতঃপর এই অবস্থায় তাহারা মদীনায় প্রবেশ করিত। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত ওমর ও হযরত ওসমান (রাঃ)ও তাহাদের সহিত কোন বালককে উঠাইয়া লইতেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বিনয় প্রকাশের উদ্দেশ্যে কি এরূপ করিতেন? তিনি বলিলেন, হাঁ, তবে পায়দল পথচারিকে সওয়ারী দ্বারা সাহায্য করাও উদ্দেশ্য হইত। তদুপরি সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় আরোহনও উদ্দেশ্য হইত, যাহাতে অপরাপর বাদশাহদের ন্যায় বিশিষ্টতা প্রকাশ না পায়। তারপর তিনি লোকদের বর্ত্তমান প্রথা অর্থাৎ–নিজে সওয়ার হইয়া বালক অর্থাৎ খাদেমদিগকে পিছনে হাঁটানোর উল্লেখ করিয়া উহার সমালোচনা করিলেন। (কান্য)

হযরত ওসমান (রাঃ)এর বিনয়

মাইমুন ইবনে মেহরান (রহঃ) বলেন, হামদানী (রহঃ) বলিয়াছেন যে, তিনি হযরত ওসমান (রাঃ)কে খচ্চরের পিঠে নিজের পিছনে তাঁহার

খাদেম–নায়েলকে বসাইয়া যাইতে দেখিয়াছেন। অথচ তখন তিনি খলীফা ছিলেন।

আব্দুল্লাহ্ রুমী (রহঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) রাত্রি বেলা নিজের অযূর ব্যবস্থা নিজেই করিতেন। তাহাকে বলা হইল, আপনি কোন খাদেমকে বলিলে সে আপনার অযূর ব্যবস্থা করিয়া দিত। তিনি বলিলেন, না, রাত্র তাহাদের হক, তাহারা উহাতে আরাম করিবে।

যুবাইর ইবনে আব্দুল্লাহ (রহঃ)এর দাদি যিনি হযরত ওসমান (রাঃ)এর খেদমত করিতেন, তিনি বলিয়াছেন, হযরত ওসমান (রাঃ) নিজ পরিবারের ঘুমন্ত কাহাকেও জাগাইতেন না। কাহাকেও জাগ্রত পাইলে তাহাকে ডাকিতেন ও অযূর পানির জন্য বলিতেন। আর তিনি সর্বদা রোযা রাখিতেন।

হাসান (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওসমান (রাঃ)কে মসজিদে চাদর গায়ে দিয়া ঘুমাইতে দেখিয়াছি। তাঁহার আশে পাশে কেহ নাই, অথচ তিনি আমীরুল মুমিনীন।

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর বিনয়

উনাইসাহ (রহঃ) বলেন, পাড়ার মেয়েরা নিজেদের বকরি লইয়া হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট আসিত। তিনি মেয়েদেরকে বলিতেন, তোমাদের জন্য ইবনে আফ্‌রা–এর ন্যায় দুধ দোহন করিয়া দিলে তোমরা খুশী হইবে কি?

পূর্বে খলীফাদের সীরাতের বর্ণনায় হযরত আয়েশা, হযরত ইবনে ওমর ও ইবনে মুসাইয়েব (রাঃ) প্রমূখ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রাঃ) একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি প্রত্যহ সকালে বাজারে যাইয়া বেচা–কেনা করিতেন। তাঁহার বকরির পাল ছিল, যাহা সন্ধ্যায় ঘরে ফিরিয়া আসিত। কখনও নিজেই চরাইতে যাইতেন, আর কখনও অন্য কেহ তাহার পক্ষ হইতে চরাইত। তিনি পাড়ার লোকদের দুধ দোহন করিয়া দিতেন। যখন তিনি খলীফা নিযুক্ত হইলেন, পাড়ার কোন মেয়ে বলিল, এখন তো আর কেহ আমাদের দুধ দোহন করিয়া দিবে না। হযরত আবু বকর (রাঃ) ইহা শুনিয়া বলিলেন, আমার যিন্দেগীর কসম, অবশ্যই আমি তোমাদের দুধ

www.BANGLAKITAB.com

দোহন করিয়া দিব। আর আশা করি, যে খেলাফাতের কাজে আমি ঢুকিয়াছি তাহা আমার পূর্ব আখলাককে পরিবর্তন করিতে পারিবে না। সুতরাং তিনি তাহাদের দুধ দোহন করিয়া দিতেন। কখনও পাড়ার মেয়েকে বলিতেন, ফেনাযুক্ত দোহন পছন্দ করিবে, না ফেনা ব্যতিরেকে পছন্দ করিবে? সে হয়ত কখনও বলিত ফেনাযুক্ত দোহন করুন। আবার কখনও বলিত ফেনা ব্যতীত দোহন করুন। যেমন বলিত তেমনই দোহন করিয়া দিতেন।

হযরত আলী (রাঃ)এর বিনয়

কাপড় বিক্রেতা সালেহ (রহঃ) তাহার দাদি হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি দেখিলাম, হযরত আলী (রাঃ) এক দেরহাম দ্বারা খেজুর খরিদ করিয়া তাহা চাদরের মধ্যে লইলেন। আমি অথবা কোন এক ব্যক্তি বলিল, আমীরুল মুমিনীন, আমাকে দিন, আমি বহন করিব। তিনি বলিলেন, না, সন্তানদের পিতাই বহন করিবার অধিক উপযুক্ত। (বিদায়াহ)

যাযান (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) খলীফা হওয়া সত্বেও একাই বাজারে চলাফেরা করিতেন, পথভোলাকে পথ দেখাইতেন, হারানোকে তালাশ করিতেন, দুর্বলকে সাহায্য করিতেন। দোকানদার ও সব্জি বিক্রেতার নিকট যাইয়া কোরআনের এই আয়াত পড়িতেন,—

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا

অর্থঃ– এই আখেরাত আমি ঐ সকল লোকের জন্যই নির্দিষ্ট করিতেছি যাহারা ভূ-পৃষ্ঠে বড় (অহঙ্কারী) হইতেও চাহে না, ফাসাদ ঘটাইতেও চাহে না।

এবং বলিতেন, ন্যায়পরায়ণ ও বিনয়ী শাসক এবং লোকদের উপর ক্ষমতাশীল ব্যক্তিদের সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হইয়াছে। (বিদায়াহ)

জুরমুয (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আলী (রাঃ)কে দেখিয়াছি, তিনি ঘর হইতে বাহির হইতেছেন। তাঁহার পরনে হালকা লাল বর্ণের দুইখানা কাপড় ছিল, একখানা পায়ের অর্ধ গোছ পরিমাণ লুঙ্গি আর একখানা চাদর, যাহা

লুঙ্গির সমান এবং উপরের দিকে উঠানো ছিল। সঙ্গে একটি চাবুক, যাহা লইয়া তিনি বাজারের ভিতর হাঁটিতেছেন, ও বাজারের লোকদিগকে আল্লাহ্কে ভয় করিবার ও উত্তমরূপে বিক্রয়ের আদেশ করিতেছেন। এবং তিনি বলিতেছেন, তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ণরূপে কর। গোশতের ভিতর ফুঁ দিয়া ফুলাইও না।

আবু মাতার (রহঃ) বলেন, আমি মসজিদ হইতে বাহির হইয়াছি। এমন সময় এক ব্যক্তি পিছন হইতে বলিল, "তোমার লুঙ্গি উপরে উঠাও, কারণ ইহা তোমার রব্বকে অধিক ভয় করার শামিল ও তোমার কাপড়ের জন্য অধিক পরিচ্ছন্নতা। আর যদি তুমি মুসলমান হইয়া থাক তবে মাথার চুল খাট কর।" চাহিয়া দেখি, তিনি হযরত আলী (রাঃ), তাঁহার সঙ্গে চাবুক। তারপর তিনি উটের বাজারে গেলেন এবং বলিলেন, বিক্রয় কর, কিন্তু ক্বসম খাইও না। কারণ ক্বসম দ্বারা যদিও মাল বিক্রয় হইয়া যাইবে কিন্তু উহা বরকত দূর করিয়া দিবে। তারপর খেজুর বিক্রেতার নিকট আসিলেন, দেখিলেন, একজন খাদেমাহ কাঁদিতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে? সে বলিল, এই ব্যক্তি আমার নিকট এক দিরহামে খেজুর বিক্রয় করিয়াছে, কিন্তু আমার মালিক তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতেছে। তিনি বিক্রেতাকে বলিলেন, খেজুর ফেরৎ লইয়া তাহাকে দিরহাম দিয়া দাও, কারণ তাহার কোন এখ্তিয়ার বা স্বাধীনতা নাই। বিক্রেতা অস্বীকার করিতে চাহিল। আমি বলিলাম, তুমি কি জান না, ইনি কে? সে বলিল, না। আমি বলিলাম, ইনি হযরত আলী—আমীরুল মুমিনীন। সে তৎক্ষণাৎ খেজুর ঢালিয়া লইল এবং দিরহাম ফেরৎ দিয়া বলিল, আমীরুল মুমিনীন, আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, ইহাই আমার কাম্য। তিনি বলিলেন, আমি তোমার প্রতি কতই না সন্তুষ্ট হইব যখন তুমি লোকদের প্রাপ্য পুরাপুরি দিবে। তারপর খেজুর বিক্রেতাদের নিকট দিয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, তোমরা মিসকীনদের খাওয়াও, তোমাদের রোজগার বাড়িয়া যাইবে। তারপর চলিতে চলিতে মাছওয়ালাদের নিকট পৌঁছিলেন, এবং বলিলেন, পানিতে আপনা আপনি মরিয়া ভাসিয়া উঠে এমন মাছ আমাদের বাজারে বিক্রয় হইবে না। তারপর তৈয়ারী পোষাকের দোকানে আসিলেন। উহা সুতী কাপড়ের বাজার ছিল। বলিলেন, হে শায়েখ, তিন দিরহামের একটি কামীস অর্থাৎ—কোর্তা খরিদ করিব, উত্তমরূপে বিক্রয় কর।

www.BANGLAKITAB.com

কিন্তু যখন বুঝিলেন, দোকানদার তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছে, তখন আর তাহার নিকট হইতে খরিদ করিলেন না। অতঃপর অন্য দোকানে আসিলেন। কিন্তু যখন বুঝিলেন, সেও তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছে তখন তাহার নিকট হইতেও কিছু খরিদ করিলেন না। তারপর এক অল্প বয়স্ক বালকের নিকট আসিয়া তিন দিরহামের একটি কামীস খরিদ করিলেন। উহার হাতা কবজী পর্যন্ত ও ঝুল টাখনু পর্যন্ত ছিল। পরে দোকানের মালিক আসিলে তাহাকে কেহ বলিল, তোমার ছেলে আমীরুল মুমিনীনের নিকট তিন দিরহাম মূল্যে একটি কামীস বিক্রয় করিয়াছে। সে ছেলেকে বলিল, তাঁহার নিকট হইতে দুই দিরহাম কেন লইলে না! সুতরাং সে এক দিরহাম লইয়া হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট আসিল এবং বলিল, এই দিরহাম গ্রহণ করুন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে? সে বলিল, কামীসের দাম দুই দিরহাম, আমার ছেলে আপনার নিকট উহা তিন দিরহামে বিক্রয় করিয়াছে। তিনি বলিলেন, সে আমার নিকট রাজী হইয়া বিক্রয় করিয়াছে, আর আমিও রাজী হইয়া উহা লইয়াছি। (অতএব এই দিরহাম আমি ফেরৎ লইব না।) (মুনতাখাব)

হযরত ফাতেমা ও হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)এর বিনয়

আতা (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেটি হযরত ফাতেমা (রাঃ) আটা মলিতেন আর তাঁহার কপালের চুল আটার গামলার উপর আঘাত করিতে থাকিত।

মুত্তালিব ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রহঃ) বলেন, আরবের শ্রেষ্ঠ মহিলা অর্থাৎ– হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) সাইয়েদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে রাতের প্রথম প্রহরে দুলহান বেশে প্রবেশ করিলেন, আর রাতের শেষ প্রহরে আটা পিষিতে লাগিয়া গেলেন।

হযরত সালমান (রাঃ)এর বিনয়

সালামাহ্ ইজ্‌লী (রহঃ) বলেন, কুদামাহ্ নামক আমার এক বোন–পুত্র গ্রাম হইতে আমার নিকট আসিয়া বলিল, আমার ইচ্ছা হয় হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)এর সহিত সাক্ষাৎ করি ও তাঁহাকে সালাম করি। সুতরাং আমরা

তাঁহার উদ্দেশ্যে বাহির হইলাম। মাদায়েনে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলাম। তিনি তখন বিশ হাজারের সেনানায়ক ছিলেন। তাঁহাকে একটি খাটিয়ার উপর খেজুর পাতা বুনিতেছেন দেখিতে পাইলাম। আমরা তাঁহাকে সালাম করিলাম এবং আমি বলিলাম, হে আবু আব্দিল্লাহ্, আমার এই বোন–পুত্র গ্রাম হইতে আমার নিকট আসিয়াছে এবং আপনাকে সালাম করিবার ইচ্ছা করিয়াছে,। তিনি বলিলেন, ও আলাইহিস সালাম ওরাহমাতুল্লাহ্। আমি বলিলাম, সে বলিতেছে যে, আপনাকে সে মুহাব্বাত করে। তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ্ তাহাকে মুহাব্বাত করুন।

হারিস ইবনে উমায়রাহ্ (রহঃ) বলেন, আমি মাদায়েনে হযরত সালমান (রাঃ)এর নিকট আসিয়া তাহাকে তাহার চামড়া তৈয়ারীর জায়গায় নিজ হাতে চামড়া মলিতেছেন পাইলাম। আমি তাঁহাকে সালাম দিলে তিনি বলিলেন, একটু অপেক্ষা কর, আমি তোমার নিকট আসিতেছি। আমি বলিলাম, আপনি মনে হয় আমাকে চিনিতে পারেন নাই। তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই, তোমাকে (এই দুনিয়াতে) চিনিবার পূর্বেই আমার রূহ তোমার রূহকে চিনিয়াছে। কারণ (রূহের জগতে) সমস্ত রূহগুলি একত্রে ছিল। (সেখানে) যাহারা পরস্পর আল্লাহ্র ওয়াস্তে পরিচিত হইয়াছে তাহারা (এখানে) পরস্পর অনুরাগী হয়। আর যাহারা (সেখানে) আল্লাহ্র ওয়াস্তে পরিচিত হয় নাই, তাহারা (এখানে) পরস্পর বিরাগী হয়। (আবু নুআঈম)

আবু কেলাবাহ (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি হযরত সালমান (রাঃ)এর নিকট আসিয়া তাঁহাকে আটা মলিতে দেখিয়া বলিল, একি? তিনি বলিলেন, খাদেমকে একটি কাজে পাঠাইয়াছি। সুতরাং তাহার জন্য দুই কাজ একত্র করিতে পছন্দ করিলাম না। তারপর সে ব্যক্তি বলিল, অমুক আপনাকে সালাম বলিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কবে আসিয়াছ? সে বলিল, এত দিন হয় আসিয়াছি। তিনি বলিলেন, জানিয়া রাখ, তুমি এই সালাম না পৌঁছাইলে তাহা এমন হইত যেন তুমি একটি আমানত পৌঁছাইলে না।

আমর ইবনে আবি কুররাহ কিন্দী (রহঃ) বলেন, আমার পিতা আবু কুররাহ্ নিজের বোনের সহিত হযরত সালমান (রাঃ)এর বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। তিনি রাজী হইলেন না, বরং বুক্বাইরাহ্ নামক মুক্তিপ্রাপ্তা এক বাঁদীকে বিবাহ করিলেন।

WWW.BANGLAKITAB.COM

তারপর আবু কুররাহ্ জানিতে পারিলেন যে, হযরত সালমান ও হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর মধ্যে মনোমালিন্যতা সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব তিনি হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর খোঁজে বাহির হইলেন। জানিতে পারিলেন যে, তিনি তাঁহার সব্জি বাগানে আছেন। সেখানে যাইয়া তাঁহাকে এই অবস্থায় পাইলেন যে, তাঁহার সঙ্গে একটি থলি, উহার মধ্যে কিছু সবজি, থলির হাতলের ভিতর নিজের লাঠি ঢুকাইয়া তিনি উহা কাঁধে ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন। সেখান হইতে আমরা হযরত সালমান (রাঃ)এর বাড়ী আসিলাম। তিনি বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, আসসলামু আলাইকুম। তারপর আবু কুররাহকে অনুমতি দিলেন। দেখিলেন, (ঘরের ভিতর) একটি চাদর বিছানো আছে এবং শিয়রের নিকট কয়েকটি কাঁচা ইট, ঘোড়ার পিঠে বিছানো হয় এমন একটি কম্বল ওসামান্য কিছু জিনিস ব্যতীত আর কিছুই নাই। হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, তোমার বাঁদীর নিজের জন্য পাতা বিছানার উপর বস। (উক্ত বাঁদী সম্ভবত আবু কুররাহএর আযাদ করা বাঁদী হইবে। এই কারণে "তোমার বাঁদী" বলিয়াছেন।) (আবু নুআঈম)

বনু আব্দে কায়েসের এক ব্যক্তি হইতে মাইমুন ইবনে মেহরান (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত সালমান (রাঃ) এক দলের আমীর ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াছি, পায়জামা পরিহিত অবস্থায় গাধার উপর সওয়ার হইয়া আছেন, আর তাঁহার উভয় পায়ের গোছা দুলিতেছে। সৈন্যরা (তাঁহার এই সাধারণ বেশ–ভুষা দেখিয়া ব্যাঙ্গ করিয়া) বলিতে লাগিল, আমীর আসিয়াছে! হযরত সালমান (রাঃ) (তাহাদের এই ব্যাঙ্গোক্তি শুনিয়া বলিলেন, ভাল–মন্দ আজকের পর বৈ নহে। (অর্থাৎ–ভাল–মন্দের বিচার দুনিয়াতে নহে, আখেরাতে হইবে।) (আবু নুআঈম)

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, আব্দে কায়েসের এক ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, আমি হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)এর সহিত ছিলাম। তখন তিনি এক জামাতের আমীর ছিলেন। তিনি সৈন্যদের মধ্য হইতে কতিপয় যুবকের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন এমন সময় তাহারা (তাঁহাকে দেখিয়া) হাসিয়া উঠিল এবং বলিল, এই হইল তোমাদের আমীর! আমি বলিলাম, হে আবু আব্দিল্লাহ্! আপনি দেখিতেছেন না, ইহারা কি বলিতেছে? তিনি বলিলেন, ছাড় তাহাদেরকে!

ভাল–মন্দের (বিচার) আগামীকল্য হইবে। তুমি যদি মাটি খাইয়া থাকিতে পার তবে তাহাই খাইও, তবুও দুইজনের মাঝে কখনও আমীর হইও না। মজলুম ও বিপদগ্রস্থ লোকের বদ দোয়া হইতে বাঁচিয়া থাকিও। কারণ তাহাদের দোয়া (কবুল হইতে) কোন বাধাপ্রাপ্ত হয় না।

সাবেত (রহঃ) বলেন, হযরত সালমান (রাঃ) মাদায়েনের আমীর ছিলেন। তিনি স্থানীয় একপ্রকার উঁচু পায়জামা ও আরবী আবা পরিয়া লোকদের নিকট আসিতেন। লোকেরা তাঁহাকে দেখিয়া বলিত, কুরুক আসিয়াছে, কুরুক আসিয়াছে। হযরত সালমান (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিতেন, ইহারা কি বলিতেছে? সঙ্গীগণ বলিতেন, তাহারা আপনাকে তাহাদের এক প্রকার খেলনা পুতুল সাদৃশ বলিতেছে। তিনি বলিতেন, তাহাদের উপর কোন বাধ্য বাধকতা নাই। (অর্থাৎ যাহা ইচ্ছা বলুক।) ভালোর বিচার আগামীকাল (আখেরাতে)ই হইবে।

হুরাইম (রহঃ) বলেন, আমি হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)কে গদীবিহীন গাধার উপর দেখিয়াছি। তাঁহার গায়ে খাট একটি সুম্বুলানী কোর্তা ছিল। তিনি অধিক লোমযুক্ত লম্বা পা বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। কোর্তা প্রায় হাঁটুর কাছাকাছি উঠাইয়া পরিয়াছিলেন। হুরাইম (রহঃ) বলেন, ছোট ছোট ছেলেদেরকে দেখিয়াছি (তাহার এই বেশ ভুষার দরুন) তাহার পিছনে লাফালাফি করিতেছে। আমি বলিলাম, তোমারা আমীরের নিকট হইতে সরিবে না? তিনি বলিলেন, ছাড় ইহাদেরকে। ভাল–মন্দের বিচার তো আগামীকাল হইবে।

সাবেত (রহঃ) বলেন, হযরত সালমান (রাঃ) মাদায়েনের আমীর ছিলেন। শাম দেশীয় বনু তাইমিল্লাহ্ গোত্রের এক ব্যক্তি আন্জীর (ডুমুর জাতীয় এক প্রকার মিষ্টি ফল)এর বোঝা লইয়া আসিল। হযরত সালমান (রাঃ) দেশীয় উঁচু পায়জামা ও আরবী আবা পরিয়াছিলেন। উক্ত ব্যক্তি তাঁহাকে না চিনার দরুন বলিল, আস, আমার বোঝাটি বহন কর। তিনি বোঝা উঠাইয়া চলিলেন। লোকেরা তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিল এবং বলিল, ইনি তো আমীর! সে ব্যক্তি (লজ্জিত হইয়া) বলিল, আমি আপনাকে চিনিতে পারি নাই। হযরত সালমান (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, না, আমি তোমার বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছাইব। অপর রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিলেন, আমি একটি নিয়ত করিয়াছি, তোমার বাড়ী পৌঁছার পূর্বে উহা নামাইব না। (ইবনে সা'দ)

www.BANGLAKITAB.com

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে বুরাইদাহ (রাঃ) বলেন, হযরত সালমান (রাঃ) নিজ হাতে উপার্জন করিতেন। যাহা কিছু উপার্জন করিতেন উহা দ্বারা গোশত অথবা মাছ খরিদ করিতেন। তারপর কুষ্ঠ রুগীদের দাওয়াত করিতেন। তাহারা তাঁহার সহিত একত্রে খাইত।

হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর বিনয়

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) যখন কোন (এলাকার জন্য) আমীর নিযুক্ত করিয়া পাঠাইতেন, তখন তাহার অঙ্গীকার পত্রে এরূপ লিখিয়া দিতেন যে, "তোমরা তাহার কথা শুনিবে ও তাহাকে মানিয়া চলিবে যতক্ষণ তিনি তোমাদের মধ্যে ইনসাফ করেন।" সুতরাং যখন তিনি হযরত হোযাইফা (রাঃ)কে মাদায়েনের আমীর নিযুক্ত করিলেন, তখন তাঁহার অঙ্গীকার পত্রে এইরূপ লিখিলেন যে, "তোমরা তাহার কথা শুনিবে ও তাঁহাকে মানিয়া চলিবে এবং তিনি তোমাদের নিকট যাহা চাহেন তাহা দিবে।" হযরত হোযাইফা (রাঃ) তাঁহার সফরের খাদ্য, পানি ইত্যাদি সহ গদী আঁটা গাধার পিঠে চড়িয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট হইতে রওয়ানা হইলেন। তিনি মাদায়েন পৌঁছিলে সেখানকার স্থানীয় ও গ্রামবাসী লোকজন তাঁহাকে স্বাগত জানাইতে আসিল। তিনি তখন গাধার পিঠে গদীর উপর বসিয়াছিলেন, তাঁহার হাতে একটি রুটি ও এক টুকরা গোশতের হাঁড় ছিল। তিনি তাহাদিগকে অঙ্গীকার পত্র পড়িয়া শুনাইলেন। তাহারা বলিল, আপনি যাহা চাহেন, বলুন। তিনি বলিলেন, আমি যতদিন তোমাদের মধ্যে থাকিব আমার জন্য খাদ্য চাহি, যাহা আমি খাইব, এবং আমার এই গাধার জন্য খাদ্য চাহি। তারপর তিনি যতদিন আল্লাহ্র ইচ্ছা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে রহিয়াছেন। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) তাঁহাকে চিঠি লিখিলেন যে, ফিরিয়া আস। (সুতরাং তিনি ফেরৎ রওয়ানা হইলেন।) হযরত ওমর (রাঃ) যখন তাঁহার আগমন সংবাদ পাইলেন, তখন (তাঁহার সঠিক অবস্থা যাচাই-এর উদ্দেশ্যে) রাস্তার উপর এক জায়গায় এমনভাবে বসিয়া রহিলেন, যেন তিনি টের না পান। তারপর হযরত ওমর (রাঃ) যখন তাঁহাকে সেই অবস্থায় ফিরিতে দেখিলেন যে অবস্থায় তিনি গিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং বলিলেন,

তুমি আমার ভাই এবং আমি তোমার ভাই। (কান্য)

অপর এক রেওয়ায়াতে ইবনে সীরীন (রহঃ) বলিয়াছেন যে, হযরত হোযাইফা (রাঃ) যখন মাদায়েন পৌঁছিলেন, তখন তিনি গাধার পিঠে গদীর উপর বসিয়াছিলেন। তাঁহার হাতে একখানা রুটি ও একটি হাঁড় ছিল, তিনি গাধার পিঠে বসিয়া উহা খাইতেছিলেন। অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, তিনি উভয় পা একদিকে ঝুলাইয়া বসিয়াছিলেন। (আবু নুআঈম)

হযরত জারীর ও হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)এর বিনয়

সুলাইম—আবুল হুযাইল (রহঃ) বলেন, আমি হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রাঃ)এর দরজার নিকট বসিয়া কাপড় ইত্যাদির রিপুর কাজ করিতাম। তিনি খচ্চরে চড়িয়া বাহির হইতেন এবং নিজের গোলামকে পিছনে বসাইয়া লইতেন।

অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রাঃ) লাকড়ীর বোঝা মাথায় লইয়া বাজারের উপর দিয়া গেলেন। কেহ তাঁহাকে বলিল, আল্লাহ্ তায়ালা তো আপনাকে এই কাজের জন্য লোকজন দিয়াছেন। আপনি কেন এই কাজ করিতে গেলেন? তিনি বলিলেন, আমার উদ্দেশ্য হইল অহঙ্কার দূর করা। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, যাহার অন্তরে রাই পরিমাণ অহঙ্কার থাকিবে সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে না। অপর রেওয়ায়াতে রাই পরিমাণের পরিবর্তে ক্ষুদ্র বালু কণা পরিমাণ অহঙ্কার বর্ণিত হইয়াছে। (তারগীব)

বিনয়ের মূল

হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, তিন জিনিষ বিনয়ের মূল। এক—যাহার সহিত সাক্ষাত হয় অগ্রে সালাম দেওয়া। দুই—মজলিসে উচ্চস্থানের পরিবর্তে নিচস্থানের উপর সন্তুষ্ট হওয়া। রিয়া ও সুনামকে অপছন্দ করা। (কান্য)

www.BANGLAKITAB.com

হাস্য ও রসিকতা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাস্য রসিকতা

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনি আমাদের সহিত রসিকতা করেন! তিনি বলিলেন, আমি হক্ব (অর্থাৎ– প্রকৃত ও সত্য) কথা ছাড়া বলি না। (তিরমিযী শামায়েল)

নিজ স্ত্রীর সহিত রসিকতা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি হাস্য রসিকতা করিতেন? তিনি বলিলেন, হাঁ। সে বলিল, তাহার রসিকতা কিরূপ হইত? তিনি বলিলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার কোন স্ত্রীকে প্রশস্ত একখানা কাপড় পরাইয়া বলিলেন, ইহা পরিধান কর, ও আল্লাহ্‌র প্রশংসা কর, আর দুলহানের আঁচলের ন্যায় তোমার এই আঁচলকে ছেঁচড়াও। (কান্য)

আবু ওমায়েরের সহিত রসিকতা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। আবু ওমায়ের নামে আমার এক ভাই ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা হয় তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, তাহার দুধ ছাড়ানো হইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই আসিতেন, তাহাকে দেখিলে বলিতেন, হে আবু ওমায়ের, নোগাইরের কি হইল? (নোগাইর এক প্রকার লাল ঠোঁট বিশিষ্ট চড়ুইর ন্যায় ছোট পাখী) আবু ওমায়ের উহা লইয়া খেলা করিত। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, কখনও আমাদের ঘরে থাকা অবস্থায় নামাযের সময় হইয়া গেলে তিনি যে চাটাইয়ের উপর বসিতেন, তাঁহার আদেশে উহা ঝাড়িয়া দেওয়া হইত ও উহার উপর পানির ছিটা দেওয়া হইত। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠিয়া দাঁড়াইতেন, আমরা তাঁহার পিছনে দাঁড়াইতাম এবং তিনি আমাদের নামায পড়াইতেন। বর্ণনাকারী বলেন, তাহাদের চাটাই খেজুর পাতার হইত। (বিদায়াহ)

ইমাম বোখারী (রহঃ) আল–আদব নামক কিতাবে এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সহিত মেলামেশা করিতেন। আমার ছোট ভাইকে বলিতেন, হে আবূ ওমায়ের নোগাইরের কি হইল?

অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হযরত আবু তালহা (রাঃ)এর ঘরে আসিলেন। আবু ওমায়ের নামক তাঁহার এক ছেলেকে বিষন্ন দেখিয়া বলিলেন, কি ব্যাপার, আবু ওমায়েরকে বিষন্ন দেখিতেছি? তিনি তাহাকে দেখিলে তাহার সহিত হাস্য রহস্য করিতেন। সকলে বলিল, ইয়া রাসূলল্লাহ্, তাহার সেই ছোট্ট পাখীটি মরিয়া গিয়াছে, যাহার সহিত সে খেলা করিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতে লাগিলেন, হে আবু ওমায়ের, নোগাইরের কি হইল?

এক ব্যক্তির সহিত রসিকতা

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া আরোহনের জন্য একটি বাহন চাহিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমরা তোমাকে একটি উটনীর বাচ্চার উপর আরোহন করাইব। সে বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্, উটনীর বাচ্চা দ্বারা আমি কি করিব? তিনি বলিলেন, সকল উট তো উটনীরই বাচ্চা। মুহাম্মাদ ইবনে কায়েস (রাঃ) হইতেও উক্ত অর্থে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। তবে উহাতে হযরত উম্মে আইমান (রাঃ)কে আবেদনকারী বলা হইয়াছে। (বিদায়াহ)

হযরত আনাস (রাঃ)এর সহিত রসিকতা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাকে "হে দুই কানওয়ালা" বলিয়া ডাকিলেন। আবু উমামা (রহঃ) বলেন, অর্থাৎ রসিকতা করিয়া বলিয়াছেন।

হযরত যাহের (রাঃ)এর সহিত রসিকতা

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, যাহের নামে গ্রাম্য এক

www.BANGLAKITAB.com

ব্যক্তি ছিল। সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য গ্রাম হইতে (তরিতরকারী ইত্যাদি) হাদিয়া লইয়া আসিত। তিনিও তাহাকে যাইবার সময় (শহরের জিনিষপত্র) ইত্যাদি দিতেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাহাকে রসিকতা করিয়া) বলিয়াছেন, যাহের আমাদের গ্রাম, আর আমরা তাহার শহর। সে দেখিতে কুৎসিৎ ছিল, তথাপি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে মুহাব্বাত করিতেন। একবার সে বাজারে তাহার সামান বিক্রয় করিতেছিল, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিয়া তাহাকে পিছন দিক হইতে এমনভাবে জড়াইয়া ধরিলেন যে, সে তাঁহাকে দেখিতে পারিতে ছিল না। সুতরাং বলিল, কে এই ব্যক্তি? আমাকে ছাড়। অতঃপর ঘাড় ফিরাইয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়া চিনিতে পারিল। চিনিবার পর তাহার পিঠের যে অংশ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বুকের সহিত লাগিয়াছিল তাহা লাগাইয়া রাখিতে সে কোন প্রকার ত্রুটি করিল না। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতে লাগিলেন, কে এই গোলাম খরিদ করিবে? সে বলিল ইয়া রাসূলাল্লাহ্ তবে তো খোদার ক্বসম, আপনি আমাকে অচল (মাল) হিসাবে পাইবেন। তিনি বলিলেন, কিন্তু আল্লাহ্র নিকট তুমি অচল নহ। অথবা বলিলেন, আল্লাহ্র নিকট তুমি অনেক মূল্যবান। অপর রেওয়ায়াতে তাহার নাম যাহের ইবনে হারাম আশজায়ী বলা হইয়াছে, একজন আরব বেদুঈন, যে সর্বদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কোন ভাল জিনিষ অথবা কোন হাদিয়া লইয়া আসিত। (বিদায়াহ)

হযরত আয়েশা (রাঃ) ও অন্যান্য বিবিদের সহিত রসিকতা

হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে হযরত আয়েশা (রাঃ)এর উচ্চ আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। ঘরে ঢুকিয়া তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)কে চড় মরিবার উদ্দেশ্যে ধরিতে চাহিলেন এবং বলিলেন, তুমি দেখি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আওয়াজ উঁচা করিতেছ!

কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বাধা দিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) রাগান্বিত হইয়া বাহির হইয়া গেলেন। তাহার বাহির হইয়া যাইবার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রাঃ)কে বলিলেন, কেমন, দেখিলে তো! তোমাকে এই ব্যক্তির হাত হইতে রক্ষা করিলাম। কিছু দিন পর হযরত আবু বকর (রাঃ) আবার অনুমতি চাহিলেন। এইবার আসিয়া দেখিলেন, তাহাদের উভয়ের মধ্যে ভাব হইয়া গিয়াছে। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আপনাদের এই সন্ধির ভিতর আমাকেও শামিল করুন, যেমন (পূর্বে) আপনাদের লড়াইতে আমাকে শামিল করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমরা (শামিল) করিয়া লইলাম, আমরা (শামিল) করিয়া লইলাম। (বিদায়াহ)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত কোন এক সফরে গেলাম। তখন আমি অল্পবয়স্কা ছিলাম। শরীর মাংসল ও ভারি ছিল না। তিনি লোকদিগকে বলিলেন, তোমরা অগ্রে চল। তাহারা আগাইয়া গেলে আমাকে বলিলেন, আস, দৌড় প্রতিযোগিতা করি। প্রতিযোগিতায় আমি অগ্রগামী হইলাম। তিনি নিশ্চুপ রহিলেন, আমাকে কিছু বলিলেন না। পরে যখন আমার শরীর মাংসল ও ভারি হইয়া গেল এবং আমি পূর্বের সেই প্রতিযোগিতার কথাও ভুলিয়া গেলাম, তখন আবার কোন এক সফরে তাঁহার সহিত গেলাম। তিনি লোকদিগকে বলিলেন, তোমরা অগ্রে চল। তাহারা আগাইয়া গেলে আমাকে বলিলেন, আস, তোমার সহিত দৌড় প্রতিযোগিতা করিব। এইবার প্রতিযোগিতায় তিনি অগ্রগামী হইলেন এবং হাসিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন, এই জিত (তোমার) সেই জিতের বদলা। (আহমাদ)

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফরে ছিলেন। একজন হুদি গায়ক হুদি (এক প্রকার গীত যাহার সুরের প্রভাবে উটের চলার গতি বাড়িয়া যায়) গাহিয়া মেয়েদের উট চালাইতেছিল অথবা বলিয়াছেন, হাঁকাইতেছিল। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারস্থ মেয়েদের বাহন তাঁহার অগ্রে চলিত। তিনি উট চালকের উদ্দেশ্যে বলিলেন, হে আন্

www.BANGLAKITAB.com

জাশাহ্, তোমার নাশ হউক, কাঁচের বোতলগুলির সহিত কোমল ব্যবহার কর। (মেয়েদেরকে এখানে কাঁচের বোতলের সহিত তুলনা করিয়াছেন। উটের দ্রুত চলার দরুন মেয়েদের কষ্ট হইবে বিধায় ধীরে চালাইতে বলিলেন।)

হযরত আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন যে, (কোন এক সফরে) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার স্ত্রীগণের নিকট (আগাইয়া) আসিলেন। তাঁহাদের সহিত হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ)ও ছিলেন। বলিলেন, "হে আনজাশাহ্ ধীরে, কাঁচের বোতলগুলিকে ধীরে হাঁকাও। "আবু কিলাবাহ্ (রহঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে এমন শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, যাহা তোমাদের কেহ বলিলে তোমরা তাহাকে দোষারোপ করিতে। অথাৎ কাঁচের বোতলগুলিকে ধীরে হাঁকাও।"

হযরত হাসান (রাঃ) বলিয়াছেন, এক বৃদ্ধা মহিলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ্র নিকট দোয়া করুন যেন আমাকে বেহেশতে দাখেল করেন। তিনি বলিলেন, হে অমুকের মা, বেহেশতে কোন বুড়ী দাখেল হইবে না। (ইহা শুনিয়া) বৃদ্ধা মহিলাটি কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া চলিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে বলিয়া দাও যে, সে বৃদ্ধাবস্থায় বেহেশতে দাখেল হইবে না। বরং আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন—

إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا

অর্থাৎ—আমি তাহাদিগকে (অর্থাৎ বেহেশতী মেয়েলোকদিগকে) বিশেষরূপে সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর তাহাদিগকে করিয়াছি চিরকুমারী। (শামায়েল)

সাহাবা (রাঃ)দের রসিকতা

হযরত আওফ (রাঃ)এর রসিকতা

হযরত আওফ ইবনে মালেক আশজায়ী (রাঃ) বলেন, তবূকের যুদ্ধের সময় আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলাম। তিনি একটি চামড়ার তাঁবুর ভিতর অবস্থান করিতেছিলেন। আমি সালাম দিলাম, তিনি জবাব দিয়া বলিলেন, ভিতরে আস। আমি বলিলাম, সম্পূর্ণ (শরীরে) ভিতরে আসিব কি? ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বলিলেন, তোমার সম্পূর্ণ (শরীরে) ভিতরে আস। সুতরাং আমি ভিতরে গেলাম। ওলীদ ইবনে ওসমান (রহঃ) বলেন, "সম্পূর্ণ শরীরে ভিতরে আসিব কি?" কথাটি তিনি তাঁবু ছোট হওয়ার দরুন (রসিকতা করিয়া) বলিয়াছিলেন। (বিদায়াহ)

হযরত আয়েশা (রাঃ)এর রসিকতা

হযরত ইবনে আবি মুলাইকাহ (রাঃ) বলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে কৌতুকপূর্ণ কোন কথা বলিলেন। তাহার মা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, এই (কুরাইশ) গোত্রের কিছু কৌতুকপূর্ণ কথা কেনানাহ্ গোত্র হইতে আসিয়াছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বরং আমাদের কিছু কৌতুকের একটি অংশ হইল এই গোত্র।

হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ)এর রসিকতা

অপর রেওয়ায়াতে আছে, বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) আপন মেয়ে হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ)এর ঘরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত কৌতুক করিয়া বলিলেন, খোদার কসম, ব্যাপার এই রকমই যে, আমি যেই আপনাকে (যুদ্ধ হইতে) পরিত্রাণ দিলাম আরবগণও আপনাকে পরিত্রাণ দিল। অন্যথায় আপনার কারণেই শিংওয়ালা ও শিংবিহীন উভয়ে পরস্পর একে অপরকে আঘাত করিতেছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার কথায় হাসিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, হে আবু হানযালাহ্, তুমি এমন কথা বলিতেছ! (কান্য)

সাহাবা(রাঃ)দের খুরবুজা ছুড়াছুড়ি

বকর ইবনে আবদুল্লাহ্ (রহঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবারা (রাঃ) পরস্পর খরবুজা ছুড়াছুড়ি করিয়া কৌতুক করিতেন। কিন্তু কাজের সময় তাহারাই হইতেন মর্দ বা বীরপুরুষ।

কুররাহ (রহঃ) বলেন, আমি ইবনে সীরীন (রহঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম,

www.BANGLAKITAB.com

সাহাবারা (রাঃ) কি হাস্য রসিকতা করিতেন? তিনি বলিলেন, তাহারা সাধারণ মানুষের মতই ছিলেন। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হাস্যচ্ছলে (এই কবিতা) আবৃত্তি করিতেন,—

يُحِبُّ الْخَمْرَ مِنْ مَالِ النَّدَامٰى ۚ وَيَكْرَهُ اَنْ تُفَارِقَهُ الْفُلُوْسُ

অর্থ ঃ সঙ্গীর পয়সায় শরাব পান করিতে ভালবাসে, নিজের পয়সা খরচ করিতে চাহেনা। (বুখারী)

হযরত নুআইমান (রাঃ)এর রসিকতা

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে,হযরত আবু বকর (রাঃ) ব্যবসার উদ্দেশ্যে বসরার দিকে রওয়ানা হইলেন। নুআইমান ও সুওয়াইবেত ইবনে হারমালাহ (রাঃ) তাঁহার সঙ্গী হইলেন। ইহারা উভয়ই বদরী সাহাবী ছিলেন। সফরে খানা-পিনার দায়িত্ব হযরত সুওয়াইবেত (রাঃ)এর উপর ন্যস্ত ছিল। একবার হযরত নুআইমান (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, আমাকে খাইতে দাও। তিনি বলিলেন, অপেক্ষা কর, হযরত আবু বকরকে আসিতে দাও। হযরত নুআইমান (রাঃ) অত্যন্ত হাস্যরসিক লোক ছিলেন। কতিপয় লোক সেখানে উট বিক্রয়ের জন্য আসিয়াছিল। তিনি তাহাদের নিকট যাইয়া বলিলেন, তোমরা আমার নিকট হইতে একটি শক্তিশালী আরবী গোলাম খরিদ করিবে কি? তাহারা বলিল, হাঁ, করিব। তিনি বলিলেন, গোলামটি অত্যন্ত বাকপটু। সে হয়ত বলিয়া উঠিবে, "আমি আযাদ অর্থাৎ স্বাধীন লোক, (গোলাম নহি)। এমতাবস্থায় যদি তোমরা তাহাকে লইতে না চাহ তবে এখনই বলিয়া ফেল। পরে লইতে অস্বীকার করিয়া আমার ক্ষতি করিও না। তাহারা বলিল, বরং আমরা খরিদ করিলাম। (পরে অস্বীকার করিব না।) সুতরাং তাহারা উহা দশটি উটের বিনিময়ে খরিদ করিল। হযরত নুআইমান (রাঃ) উটগুলি হাঁকাইয়া লইয়া আসিলেন এবং (সুওয়াইবেত (রাঃ)কে দেখাইয়া) তাহাদিগকে বলিলেন, এই যে সেই গোলাম, তোমরা লইয়া যাও। হযরত সুওয়াইবেত (রাঃ) বলিয়া উঠিলেন, এই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, আমি স্বাধীন লোক (গোলাম নহি)। তাহারা বলিল, আমরা তোমার সম্পর্কে পূর্ব হইতেই অবগত আছি। সুতরাং তাহারা তাহার

গলায় রসি বাঁধিয়া (জোরপূর্বক) তাহাকে লইয়া গেল। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) আসিয়া ঘটনা জানিতে পারিলেন এবং সঙ্গীদের লইয়া তাহাদের নিকট গেলেন। উটগুলি ফেরৎ দিয়া তাহাকে মুক্ত করিয়া আনিলেন।

পরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উক্ত ঘটনা বর্ণনা করা হইলে তিনিও তাঁহার আশে পাশে সাহাবারা (রাঃ) এই ঘটনা লইয়া এক বৎসর যাবৎ হাসিলেন। (ইসাবাহ)

হযরত রাবীআহ ইবনে ওসমান (রাঃ) বলেন, এক আরব বেদুঈন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিল। সে তাহার উটটি মসজিদের সম্মুখে বসাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। সাহাবাদের মধ্য হইতে কয়েকজন নুআইমান ইবনে আমর (রাঃ)কে বলিলেন, তুমি যদি এই উটটি জবাই করিতে তবে আমরা খাইতে পারিতাম। কারণ আমাদের গোশত খাইবার খুবই ইচ্ছা হইতেছে। অবশ্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহার দাম পরিশোধ করিয়া দিবেন। হযরত রাবীআহ (রাঃ) বলেন, নুআইমান (রাঃ) উহাকে জবাই করিলেন। ইতিমধ্যে বেদুঈন বাহির হইয়া আসিল এবং সে তাহার বাহনটির এই অবস্থা দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, হায় আমার উট জবাই হইয়া গিয়াছে, ইয়া মুহাম্মাদ ! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহির হইয়া আসিলেন এবং জিজ্ঞসা করিলেন, কে এই কাজ করিয়াছে? সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, নুআইমান। তিনি তাহার তালাশে চলিলেন এবং তাহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। দুবাআহ বিনতে যুবাইর (রাঃ)এর ঘরে আছে বলিয়া সন্ধান পাইলেন। নুআইমান (রাঃ) খেজুরের ডাল ও পাতা দ্বারা শরীর ঢাকিয়া সেখানে একটি গর্তের ভিতর আত্মগোপন করিয়াছিলেন। এক ব্যক্তি তাহার দিকে ইঙ্গিত করিয়া উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ আপনি কি তাহাকে দেখিতেছেন? তারপর তাহার অবস্থানের প্রতি আঙ্গুল উঠাইয়া দেখাইয়া দিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে সেখান হইতে বাহির করিয়া আনিলেন। পাতা ও ময়লা ইত্যাদির দরুন তাহার চেহারা বদলিয়া গিয়াছিল। তিনি বলিলেন, তুমি কেন এই কাজ করিলে? নুআইমান বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ যাহারা আপনাকে আমার সন্ধান দিয়াছে, তাহারাই আমাকে এই কাজ করিতে বলিয়াছে। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার

www.BANGLAKITAB.com

মুখমণ্ডল পরিস্কার করিয়া দিতে লাগিলেন ও হাসিতে লাগিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের দাম দিয়া দিলেন। (ইসাবাহ)

আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুসআব (রহঃ) বলেন, মাখ্‌রামাহ ইবনে নওফল ইবনে উহাইব যুহরী নামে মদীনাতে একজন বৃদ্ধ ও অন্ধ ব্যক্তি ছিলেন। একশত পঁচিশ বৎসর তাহার বয়স হইয়াছিল। অন্ধ হওয়ার দরুন ঠাহর করিতে না পারিয়া তিনি একদিন মসজিদের ভিতরেই পেশাব করিবার জন্য উঠিলেন। লোকজন চিৎকার আরম্ভ করিলে নুআইমান ইবনে আমর নাজ্জারী (রাঃ) আসিয়া তাহাকে মসজিদের এক কোণে লইয়া গেলেন এবং বলিলেন, এইখানে বস। তাহাকে সেখানে পেশাব করিতে বসাইয়া দিয়া নুআইমান সরিয়া গেলেন। তিনি সেখানে পেশাব করিতে আরম্ভ করিলে লোকজন আবার চিৎকার করিয়া উঠিল। তিনি পেশাব শেষ করিয়া বলিলেন, তোমাদের নাশ হউক, কে আমাকে এখানে আনিয়া বসাইয়াছে? লোকেরা বলিল, নুআইমান ইবনে আমর। তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তার এই করে, সেই করে। আমি আল্লাহর নামে শপথ করিলাম, যদি তাহাকে ধরিতে পারি তবে আমার এই লাঠি দ্বারা তাহাকে এমন মার মারিব যে, যাহা হইবার একটা কিছু হইয়া যাইবে। তারপর আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় বেশ কিছুদিন কাটিয়া গেল। মাখরামাও সব কথা ভুলিয়া গেলেন। এমতাবস্থায় একদিন হযরত ওসমান (রাঃ) মসজিদের এক কোণে দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেছিলেন। আর তিনি নামাযের মধ্যে কোন দিকে লক্ষ্য করিতেন না। এমন সময় নুআইমান (রাঃ) মাখরামাহ (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিলেন, তুমি নুআইমানকে ধরিতে চাহ। তিনি বলিলেন, হাঁ, কোথায় সে? আমাকে দেখাইয়া দাও। সুতরাং তাহাকে লইয়া আসিয়া হযরত ওসমান (রাঃ)এর নিকট দাড় করাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, ধর, এই সেই ব্যক্তি। মাখরামাহ্ (রাঃ) দুইহাতে লাঠি ধরিয়া হযরত ওসমান (রাঃ)কে এমন জোরে মারিলেন যে, তাঁহার মাথায় যখম হইয়া গেল। তাহাকে বলা হইল যে, তুমি তো আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমান (রাঃ)কে মারিয়াছ। এই ঘটনা জানিতে পারিয়া হযরত মাখ্‌রামাহ্ (রাঃ)এর বংশ বনু যোহরার লোকজন সমবেত হইল। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, আল্লাহ্‌র লা'নত হউক নুআইমানের উপর। ছাড় নুআইমানকে, কারণ সে বদরে শরীক ছিল। (ইসাবাহ)

দান ও উদারতা

সাইয়্যেদুনা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দানশীলতা

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাপেক্ষা দানশীল ছিলেন। এবং রমযান মাসে যখন হযরত জিব্রাঈল (আঃ)এর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইত তখন তিনি সর্বাধিক দান করিতেন। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) রমযান মাসে প্রত্যেক রাত্রে তাঁহার নিকট আসিয়া কুরআন পাকের দাওর অর্থাৎ পুনরাবৃত্তি করিতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মাল–দৌলতের ব্যাপারে প্রবাহ্‌মান বায়ু অপেক্ষা অধিক উদার হইয়া যাইতেন।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কেহ কোন জিনিষ চাহিলে কখনও তিনি না বলিতেন না।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবু বকর (রহঃ) বলিয়াছেন যে, হযরত আবু উসাইদ (রাঃ) বলিতেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কেহ কিছু চাহিলে তিনি কখনও নিষেধ করিতেন না।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেহ কোন বিষয়ে অনুরোধ করিলে, যদি তিনি উহা করিতে ইচ্ছা করিতেন তবে হাঁ বলিতেন। নতুবা চুপ করিয়া থাকিতেন। কারণ তিনি কোন বিষয়ে না বলিতেন না।

হযরত রুবাইয়্যে' (রাঃ)কে স্বর্ণ দানের ঘটনা

হযরত রুবাইয়্যে' বিনতে মুআব্বিয ইবনে আফ্‌রা' (রাঃ) বলেন, হযরত মুআব্বিয ইবনে আফ্‌রা' (রাঃ) এক সা' (তিন সের ছয় ছটাক) পরিমাণ তাজা খেজুরের উপর কিছু কচি শসা রাখিলেন, এবং আমাকে দিয়া তাহা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পাঠাইলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শসা অত্যন্ত পছন্দ করিতেন। তখন তাঁহার নিকট বাহরাইন হইতে কিছু অলঙ্কারাদি আসিয়াছিল। তিনি তাহা হইতে মুষ্টি ভরিয়া আমাকে দান করিলেন। অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি আমাকে দুই হাত

www.BANGLAKITAB.com

ভরিয়া অলঙ্কার বা স্বর্ণ দিলেন। অপর রেওয়ায়াতে আছে, তারপর বলিলেন, তুমি এইগুলি পরিধান করিও। (বিদায়াহ)

হযরত উম্মে সুম্বুলাহ (রাঃ)কে ময়দান দানের ঘটনা

হযরত উম্মে সুম্বুলাহ্ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কিছু হাদিয়া লইয়া আসিলেন। কিন্তু তাঁহার বিবিগণ উহা গ্রহণ করিতে চাহিলেন না। তাঁহারা বলিলেন, আমরা লইব না। পরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে আদেশ করিলে তাঁহারা গ্রহণ করিলেন। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে একটি বিরাট উপত্যকা (ময়দান) দান করিলেন। যাহা পরবর্তীকালে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ (রাঃ) হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) হইতে খরিদ করিয়াছেলেন। (তাবরানী)

সাহাবা (রাঃ)দের দানশীলতা

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন যে, একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, আমি নিয়ত করিয়াছি যে, এই কাপড়খানা আরবের সর্বাধিক দানশীল ব্যক্তিকে দান করিব। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই যুবক অর্থাৎ হযরত সাঈদ ইবনে আস (রাঃ)কে উহা দিয়া দাও। তিনি সেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন। উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই সাঈদিয়া নামক কাপড়ের নামকরণ হয়। (মুনতাখাব)

সাহাবা (রাঃ)দের দানশীলতা ও উদারতার আরো বহু ঘটনা মাল খরচের অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

অগ্রাধিকার দান

হযরত অব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, এক কাল আমাদের এরূপ কাটিয়াছে যে, আমাদের কেহই দিরহাম ও দীনারের ব্যাপারে নিজেকে তাঁহার মুসলমান ভাই অপেক্ষা অধিক হক্বদার মনে করিত না, আর বর্তমানে আমাদের

অবস্থা এরূপ যে, আমাদের নিকট আপন মুসলমান ভাই অপেক্ষা দিরহাম ও দীনার অধিক প্রিয়। (তাবরানী)

কঠিন পিপাসার সময়, কাপড়ের অভাব কালে, আনসারদের ঘটনাবলীতে এবং নিজ প্রয়োজন সত্বেও আল্লাহ্র রাহে খরচের বর্ণনায় অগ্রাধিকারদানের আরও ঘটনা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

সবর

সর্বপ্রকার রোগের উপর সবর করা

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জ্বর-যন্ত্রণায় সবর

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তিনি জ্বরাক্রান্ত ও শরীর মোবারকের উপর চাদর জড়াইয়া আছেন। তিনি চাদরের উপর হাত রাখিয়া বলিয়া উঠিলেন, কি তীব্র জ্বর! ইয়া রাসুলাল্লাহ্! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এইভাবে আমাদের উপর বালা-মুসীবতকে কঠিন করা হয় এবং আমাদের সওয়াবকে দ্বিগুণ করিয়া দেওয়া হয়। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, সর্বাধিক কঠিন বালা-মুসীবত কাহাদিগকে দেওয়া হয়? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, নবীগণকে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তারপর কাহাদিগকে? বলিলেন, আলেমদিগকে। জিজ্ঞাসা করিলেন, তারপর কাহাদিগকে? বলিলেন, নেক লোকদিগকে। এমন কি পূর্বে তাহাদের কাহাকেও উকুন দ্বারা এরূপ আক্রান্ত করা হইত যে, উহাতেই তাহার মৃত্যু হইয়া যাইত। আর কাহাকেও এরূপ অভাবগ্রস্থ করিয়া দেওয়া হইত যে, সে সাধারণ জুব্বা ব্যতীত পরিধানের কিছুই পাইত না, তথাপি তোমাদের কেহ দান পাইয়া যে পরিমাণ আনন্দিত হইয়া থাকে তাহারা মুসীবত গ্রস্থ হইয়া তদপেক্ষা অধিক আনন্দিত হইত। (কান্য)

হযরত আবু ওবায়দাহ্ ইবনে হোযাইফা (রাঃ) তাঁহার ফুফু হযরত ফাতেমা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, আমরা কতিপয় মহিলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিতে গেলাম। তিনি জ্বরাক্রান্ত ছিলেন। একটি মশকের ভিতর পানি ভরিয়া গাছের সহিত ঝুলাইয়া দিতে

WWW.BANGLAKITAB.COM

বলিলেন, এবং তিনি উহার নিচে শয়ন করিলেন। জ্বরের তীব্রতার দরুন এইরূপে তাহার মাথায় ফোটা ফোটা পানি ঢালা হইতেছিল। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি যদি আল্লাহ্র নিকট রোগ মুক্তির জন্য দোয়া করিতেন? তিনি বলিলেন, নবীগণ সর্বাপেক্ষা অধিক মুসীবতগ্রস্থ হইয়া থাকেন। তারপর তাঁহাদের নিকটবর্তীগণ, তারপর তাঁহাদের নিকটবর্তীগণ, তারপর তাঁহাদের নিকটবর্তীগণ। (কান্য)

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একবার রাত্রিবেলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেদনা হইতে লাগিলে তিনি বেদনার ফরিয়াদ করিতেছিলেন ও বিছানায় এপাশ ওপাশ করিতেছিলেন। (ইহা দেখিয়া) হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, আমাদের কেহ এরূপ করিলে তো আপনি অসন্তুষ্ট হইতেন। তিনি বলিলেন, মুমিনগণের সহিত (এরূপ বিপদ–আপদ ও রোগ–শোকের দ্বারা) কঠোরতা করা হইয়া থাকে। তবে মুমিনের যে কোন কষ্ট হয়—কাঁটা ফুটে বা ব্যথা–বেদনা হয় উহা দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা তাহার গুনাহ্কে দূর করিয়া দেন ও তাহার মরতবা বা মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দেন। (কান্য)

সাহাবা (রাঃ)দের রোগের উপর সবর করা

ক্বোবাবাসীদের জ্বরে সবর করা

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, জ্বর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইবার অনুমতি চাহিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে ইহা? জ্বর বলিল, (আমি) উম্মে মিলদাম। তিনি তাহাকে ক্বোবাবাসীদের নিকট যাইতে আদেশ করিলেন। তারপর জ্বরের দরুন তাহাদের যে করুণ অবস্থা হইয়াছিল তাহা আল্লাহ্ জানেন। তাহারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উহার ফরিয়াদ করিলেন। তিনি বলিলেন, তোমরা কি চাহ? যদি চাহ আমি আল্লাহ্র নিকট দোয়া করিতে পারি, তিনি উহা তোমাদের নিকট হইতে সরাইয়া দিবেন। আর যদি চাহ (তোমরা উহাতে আক্রান্ত থাক এবং) তোমাদের জন্য উহা গুনাহ হইতে পবিত্রতার উপায় হউক। তাহারা বলিলেন, সত্যই কি আপনি এরূপ

করিবেন? তিনি বলিলেন, হাঁ। তাঁহারা বলিলেন, তবে থাক।

হযরত সালমান (রাঃ) বলেন, জ্বর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইবার অনুমতি চাহিলে তিনি বলিলেন, কে তুমি? জ্বর বলিল, আমি জ্বর, গোশত ছিলিয়া লই, রক্ত চুষিয়া লই। তিনি বলিলেন, ক্বোবাবাসীদের নিকট যাও। জ্বর তাহাদের নিকট চলিয়া গেল। তারপর ক্বোবা বাসীগণ পাণ্ডুবর্ণ ও ফ্যাকাসে চেহারা লইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলেন এবং জ্বরের বিরুদ্ধে তাঁহার নিকট নালিশ জানাইলেন। তিনি বলিলেন, তোমরা কি চাহ? যদি চাহ আমি আল্লাহর নিকট দোয়া করিতে পারি, তিনি উহা তোমাদের উপর হইতে দূর করিয়া দিবেন। আর যদি চাহ উহাকে যেমন আছে থাকিতে দাও, তোমাদের অবশিষ্ট গুনাহ্গুলিকে মোচন করিয়া দিবে। তাঁহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, হাঁ, উহাকে যেমন আছে থাকিতে দিন। (বিদায়াহ)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, জ্বর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমাকে আপনার সর্বাধিক প্রিয় কাওমের নিকট অথবা বলিল, সর্বাধিক প্রিয় সাহাবীদের নিকট প্রেরণ করুন। তিনি বলিলেন, আনসারদের নিকট যাও। জ্বর তাহাদের নিকট গেল এবং তাহাদিগকে কাহিল করিয়া দিল। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমাদের উপর জ্বরের আক্রমণ হইয়াছে, শেফা লাভের দোয়া করুন। তিনি তাহাদের জন্য দোয়া করিলে উহা দূর হইয়া গেল। একজন মহিলা আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্। আমার জন্যও দোয়া করুন, কারণ আমিও আনসারদের মধ্য হইতে একজন। সুতরাং আমার জন্যও দোয়া করুন, যেমন তাহাদের জন্য করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার নিকট কোন্টা অধিক প্রিয়? আমি তোমার জন্য দোয়া করি আর উহা দূর হইয়া যাক, না তুমি সবর করিবে, আর তোমার জন্য বেহেশ্ত ওয়াজিব হইয়া যাইবে। মহিলাটি বলিল, না, খোদার কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি সবর করিব। এই কথা তিনবার বলিল। তারপর বলিল, খোদার কসম, আমি কোন মূল্যে তাঁহার বেহেশতের বিনিময় করিব না। (বিদায়াহ)

www.BANGLAKITAB.com

এক যুবকের জ্বরে সবর করা

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, এক যুবক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত উঠা-বসা করিত। একবার তাহাকে অনুপস্থিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপার, অমুককে দেখিতে পাইতেছি না? লোকেরা বলিলেন, তাহার জ্বর হইয়াছে। তিনি বলিলেন, চল তাহাকে দেখিয়া আসি। তিনি যখন ঘরে প্রবেশ করিলেন, যুবকটি কাঁদিয়া উঠিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, কাঁদিও না। জিব্রাঈল (আঃ) আমাকে সংবাদ দিয়াছেন যে, জ্বর আমার উম্মতের জাহান্নামের অংশ। (অর্থাৎ দুনিয়াতে জ্বর হইলে আখেরাতে জাহান্নামে জ্বলিতে হইবে না।)

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সবর করা

আবু সফর (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর অসুখের সময় কতিপয় লোক তাঁহাকে দেখিতে গেল এবং তাহারা বলিল, হে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলীফা, আপনাকে দেখিবার জন্য কোন ডাক্তার ডাকিব কি? তিনি উত্তর দিলেন, ডাক্তার আমাকে দেখিয়াছেন। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, তিনি আপনাকে কি বলিয়াছেন? বলিলেন, তিনি বলিয়াছেন, আমি যাহা ইচ্ছা করিয়া থাকি। (কান্য)

হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর সবর করা

মুআবিয়া ইবনে কুররা (রহঃ) বলেন, হযরত আবু দারদা (রাঃ) অসুস্থ হইলে তাঁহার সঙ্গীগণ দেখিতে আসিলেন। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবু দারদা, আপনার অসুখ কি? তিনি উত্তর দিলেন, আমার গুনাহের অসুখ। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কিসে আগ্রহ? তিনি বলিলেন, বেহেশতের আগ্রহ রাখি। তাহারা বলিলেন, আপনার জন্য কোন ডাক্তার ডাকিব কি? তিনি বলিলেন, তিনিই (অর্থাৎ ডাক্তারই) তো আমাকে শোয়াইয়াছেন। (আবু নুআঈম)

হযরত মুআয (রাঃ)এর প্লেগ রোগে সবর করা

আবদুর রহমান ইবনে গান্‌ম (রহঃ) বলেন, শাম দেশে যখন প্লেগ রোগ

দেখা দিল তখন হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) বলিলেন, এই প্লেগ একটি আযাব। সুতরাং তোমরা ইহা হইতে ময়দান ও পাহাড়ের দিকে পলায়ন কর। হযরত শুরাহ্বীল ইবনে হাসানা (রাঃ)এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি রাগান্বিত হইলেন এবং বলিলেন, আমর ইবনে আস মিথ্যা বলিয়াছে। আমি যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ লাভ করিয়াছি তখন আম্‌র তাহার পারিবারের হারানো উট অপেক্ষা অধিক পথভ্রষ্ট ছিল। এই প্লেগ তোমাদের নবীর দোয়া, তোমাদের রব্বের রহমাত ও তোমাদের পূর্বেকার নেক লোকদের মৃত্যু রোগ। হযরত মুআয (রাঃ)এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি বলিয়া উঠিলেন, আয় আল্লাহ্, মুআযের পরিবারকে ইহা হইতে পূর্ণ অংশ দান করুন। সুতরাং তাঁহার দুই মেয়ে (এই প্লেগ রোগে) ইন্তেকাল করিলেন। তারপর তাঁহার ছেলে আব্দুর রহমান আক্রান্ত হইলেন। তিনি (পিতাকে সম্বোধন করিয়া) বলিলেন—

اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ

অর্থঃ সত্য আপনার রব্বের পক্ষ হইতে, সুতরাং আপনি কখনই সংশয়ীদের অন্তর্ভূক্ত হইবেন না।

পিতা উত্তরে বলিলেন—

سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ

অর্থ ঃ তুমি ইনশাআল্লাহ্ আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাইবে।

অতঃপর হযরত মুআয (রাঃ)ও আক্রান্ত হইলেন। তাহার হাতের পৃষ্ঠে এই রোগ দেখা দিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, ইহা আমার নিকট লাল উটের পাল লাভ করা অপেক্ষা প্রিয়। তিনি এক ব্যক্তিকে কাঁদিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন কাঁদিতেছ? সে বলিল, সেই এলমের জন্য যাহা আপনার নিকট হইতে অর্জন করিতাম। তিনি বলিলেন, কাঁদিও না, কারণ ইব্রাহীম (আঃ) এমন দেশে ছিলেন যেখানে কোন আলেম ছিল না; কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহাকে এলম দান করিয়াছেন। আমি মরিয়া গেলে চার ব্যক্তির নিকট এলম তালাশ করিও, আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ),

WWW.BANGLAKITAB.COM

সালমান (রাঃ) ও আবু দারদা (রাঃ)। (কানয)

অপর এক রেওয়ায়াতে সংক্ষিপ্তভাবে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত মুআয (রাঃ), হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ), হযরত শুরাহবীল ইবনে হাসানাহ্ (রাঃ) ও হযরত আবু মালেক আশজায়ী (রাঃ) একই সঙ্গে ও একই দিনে উক্ত প্লেগে আক্রান্ত হন। হযরত মুআয (রাঃ) বলিলেন, ইহা তোমাদের রব্বের পক্ষ হইতে রহমাত ও তোমাদের নবীর দোয়া এবং তোমাদের পূর্বেকার নেকলোকদের মৃত্যুরোগ। আয় আল্লাহ্, মুআযের পরিবারকে এই রহমাত হইতে পূর্ণ অংশ দান করুন। অতঃপর সন্ধ্যার পূর্বেই তাঁহার সর্বাধিক প্রিয় ও প্রথম পুত্র আব্দুর রহমান আক্রান্ত হইলেন। তিনি মসজিদ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে কাতর অবস্থায় দেখিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আব্দুর রহমান, কেমন আছ? উত্তরে পুত্র বলিলেন, আব্বাজান, সত্য আপনার রব্বের পক্ষ হইতে (আসিয়াছে)। সুতরাং আপনি কখনও সংশয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হইবেন না। হযরত মুআয (রাঃ) বলিলেন, আর আমাকে ইনশাআল্লাহ্ তুমি ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাইবে। তারপর তাহার ইন্তেকাল হইয়া গেলে রাত্রিতে দাফন না করিয়া পরদিন সকালে দাফন করিলেন। তারপর হযরত মুআয (রাঃ) আক্রান্ত হইলেন। যখন তাঁহার যন্ত্রণা বাড়িয়া গেল তিনি বলিলেন, "মৃত্যু যন্ত্রণা"। এবং তাঁহার যন্ত্রণা এত বেশী হইল যে, আর কাহারো এরূপ হয় নাই। যখনই তাঁহার জ্ঞান ফিরিত তিনি চক্ষু মেলিতেন আর বলিতেন, হে আমার রব্ব, আপনার (মৃত্যু) ফাঁস আমার গলায় পরাইয়া দিন। আপনার ইয্যতের ক্বসম, আপনি অবশ্যই জানেন যে, আমার অন্তর আপনাকে ভালবাসে। (হাকেম)

হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) ও অন্যান্য মুসলমানদের প্লেগরোগে সবর করা

শাহ্র ইবনে হাওশাব (রহঃ) তাঁহার বংশের এক ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন যে, যখন প্লেগ তীব্র আকার ধারণ করিল তখন হযরত আবু ওবায়দাহ্ (রাঃ) লোকদের মধ্যে খোতবা দিবার উদ্দেশ্যে দাঁড়াইলেন। এবং বলিলেন, হে লোক সকল, এই রোগ তোমাদের জন্য রহমাত, তোমাদের নবীর দোয়া ও তোমাদের পূর্বেকার নেকলোকদের মৃত্যুর কারণ। আর আবু ওবায়দাহ আল্লাহ্র নিকট

(উহা হইতে) তাহার নিজের অংশ চাহিতেছে। সুতরাং তিনি আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করিলেন। অতঃপর হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন এবং তিনিও খোতবার জন্য উঠিলেন। বলিলেন, হে লোক সকল, এই রোগ তোমাদের জন্য রহমাতস্বরূপ, তোমাদের নবীর দোয়া এবং তোমাদের পূর্ববর্তী নেকলোকদের মৃত্যুর কারণ। আর মুআয আল্লাহ্র নিকট দোয়া করিতেছে যে, তিনি যেন (উহা হইতে) তাঁহার পরিবারকে অংশ দান করেন। সুতরাং তাঁহার ছেলে আব্দুর রহমান আক্রান্ত হইলেন ও ইন্তেকাল করিলেন। তারপর দাঁড়াইয়া নিজের জন্য দোয়া করিলেন। সুতরাং তাঁহার হাত আক্রান্ত হইল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি, তিনি নিজের হাতের প্রতি চাহিতেন ও উহাকে ওলট পালট করিতেন আর বলিতেন, তোমার ভিতর যে রোগ আছে উহার বিনিময়ে আমি দুনিয়ার কোন জিনিষকে পছন্দ করিব না। অতঃপর তাঁহার ইন্তেকাল হইয়া গেলে হযরত আম্র ইবনে আস (রাঃ) তাঁহার স্থলে লোকদের আমীর নিযুক্ত হইলেন। তিনি লোকদের মধ্যে খোতবা দিবার জন্য দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে লোক সকল, এই রোগ যখন দেখা দেয় তখন উহা অগ্নিশিখার ন্যায় ছড়াইয়া পড়ে। সুতরাং তোমরা পাহাড়ের ভিতর আশ্রয় গ্রহণ কর। ইহা শুনিয়া হযরত আবু ওয়াসেলাহ হুযালী (রাঃ) বলিলেন, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। খোদার ক্বসম, আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ লাভ করিয়াছি তখন তুমি আমার এই গাধা অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলে। হযরত আম্র ইবনে আস (রাঃ) উত্তরে বলিলেন, আমি আপনার কথার প্রতিউত্তর করিব না। তবে খোদার ক্বসম, আমি এখানে অবস্থান করিব না। তারপর তিনি উক্ত স্থান হইতে সরিয়া পড়িলেন, লোকজনও সরিয়া পড়িল এবং বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়িল। আর আল্লাহ্ তায়ালা এই বালা দূর করিয়া দিলেন। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর নিকট আমর ইবনে আস (রাঃ)এর উক্ত রায় সম্পর্কে সংবাদ পৌছিলে খোদার ক্বসম, তিনি উহাকে অপছন্দ করেন নাই। (বিদায়াহ)

প্লেগরোগ সম্পর্কে হযরত মুআয (রাঃ)এর উক্তি

আবু কিলাবাহ্ (রহঃ) বলেন, শাম দেশে প্লেগ দেখা দিলে হযরত আম্র

WWW.BANGLAKITAB.COM

ইবনে আস (রাঃ) বলিলেন, ইহা একটি আযাবস্বরূপ আসিয়াছে। তোমরা পাহাড় এবং ময়দানের দিকে ছড়াইয়া পড়। হযরত মুআয (রাঃ)এর নিকট তাহার এই কথা পৌঁছিলে তিনি উহার সত্যতা স্বীকার করিলেন না। এবং বলিলেন, বরং ইহা শাহাদাত ও রহমাত এবং তোমাদের নবীর দোয়া। আয় আল্লাহ্, মুআয ও তাঁহার পরিবারকে আপনার রহমাত হইতে অংশ দান করুন। আবু কিলাবাহ (রহঃ) বলেন, শাহাদাত ও রহমাত হওয়ার অর্থ তো বুঝিতে পারিয়াছি, কিন্তু "তোমাদের নবীর দোয়া" এর অর্থ বুঝিতে পারি নাই। পরবর্তীতে জানিতে পারিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাত্রিতে নামায পড়িতেছিলেন। হঠাৎ তিনি দোয়ার মধ্যে বলিতে লাগিলেন, তবে জ্বর অথবা প্লেগ। এই কথা তিন বার বলিলেন। সকাল বেলা তাঁহার পরিবারের কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনাকে রাত্রিতে একটি দোয়া করিতে শুনিলাম। তিনি বলিলেন, তুমি শুনিয়াছ কি? বলিলেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি আমার রব্বের নিকট দোয়া করিয়াছি, যেন, আমার উম্মতকে দুর্ভিক্ষের দ্বারা ধ্বংস না করেন। তিনি আমার এই দোয়া কবুল করিয়াছেন। এবং আমি আল্লাহ্র নিকট এই দোয়া করিয়াছি যে, আমার উম্মতের উপর এমন কোন দুশমনকে আধিপত্য দান না করেন যে তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দেয়। আর এই দোয়া করিয়াছি যে, যেন তাহাদিগকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া পরস্পর যুদ্ধের স্বাদ গ্রহণ না করান। কিন্তু তিনি আমার এই দোয়া কবুল করিতে অস্বীকৃতি জানাইয়াছেন অথবা বলিয়াছেন, আমাকে মানা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমি বলিয়াছি তবে জ্বর অথবা প্লেগ দ্বারা। অর্থাৎ তিন বার বলিয়াছেন। (আহমাদ)

প্লেগরোগে হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ)এর আনন্দিত হওয়া

হযরত ওরওয়া ইবনে যুবায়ের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আমওয়াসের প্লেগ হইতে হযরত আবু ওবায়দাহ্ ইবনে জাররাহ (রাঃ) ও তাঁহার পরিবার নিরাপদ ছিলেন। অতঃপর তিনি দোয়া করিলেন যে, আয় আল্লাহ্, আবু ওবায়দার পরিবারকে আপনার (রহমাতের) অংশ দান করুন। সুতরাং হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ)এর কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে ফোঁড়ার ন্যায় দেখা দিল। তিনি উহার প্রতি দেখিতে

লাগিলেন। কেহ তাঁহাকে বলিল, ইহা তেমন কিছু নহে। তিনি বলিলেন, আমি আশা করি আল্লাহ্ তায়ালা উহাতে বরকত দান করিবেন। আর তিনি অল্প জিনিষে বরকত দান করিলে উহা বেশী হইয়া যায়।

হারেস ইবনে ওমায়ের হারেসী (রহঃ) বলেন, হযরত মুআয (রাঃ) তাহাকে হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ)এর নিকট জিজ্ঞাসা করিতে পাঠাইলেন যে, তিনি কেমন আছেন? ইতিপূর্বে তিনি প্লেগ আক্রান্ত হইয়াছিলেন। হযরত আবু ওবায়দাহ্ (রাঃ) তাঁহার হাতে সৃষ্ট ক্ষত তাহাকে দেখাইলেন। উহা দেখিয়া হারেসের অন্তর উহার ভয়াবহতা উপলব্ধি করিল এবং তিনি আতঙ্কিত হইলেন। তাহার মনের ভাব লক্ষ্য করিয়া হযরত আবু ওবায়দাহ্ (রাঃ) আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া বলিলেন যে, এই রোগের বিনিময়ে লাল বর্ণের উষ্ট্রপাল লইতেও তিনি রাজী নহেন। (মুনতাখাব)

দৃষ্টি হারাইবার উপর সবর করা

সাহাবা (রাঃ)দের দৃষ্টি হারাইবার উপর সবর করা

হযরত যায়েদ (রাঃ)এর সবর

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বলেন, একবার আমার চোখে অসুখ হইল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখিতে আসিলেন এবং বলিলেন, হে যায়েদ, তুমি যদি অন্ধ হইয়া যাও তবে কি করিবে? তিনি বলিলেন, আমি সবর করিব ও সাওয়াবের আশা করিব। তিনি বলিলেন, যদি তোমার চক্ষু নষ্ট হইয়া যায় আর তুমি সবর কর ও সাওয়াবের আশা কর তবে তোমার সাওয়াব হইল বেহেশ্‌ত।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ)কে দেখিবার জন্য তাহার ঘরে গেলাম। তাহার চোখে অসুখ হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, হে যায়েদ, যদি তোমার দৃষ্টি নষ্ট হইয়া যায় আর তুমি সবর কর ও সাওয়াবের আশা কর তবে আল্লাহ্র সহিত তোমার এমনভাবে সাক্ষাৎ হইবে যে, তোমার কোন গুনাহ্ অবশিষ্ট থাকিবে না।

অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) হইতে এরূপ

www.BANGLAKITAB.com

বর্ণিত হইয়াছে যে, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার অসুস্থতার সময় তাহাকে দেখিতে আসিয়া বলিলেন, তোমার এই অসুখে তোমার কোন ক্ষতি হইবে না ; কিন্তু তখন তুমি কি করিবে যখন আমার পর বয়স কালে তুমি অন্ধ হইয়া যাইবে? তিনি উত্তর দিলেন, তখন আমি সবর করিব ও সাওয়াবের আশা করিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তবে তো বিনা হিসাবে তুমি বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে। সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর তিনি অন্ধ হইয়া গেলেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর তিনি অন্ধ হইয়া গেলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে আল্লাহ্ তায়ালা আবার তাহার চক্ষু ফিরাইয়া দিলেন এবং তারপর তাঁহার ইন্তেকাল হইল। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার উপর রহম করেন।

অপর একজন সাহাবী (রাঃ)এর সবর

কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবীর চক্ষু অন্ধ হইয়া গেলে লোকেরা তাঁহাকে দেখিতে গেল। তিনি বলিলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিবার জন্য এই চক্ষুদ্বয়ের আশা করিতাম। কিন্তু আজ যেহেতু তিনি দুনিয়া হইতে বিদায় হইয়া গিয়াছেন, সুতরাং খোদার কসম, আমি এই চক্ষুদ্বয়ের (অন্ধত্বের) বিনিময়ে তাবালার কোন হরিণ গ্রহণ করাও পছন্দ করিব না।

সন্তান, আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনদের মৃত্যুতে সবর

সাইয়্যেদুনা হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)এর সন্তান বিয়োগে সবর করা

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমি ইব্রাহীম (রাঃ)কে দেখিয়াছি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে তাঁহার মৃত্যু যন্ত্রণা হইতেছিল। ইহা দেখিয়া তাঁহার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইয়া গেল এবং তিনি

বলিলেন, চক্ষু অশ্রু বর্ষণ করিতেছে, অন্তর ব্যথিত হইতেছে, কিন্তু আমরা তাহাই বলিব যাহাতে আমাদের রব্ব সন্তুষ্ট হন। হে ইব্রাহীম, আমরা তোমার মৃত্যুতে শোকাভিভূত।

মাকহুল (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)এর উপর ভর দিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। ইব্রাহীম (রাঃ)এর মৃত্যু যন্ত্রণা হইতেছিল। তাঁহার ইন্তেকাল হইয়া গেলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইল। ইহা দেখিয়া হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, আয় আল্লাহর রাসূল, আপনি তো লোকদিগকে ইহা হইতে বারণ করিয়া থাকেন। এখন যদি মুসলমানগণ আপনাকে কাঁদিতে দেখে তবে তাহারাও কাঁদিতে আরম্ভ করিবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশ্রু থামিলে বলিলেন, ইহা এক প্রকার দয়া। যে ব্যক্তি দয়া করে না তাহার উপরও দয়া করা হয় না। আমরা লোকদেরকে বিলাপ করিতে ও মৃতব্যক্তির এমন প্রশংসা করিতে নিষেধ করি যাহা তাহার মধ্যে ছিল না। তারপর বলিলেন, যদি (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে) সকলকে একত্রিত করিবার ওয়াদা ও মৃত্যুর পূর্ব পরিচালিত পথ এবং এই কথা না হইত যে, আমাদের পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীগণের সহিত মিলিত হইবে, তবে তাহার জন্য আমাদের শোকাবেগ ইহার বিপরীত হইত। আমরা অবশ্যই তাহার মৃত্যুতে শোকাভিভূত। চক্ষু অশ্রু বর্ষণ করিতেছে, অন্তর ব্যথিত হইতেছে, তথাপি আমরা এমন কথা বলিব না যাহাতে আমাদের রব্ব অসন্তুষ্ট হন। তাহার (ইব্রাহীমের) অবশিষ্ট দুধপান বেহেশ্‌তে পূরণ করা হইবে। (ইবনে সা'দ)

নাতির মৃত্যুতে সবর

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় তাঁহার কোন এক মেয়ে তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং সংবাদ পাঠাইলেন যে, তাহার সন্তানের মৃত্যু হইতেছে। তিনি সংবাদদাতাকে বলিলেন, তাহাকে যাইয়া বল যে, আল্লাহ তায়ালা যাহা লইয়া যান তাহা তাহারাই, আর তিনি যাহা দান করেন তাহারও

www.BANGLAKITAB.com

তাহারই। প্রত্যেক জিনিষের জন্য তাঁহার পক্ষ হইতে সময় নির্ধারিত আছে। তাহাকে বল, যেন সবর করে ও সাওয়াবের আশা করে। সংবাদদাতা পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তিনি ক্বসম খাইয়াছেন, আপনাকে অবশ্যই আসিতে হইবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠিলেন এবং তাঁহার সহিত হযরত সাদ ইবনে ওবাদাহ্ (রাঃ), হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ), হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ), হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) ও অন্যান্য কিছু লোকও উঠিলেন। হযরত উসামাহ্ (রাঃ) বলেন, আমিও তাহাদের সহিত চলিলাম। শিশুটিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আনা হইল। তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস এরূপ উঠা-নামা করিতেছিল মনে হইল যেন প্রাণ বায়ু একটি পুরাতন মশকের ভিতর রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া তাঁহার চক্ষুদ্বয় ছাপিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। হযরত সাদ (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ইহা কি? তিনি বলিলেন, ইহা দয়া, যাহা আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার বান্দাগণের অন্তরে রাখিয়াছেন। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার বান্দাগণের মধ্য হইতে দয়াবানদের উপরই দয়া করিয়া থাকেন। (কান্য)

হযরত হামযা (রাঃ)এর শাহাদাতে সবর

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ)এর শাহাদাতের পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার (লাশের) নিকট দাঁড়াইলেন। এবং এমন দৃশ্য দেখিলেন যাহা অপেক্ষা মর্মান্তিক দৃশ্য তিনি কখনও দেখেন নাই। তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাটা-বিকৃত লাশের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, তোমার প্রতি আল্লাহ্র রহমাত বর্ষিত হউক। আমার জানা মতে তুমি আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনকারী ও অত্যাধিক সৎকর্মকারী ছিলে। খোদার ক্বসম, তোমার জন্য তোমার পরবর্তীগণ শোক করিবে এই আশঙ্কা না হইলে তোমাকে এইভাবে (মাটির উপর) রাখিয়া দিতে পারিলে আমি খুশী হইতাম, যেন কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে হিংস্র জন্তুর উদর হইতে পুনরুজ্জীবিত করেন। অথবা ইহার ন্যায় কোন কথা বলিয়াছেন। (তারপর বলিলেন,) শুনিয়া রাখ, খোদার ক্বসম,

তোমার লাশের ন্যায় তাহাদের সত্তর জনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করতঃ বিকৃত করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিব। তৎক্ষণাৎ জিব্রাঈল (আঃ) এই আয়াত লইয়া হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অবতীর্ণ হইলেন, এবং পড়িয়া শুনাইলেন—

اِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ ..... اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ

অর্থ ঃ "আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে উদ্যত হও, তবে ঐ পরিমাণই প্রতিশোধ গ্রহণ কর, যেই পরিমাণ তোমরা অত্যাচারিত হইয়াছ, আর যদি সবর কর, উহা সবরকারীদের জন্য অতি উত্তম কাজ। আর আপনি ধৈর্য ধরুন, এবং আপনার ধৈর্য ধারণ হইবে কেবল আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্যে, আর তাহাদের (বিরোধিতার) উপর দুঃখিত হইবেন না। এবং তাহারা যে সমস্ত চক্রান্ত করিতেছে উহার দরুন সংকীর্ণমনা হইবেন না।"

সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিশোধ গ্রহণ হইতে বিরত রহিলেন ও ক্বসমের কাফ্ফারা দিলেন। (বায্যার)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত হামযা (রাঃ)এর নিকট দাঁড়াইলেন ও তাহার সহিত যে নির্মম ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা দেখিলেন তখন বলিলেন, যদি আমাদের মেয়েদের শোক-দুঃখের আশংকা না হইত তবে আমি তাহাকে দাফন না করিয়া এইভাবেই রাখিয়া দিতাম। তাহার শরীর হিংস্র জন্তু ও পাখির পেটে যাইত আর কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালা তাহাকে সেখান হইতে পুনরুজ্জীবিত করিতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, তিনি তাহার এই দৃশ্য দেখিয়া মর্মাহত হইলেন। এবং বলিলেন, আমি যদি তাহাদের উপর বিজয় লাভ করি তবে তাহাদের ত্রিশজনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটিয়া বিকৃত করিব। আল্লাহ্ তায়ালা উক্ত বিষয়ের উপর এই আয়াত নাযিল করিলেন—

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ

তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশে তাহাকে কেবলার দিকে রাখা হইল এবং নয় তাকবীরের সহিত তাহার জানাযার নামায

www.BANGLAKITAB.com

পড়িলেন। তারপর শহীদগণকে একত্রিত করা হইল। এক একজন শহীদকে আনিয়া তাহার (হযরত হামযা (রাঃ)এর) পার্শ্বে রাখা হইত আর তিনি হযরত হামযা ও অন্যান্য শহীদগণের উপর নামায পড়িতেন। এইরূপে বাহাত্তর বার নামায পড়িলেন। অতঃপর তাহার সঙ্গীদিগকে দাফন করিলেন। কোরআনের উক্ত আয়াত নাযিল হইবার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদিগকে মাফ করিয়া দিলেন ও তাহাদের দেহ বিকৃত করিবার ইচ্ছাও পরিত্যাগ করিলেন। (তাবরানী)

হযরত যায়েদ (রাঃ)এর শাহাদাতে শোক ও সবর

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন, আমার পিতার শাহাদাতের পর আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলাম। আমাকে দেখিয়া তাঁহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। পরদিন আমি আবার তাঁহার নিকট আসিলে তিনি বলিলেন, গতকাল তোমার সাক্ষাতে যেরূপ ব্যথিত হইয়াছি আজও তোমার সাক্ষাতে আমি সেরূপ ব্যথিত।

খালেদ ইবনে শুমাইর (রহঃ) বলেন, হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ)এর শাহাদাতের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের (অর্থাৎ যায়েদ (রাঃ)এর পরিবারবর্গের) নিকট আসিলেন। হযরত যায়েদ (রাঃ)এর মেয়ে তাঁহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সজোরে কাঁদিয়া উঠিলেন। হযরত সাদ ইবনে উবাদাহ্ (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, ইহা কি? তিনি জবাব দিলেন, ইহা হাবীবের (অর্থাৎ বন্ধুর) প্রতি হাবীবের ব্যাকুলতা।

হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রাঃ)এর মৃত্যুতে শোক ও সবর

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত ওসমান ইবনে মাযউন (রাঃ)কে চুমা দিয়াছেন। তিনি কাঁদিতেছিলেন, তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু বহিতেছিল। অপর এক রেওয়ায়তে আছে যে, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অশ্রু হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রাঃ)এর গালের উপর গড়াইয়া পড়িতে দেখিয়াছি। (ইসাবাহ)

মউতের উপর সাহাবা (রাঃ)দের সবর করা

হযরত উম্মে হারেসাহ (রাঃ)এর সবর

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত হারেসাহ ইবনে সুরাক্বাহ্ (রাঃ) বদর যুদ্ধের দিন শহীদ হইয়াছেন। তিনি সেদিন পর্যবেক্ষক দলে ছিলেন। অজ্ঞাত এক তীর আসিয়া তাহার শরীরে লাগিল এবং তিনি শহীদ হইলেন। শাহাদাতের পর তাহার মা আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ হারেসার খবর বলুন, যদি সে বেহেশতে যাইয়া থাকে তবে আমি সবর করিব। অন্যথায় আল্লাহ্ তায়ালা দেখিয়া লইবেন, আমি কি করি। অর্থাৎ বিলাপ করিব। তখনও বিলাপ করা হারাম হইয়াছিল না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার নাশ হউক! তুমি কি পাগল হইয়াছ! উহা (এক বেহেশত নহে বরং) আট বেহেশত। আর তোমার ছেলে সর্বোচ্চ ফেরদাউস লাভ করিয়াছে। (বিদায়াহ)

অপর রেওয়ায়াতে আছে, তাহার মা বলিলেন, যদি সে বেহেশতে যাইয়া থাকে তবে আমি সবর করিব। আর যদি তাহা না হয় তবে আমি তাহার জন্য কাঁদিয়া আকুল হইব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে উম্মে হারেসাহ, বেহেশতের ভিতর অনেক বেহেশত রহিয়াছে। আর তোমার ছেলে সর্বোচ্চ ফেরদাউস লাভ করিয়াছে। অপর এক রেওয়ায়তে আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে উম্মে হারেসাহ্! উহা একটি বেহেশত নহে, বরং অনেক বেহেশত। আর সে সর্বোচ্চ ফেরদাউসে পৌঁছিয়াছে। তাহার মা বলিলেন, তবে আমি সবর করিব। (কান্য)

অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হারেসার মা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি সে বেহেশতে যাইয়া থাকে তবে আমি কাঁদিব না, দুঃখ করিব না। আর যদি সে দোযখে যাইয়া থাকে তবে যতদিন দুনিয়াতে বাঁচিয়া থাকিব তাহার জন্য কাঁদিব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে উম্মে হারেস অথবা হারেসাহ্, উহা একটি বেহেশত নহে বরং অনেক বেহেশতের মধ্যে একটি বেহেশত। আর হারেসাহ সর্বোচ্চ ফেরদাউসে পৌঁছিয়াছে। (ইহা শুনিয়া) হারেসার মা হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া গেলেন এবং বলিতে লাগিলেন, বাহবা, বাহবা হে হারেসাহ্! (কান্য)

WWW.BANGLAKITAB.COM

হযরত উম্মে খাল্লাদ (রাঃ)এর সবর

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সাবেত ইবনে কায়েস ইবনে সিমাস (রাঃ) বলেন, বনু কোরাইযার যুদ্ধের দিন খাল্লাদ নামক একজন আনসারী শহীদ হইলেন। তাহার মায়ের নিকট সংবাদ পৌছানো হইল। কেহ বলিল, হে উম্মে খাল্লাদ, খাল্লাদ শহীদ হইয়াছে। তাহার মা নেকাব পরিয়া বাহির হইলেন। কেহ বলিল, খাল্লাদ শহীদ হইয়াছে আর তুমি নেকাব পরিয়া আছ! তিনি উত্তর দিলেন, আমি খাল্লাদকে হারাইলেও আমার লজ্জাতো হারাই নাই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ব্যাপারে সংবাদ দেওয়া হইলে তিনি বলিলেন, জানিয়া রাখ, সে (অর্থাৎ খাল্লাদ) দুই শহীদের সওয়াব লাভ করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ইহার কারণ কি? বলিলেন, কারণ আহলে কিতাবগণ তাহাকে কতল করিয়াছে। (কান্য)

হযরত উম্মে সুলাইম ও হযরত আবু তালহা (রাঃ)এর সবর

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) হযরত আনাসের পিতার (অর্থাৎ তাহার স্বামী) নিকট আসিয়া বলিলেন, আজ আমি আপনার নিকট এমন খবর আনিয়াছি যাহা আপনার পছন্দ হইবে না। সে বলিল, তুমি এই আরব বেদুঈনের (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিকট হইতে সর্বদা আমার অপছন্দ খবর লইয়া আস। তিনি বলিলেন, আরব বেদুইন বটে তবে আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে বাছাই করিয়াছেন ও পছন্দ করিয়া নবী বানাইয়াছেন। সে জিজ্ঞাসা করিল, কি খবর লইয়া আসিয়াছ? বলিলেন, শরাব হারাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সে বলিল, তবে তোমার ও আমার মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গেল। অতঃপর সে মুশরিক অবস্থায়ই মারা গেল। তাহার মারা যাওয়ার পর আবু তালহা (বিবাহের প্রস্তাব) লইয়া উম্মে সুলাইম (রাঃ)এর নিকট আসিলেন। উম্মে সুলাইম (রাঃ) বলিলেন, তুমি মুশরিক, তোমার সহিত আমার বিবাহ হইতে পারে না। তিনি বলিলেন, না, খোদার কসম, তোমার উদ্দেশ্য ইহা নহে। উম্মে সুলাইম (রাঃ) বলিলেন, তবে আমার উদ্দেশ্য কি? তিনি বলিলেন, তুমি সোনা–রূপা চাহিতেছ। হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) বলিলেন, আমি তোমাকে ও আল্লাহর নবীকে সাক্ষ্য রাখিয়া বলিতেছি, যদি তুমি ইসলাম

গ্রহণ কর তবে তোমার ইসলাম গ্রহণের বিনিময়ে (বিবাহতে) রাজী আছি। আবু তালহা বলিলেন, তবে আমাকে এই ব্যাপারে কে সাহায্য করিবে? উম্মে সুলাইম (রাঃ) বলিলেন, হে আনাস, উঠ, তোমার চাচার সঙ্গে যাও। তিনি উঠিলেন, এবং আমার কাঁধে হাত রাখিয়া চলিলেন। আমরা যখন আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী হইলাম, তিনি আমাদের কথাবার্তা শুনিতে পাইয়া বলিলেন, এই যে, আবু তালহার চক্ষুদ্বয়ের মাঝে ইসলামের ইয্যত প্রকাশ পাইতেছে। অতঃপর তিনি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিলেন এবং বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার বান্দা ও রসূল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার ইসলাম গ্রহণের বিনিময়ে বিবাহ পড়াইয়া দিলেন। পরবর্তীকালে উম্মে সুলাইমের গর্ভে তাহার একটি ছেলে সন্তান জন্ম লাভ করিল। ছেলেটি যখন হাটিতে আরম্ভ করিল তখন সে পিতার অন্তর কাড়িয়া লইল। অতঃপর একদিন আল্লাহ্ তায়ালা তাহাকে এই দুনিয়া হইতে উঠাইয়া লইলেন। আবু তালহা (রাঃ) ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে উম্মে সুলাইম, আমার বেটা কেমন আছে। তিনি জবাব দিলেন, পূর্বাপেক্ষা ভাল আছে। তারপর বলিলেন, আজ আপনি দুপুরের খাওয়ায় অনেক দেরী করিয়া ফেলিয়াছেন, আপনি কি খানা খাইবেন না? উম্মে সুলাইম (রাঃ) বলেন, তারপর তাহার সম্মুখে দুপুরের খানা প্রস্তুত করিয়া রাখিলাম এবং বলিলাম, হে আবু তালহা, কোন কাওম কাহারো নিকট হইতে কোন জিনিষ ধার আনিয়াছে। তারপর আল্লাহ্র ইচ্ছায় অনেকদিন যাবৎ উক্ত জিনিষটি তাহাদের নিকট রহিয়াছে। অতঃপর মালিক তাহাদের নিকট উক্ত জিনিষটি চাহিয়া পাঠাইল এবং লইয়া গেল। এখন (ধার করা জিনিষটির জন্য) ইহাদের কি অস্থির হওয়া উচিত হইবে? তিনি উত্তর দিলেন, না। উম্মে সুলাইম (রাঃ) বলিলেন, আপনার ছেলে দুনিয়া হইতে বিদায় হইয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় সে? বলিলেন, এই যে, সে এই ছোট কামরার ভিতর আছে। তিনি যাইয়া কাপড় সরাইয়া দেখিলেন ও ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন পড়িলেন। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইয়া উম্মে

WWW.BANGLAKITAB.COM

সুলাইমের কথাগুলি তাঁহাকে বর্ণনা করিয়া শুনাইলেন। তিনি বলিলেন, সেই পাক যাতের ক্বসম, যিনি আমাকে হক দিয়া পাঠাইয়াছেন, আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তায়ালা সন্তানের মৃত্যুতে তাহার দরুন তাহার গর্ভে একটি ছেলে সন্তান ঢালিয়া দিয়াছেন। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, তারপর তিনি একটি ছেলে সন্তান প্রসব করিলেন। আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আনাস, তুমি তোমার মায়ের নিকট যাইয়া বল, ছেলের নাড়ী কাটা হইলে তাহাকে কোন কিছু খাওয়াইবার পূর্বে যেন আমার নিকট পাঠাইয়া দেয়। তিনি বলেন, উম্মে সুলাইম (রাঃ) শিশুকে আমার দুই হাতের উপর দিলেন। আমি উহাকে আনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে রাখিলাম। তিনি বলিলেন, আমার নিকট তিনটি আজওয়া খেজুর আন। আমি উহা লইয়া আসিলাম। তিনি উহার বিচি ফেলিয়া নিজের মুখের ভিতর লইয়া চিবাইলেন। তারপর শিশুর মুখ খুলিয়া তাহার মুখে দিলেন। সে উহা চুষিতে লাগিল। (ইহা দেখিয়া) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আনসারী তাই খেজুর ভালবাসে। তারপর বলিলেন, তোমার মায়ের নিকট যাইয়া বল, "আল্লাহ্ তায়ালা উহার মধ্যে তোমার জন্য বরকত দান করেন ও তাহাকে (পিতা-মাতার) অনুগত ও মুত্তাক্বী বানান।" (বায্যার)

অপর এক রেওয়ায়াতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, আবু তালহা বিবাহের পয়গাম দিলে উম্মে সুলাইম (রাঃ) বলিলেন, তোমার সহিত আমার বিবাহ হইবে? অথচ তুমি এক টুকরা কাষ্ঠখণ্ডের এবাদত কর যাহা আমার ওমুক গোলাম টানিয়া বেড়ায়।

অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আবু তালহা (রাঃ)এর এক ছেলে অসুস্থ হইয়াছিল। তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার পর তাহার ইন্তেকাল হইয়া গেল। তিনি যখন ফিরিয়া আসিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার ছেলে কেমন আছে? উম্মে সুলাইম (রাঃ) বলিলেন, সে পূর্বাপেক্ষা আরামে আছে। তারপর তাহার জন্য রাত্রের খাবার আনিলেন। তিনি খাইলেন এবং পরে স্ত্রীর সহিত মিলিত হইলেন। সবশেষে উম্মে সুলাইম বলিলেন, ছেলেকে দাফন করুন। সকাল বেলা হযরত আবু তালহা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া ঘটনা বলিলেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি রাত্রে মিলিত হইয়াছ? আবু তালহা (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। তিনি বলিলেন, আয় আল্লাহ্, উভয়ের জন্য বরকত দান করুন। সুতরাং উম্মে সুলাই (রাঃ)এর একটি ছেলে হইল। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আবু তালহা (রাঃ) আমাকে বলিলেন, তুমি উহার খেয়াল রাখ ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লইয়া যাও। তিনি উহাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লইয়া গেলেন এবং উম্মে সুলাইম (রাঃ) তাহার সহিত কয়েকটি খেজুর দিয়া দিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাকে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, উহার সঙ্গে কিছু আছে কি? বলিলেন, হাঁ, কয়েকটি খেজুর আছে। তিনি খেজুরগুলি লইয়া চিবাইলেন এবং নিজের মুখ হইতে লইয়া শিশুর মুখে দিলেন। (এইরূপে) তাহ্নিক করিয়া তাহার নাম 'আব্দুল্লাহ্' রাখিলেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হয়ত আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে তাহাদের এই রাত্রিতে বরকত দান করিবেন। বর্ণনাকারী সুফিয়ান (রহঃ) বলেন, একজন আনসারী সাহাবী বলিয়াছেন, আমি তাহাদের এই ছেলের নয়টি সন্তান দেখিয়াছি, যাহারা প্রত্যেকেই কোরআন পড়িয়াছে। (বুখারী)

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সবর

কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন, তায়েফের যুদ্ধের দিন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবু বকর (রাঃ)এর শরীরে একটি তীর লাগিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের চল্লিশ দিন পর উহা হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল এবং তাহার ইন্তেকাল হইল। (তাহার ইন্তেকালের পর) হযরত আবূ বকর (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)এর ঘরে গেলেন এবং বলিলেন, হে প্রিয় বেটি, খোদার ক্বসম, (তাহার মৃত্যুতে সবরের দরুন) এরূপ মনে হইতেছে যেন একটি বকরির কান ধরিয়া আমাদের ঘর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালার জন্য যিনি আপনার হৃদয়কে (সবর দ্বারা) দৃঢ় করিয়া দিয়াছেন ও সঠিক পথের পরিপক্ক এরাদা দান করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বাহির হইয়া

WWW.BANGLAKITAB.COM

গেলেন এবং পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, হে প্রিয় বেটি, তোমাদের কি এরূপ সন্দেহ হয় যে, তোমরা তাহাকে জীবিত দাফন করিয়া ফেলিয়াছ? তিনি বলিলেন, "ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন", কিরূপ কথা বলিতেছেন, আব্বা জান! হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি বিতাড়িত শয়তান হইতে। হে প্রিয় বেটি, প্রত্যেকের উপর দুই রকমের প্রভাব হইয়া থাকে এক—ফেরেশতার প্রভাব, দুই—শয়তানের প্রভাব। বর্ণনাকারী বলেন, সেই তীর হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট রক্ষিত ছিল। পরবর্তীকালে যখন সক্বীফ গোত্রের প্রতিনিধিদল তাঁহার নিকট আসিল তখন তিনি উহা তাহাদের সম্মুখে বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে কেহ কি এই তীর চিনিতে পারে? বনু আজলানের সাদ' ইবনে ওবায়েদ (রাঃ) বলিলেন, এই তীর আমিই প্রস্তুত করিয়াছি, উহার পালক ও পশ্চাদ্ভাগ আমিই লাগাইয়াছি এবং আমিই উহা নিক্ষেপ করিয়াছি। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, এই তীরই আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবু বকরকে শহীদ করিয়াছে। সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই জন্য যিনি তাহাকে তোমার দ্বারা (শাহাদাতের) সম্মান দান করিয়াছেন আর তোমাকে তাহার দ্বারা অপমানিত করেন নাই। নিশ্চয়ই তিনি প্রশস্ত প্রাঙ্গণের অধিকারী। অপর রেওয়ায়তে আছে যে, আর তোমাকে তাহার দ্বারা অপমানিত করেন নাই। কারণ তিনি তোমাদের উভয়ের জন্য প্রশস্ত। (হাকেম)

হযরত ওসমান (রাঃ)এর সবর

হযরত আম্র ইবনে সাঈদ (রাঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ)এর যখন কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করিত তিনি উহাকে কাপড়ের টুকরাতে জড়ানো অবস্থায় আনাইয়া শুকিতেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কেন এরূপ করেন? তিনি জবাব দিলেন, তাহার যদি কিছু ঘটে, (অর্থাৎ মৃত্যু হইয়া যায়) তবে উহার পূর্বেই যেন আমার অন্তরে তাহার প্রতি মুহাব্বত জন্মে।

হযরত আবু যার (রাঃ)এর সবর

হযরত আবু যার (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁহাকে কেহ বলিল,

আপনার তো কোন সন্তান জীবিত থাকে না। তিনি বলিলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি তাহাদিগকে এই অস্থায়ী জগত হইতে উঠাইয়া লইয়া চিরস্থায়ী জগতে জমা করিতেছেন। (কান্য)

হযরত ওমর (রাঃ)এর সবর

হযরত ওমর ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) কোন মুসীবত আসিলে বলিতেন, আমি তো যায়েদ ইবনে খাত্তাবের মুসীবতের উপর ধৈর্য ধারণ করিয়াছি। তিনি তাঁহার ভাই যায়েদের 'হত্যাকারীকে দেখিয়া বলিলেন, তোমার নাশ হউক! তুমি আমার ভাইকে কতল করিয়াছ। যখনি পুবালি বাতাস বহে তাহার কথা আমার স্মরণ হয়। (হাকেম)

হযরত সাফিয়্যা (রাঃ)এর সবর

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত হামযা (রাঃ) শহীদ হইবার পর হযরত সাফিয়্যা (রাঃ) তাহাকে তালাশ করিতে আসিলেন। তিনি জানিতেন না তাঁহার কি হইয়াছে। হযরত আলী ও হযরত যুবাইর (রাঃ)এর সহিত সাক্ষাত হইল। হযরত আলী (রাঃ) হযরত যুবাইর (রাঃ)কে বলিলেন, তোমার মাকে তাঁহার খবর দাও। হযরত যুবাইর (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)কে বলিলেন, তুমিই বরং তোমার ফুফুকে বল। ইতিমধ্যে হযরত সাফিয়্যা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, হামযার কি হইয়াছে? তাহারা এমন ভাব দেখাইলেন যেন তাহারা জানেন না। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন। তিনি বলিলেন, আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, মাথা না খারাপ হইয়া যায়। সুতরাং তিনি তাঁহার বুকের উপর হাত রাখিয়া দোয়া করিলেন। তারপর হযরত সাফিয়্যা (রাঃ) সংবাদপ্রাপ্ত হইয়া ইন্না লিল্লাহ্ পড়িলেন ও কাঁদিয়া উঠিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হামযা (রাঃ)এর নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটিয়া তাহাকে বিকৃত করা হইয়াছিল। বলিলেন, "মেয়েদের কান্না-কাটির আশঙ্কা না হইলে আমি তাহাকে (দাফন না করিয়া) এরূপই রাখিয়া দিতাম যেন (কিয়ামতের দিন) পশু-পাখির উদর

WWW.BANGLAKITAB.COM